সাপ্তাহিক WEEKLY BANGALEE
বাঙালী
প্রকাশনার ২৭ বছরে
MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA
VOL 27 ◘ ISSUE 1389 ◘ SATURDAY 28 APRIL 2018 ◘ ১৫ বৈশাখ ১৪২৫ ◘ ১২ শাবান ১৪৩৯ ◘ FREE

www.weeklybangalee.com

নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক হাউজিংএ এপার্টমেন্ট ভাড়া তিনগুণ করার প্রস্তাব

বাঙালী প্রতিবেদনঃ যারা পাবলিক হাউজিং বা সরকারী এপার্টমেন্টে থাকেন, তাদের মাসিক ভাড়া তিনগুণ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। ফেডারেল সরকার কর্তৃক সাবসিডাইজ দেয়া এইসব এপার্টমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে ও সিটিতে স্বল্প আয়ের মানুষদের জন্য দেয়া হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার এই খবর ছেপেছে নিউইয়র্ক টাইমস। তারা বলছে সরকারের ভর্তুকি দেয়া এইসব এপার্টমেন্টে যারা কম ভাড়ায় বসবাসের জন্য বরাদ্দ পাবেন, শেষাংশ ২৪ পাতায়

পাঁচ বরোতে আবাসিক এলাকায়

গাড়ি পার্কিংএর জন্য পারমিট দেয়া হবে

বাঙালী প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্ক সিটির পাঁচ বরোতেই আবাসিক এলাকায় নির্ধারিত মূল্যে পার্কিং পারমিট দেয়ার বিল উঠেছে। অনেক আবাসিক এলাকায় এইসব এলাকায় যারা বসবাস করেন তারা কাজ শেষে বাড়ি ফিরে পার্কিং পান না। তাদের পার্কিংএর জন্য হন্যে হতে হয়। তাই এইসব এলাকায় যারা বসবাস করেন তারা যাতে পার্কিং পান, সেই নিশ্চয়তা দেয়ার লক্ষ্যে সিটি কাউন্সিলের দুই সদস্য এই বিলটি তুলেছেন। এরা হলেন দুজনেই ম্যানহ্যাটান থেকে নির্বাচিত ইডানিস শেষাংশ ১৮ পাতায়

বাংলাদেশও খেলছে দুই বৃহৎ শক্তির সাথে

বাংলাদেশকে নিয়ে চীন-ভারত কাড়াকাড়ি

বাঙালী প্রতিবেদনঃ বাংলাদেশের ভূ রাজনৈতিক অবস্থান তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা শুরু করে যখন চীন ও ভারত শক্তিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। বাংলাদেশের অবস্থানই এর অন্যতম কারণ। যারা এখনো মনে করে বাংলাদেশ কেন বৃহৎ শক্তিসমূহের আগ্রহ সৃষ্টির কারণ হবে, তাদের বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েন এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দরকে আধুনিক কন্টেইনার পোর্ট করার জন্য দেনদরবার নতুন ঘটনা নয়। বঙ্গোপসাগর নিয়ে টানাহেঁচড়া অনেকে সম্প্রতিকালে লক্ষ্য করেছেন। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে আগামীতে বিশ্বরাজনীতির মূল টার্গেট হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। এই বিষয়গুলো নিয়ে এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার দুটি থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠান দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। সেই নিবন্ধ দুটির ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি এখানে প্রকাশিত হলোঃ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দুই শক্তি চীন এবং ভারত সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে, বাংলাদেশের গত ৪৭ বছরের ইতিহাসে তার নজির সম্ভবত নেই। এই দ্বন্দ্ব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এত তীব্র রূপ নিয়েছে যে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নিয়ে শেষাংশ ১৮ পাতায়

পবিত্র শবে বরাত সোমবার দিবাগত রাতে

বাঙালী প্রতিবেদনঃ আগামী সোমবার দিবাগত রাত লায়লাতুল বরাত বা শবেবরাতের রাত। এই রাতকে বলা হয় শুভ রজনী বা মঙ্গলময় রাত। এই রাতে মানুষের আগামী এক বছরের জন্য ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। সেজন্য মুসলমান শেষাংশ ৬২ পাতায়

হিরো নাকি জিরো

তারেক রহমানের পরিণতি কী

বিশেষ প্রতিবেদনঃ তারেক রহমান লন্ডনে অবস্থান করছেন। তার বিরুদ্ধে মামলাও রয়েছে অনেকগুলো। তিনি আর রাজনীতি করবেন না এমন মুচলেকা দিয়ে ফখরুদ্দীন-মইনুদ্দীন সরকারের আমলে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। মাঝে মাঝে তিনি কিছু বক্তব্য দেন, যেসব বক্তব্যে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে আওয়ামমী নেতৃবৃন্দ। সম্ভবত তারেক রহমানের উদ্দেশ্যই হলো আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং বর্তমান সরকারকে উত্তেজিত করে আলোচিত হওয়া, মিডিয়া কভারেজ পাওয়া। কারণ তিনি এক এক সময় যেসব বক্তব্য দেন তা প্রতিষ্ঠা করার কোনো চেষ্টা করেন না। ফলে তা হারিয়ে যায়। তার কথাতে অবশ্য সরকার পক্ষ একটু বেশিই প্রতিক্রিয়া দেখায়। সম্প্রতি তারেক রহমানের পাসপোর্ট নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে পক্ষে বিপক্ষে, তাতেও সরকার পক্ষ একটু বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে কি ধরে নেয়া যেতে পারে সরকার পক্ষ বিএনপির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট যার মাথায় ঝুলছে অনেক মামলা, তাকে অত্যন্ত পটেনশিয়াল ভাবছে? অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, শেষাংশ ৬৩ পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর মুকুটে আরেকটি পালক

সিডনিঃ বাংলাদেশে নারীশিক্ষা ও কর্মোদ্যোগে অন্যান্য সাধারণ নেতৃত্বের জন্য গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড অর্জনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৌরবের মুকুটে আরও একটি উজ্জ্বল পালক যুক্ত হলো। শেষাংশ ৫৮ পাতায়

সৌদি আরবে চার দিনে গ্রেফতার ১০ লক্ষ

মিডল ইস্ট মনিটরঃ সৌদি আরবে ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত অভিযানে প্রায় ১০ লাখ ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ ইয়েমেনি। ৩৯ শতাংশ ইথিওপিয়ান। আর বাকি ৩ শতাংশ বিভিন্ন দেশের নাগরিক। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানায়, শেষাংশ ৬০ পাতায়

ফুডস্ট্যাম্পের আবেদন এখন অনলাইনে

বাঙালী প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্ক সিটিতে যারা ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করেন তাদের শতকরা ৮০ ভাগই এখন অনলাইনে আবেদন করছেন। ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষদের জন্য এটা একটা বড় ধরনের সহায়তা বলে মনে করেন ফুড স্ট্যাম্প প্রদানকারী অফিসের শেষাংশ ১৮ পাতায়

কানাডায় গবেষণায় সর্বোচ্চ সম্মাননা পেলেন ড.মুজাহিদ

অটোয়াঃ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর পক্ষ থেকে সে দেশের সর্বোচ্চ গবেষণা সম্মাননা 'কানাডা রিসার্চ চেয়ার' অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলাদেশের ড. এম মুজাহিদুর রহমান। ২৬ এপ্রিল শেষাংশ ৩৮ পাতায়

যে কারণে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

কৌশিক বসুঃ প্রগতিশীল সামাজিক নীতি এবং কিছু ঐতিহাসিক কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি থেকে বাংলাদেশ এখন উচ্চাকাঙ্খী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক যেসব কারণে পথ হারানোর ঝুঁকি রয়েছে, সেগুলো কি বাংলাদেশ অগ্রাহ্য করতে পারবে? সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এশিয়ার অন্যতম এবং অপ্রত্যাশিত সাফল্যের গল্প হয়ে গেছে বাংলাদেশ। এক সময় এই অঞ্চলটি ছিল পাকিস্তানের দরিদ্রতম এলাকা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর দারিদ্র্য এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া দেশটি অর্থনীতিতে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ যখন প্রবৃদ্ধিতে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে যায়, তখন তাকে অপ্রত্যাশিত সাফল্য হিসেবেই ধরা হয়েছিল। কিন্তু ওই সময় থেকে প্রতি বছর পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি আড়াই শতাংশেরও বেশি হচ্ছে। চলতি বছর এই প্রবৃদ্ধি ভারতের প্রবৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে শেষাংশ ৩৯ পাতায়

যুগান্তকারী যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দুই কোরিয়ার

ঢাকা,২৮এপ্রিলঃ সাড়ে ছয় দশকের যুদ্ধ বিরতির পর কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধ অবসানের ঘোষণা দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন। দুই কোরিয়া শেষাংশ ৬০ পাতায়

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও

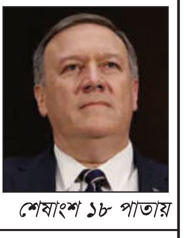

ওয়াশিংটনঃ সেক্রেটারি অব স্টেট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সিআইএর সাবেক পরিচালক মাইক পম্পেও। বৃহস্পতিবার সিনেট তার নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে। প্রেসিডেন্ট শেষাংশ ১৮ পাতায়

সাবধান!

ফেসবুক থেকে চুরি যাচ্ছে ব্যক্তিগত তথ্য

বিশেষ প্রতিবেদনঃ অনেকেই অজান্তে প্রতিদিনের সব ঘটনাই বিবৃত করেন ফেসবুকে। ফেসবুকে থাকতে থাকতে পপ আপ হয় নানা এ্যাপ। অনেক এ্যাপ তাদের ভিতরে ঢুকতে বা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। অনেকে না জেনেই সেসব এ্যাপ খোলেন বা তাদের অনুমতি দেন। অনেক সময় অনেক নিষিদ্ধ সাইট এমনভাবে আসক্ত করে তোলে যে অনেকে ভাববারও সময় পায় না। ফেসবুক ব্যবহারকারী জানতেও পারে না তারা কিভাবে খাল কেটে কুমির আনছে। এ বিষয় নিয়ে একটি জরুরী প্রতিবেদন এখানে মুদ্রিত হলোঃ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যবহারকারীদের অজান্তেই নানা তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে অ্যাপ নির্মাতারা। এসব বিশ্লেষণমূলক অ্যাপ পরিহার করে চলতে হবে। সতর্কতার সঙ্গে শেষাংশ ৩৮ পাতায়

নিউইয়র্কে প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ হচ্ছে

বাঙালী প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্ক স্টেটে একবার ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ ডিসপোজেবল প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গভর্নর এন্ড্রু কোমো। এই মর্মে তিনি একটি বিল প্রণয়ন করেছেন। সোমবার এই বিলের কথা ঘোষণার সময় শেষাংশ ১৮ পাতায়

প্রসঙ্গ খালেদা ও তারেক

বিএনপি নেতারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না

বাঙালী প্রতিবেদনঃ নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে। সংবিধান অনুযায়ী এ বছরের শেষেই বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা। এতদিন বিএনপি যে বলে আসছিল, এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন করবে না, সেই দাবি থেকে হয়তো সরে এসেছে বলেই মনে হচ্ছে। বিশেষ করে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর বিএনপি নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারছেন না তারা কী করবেন। কেউ কেউ বলছেন তাদের নেত্রী ছাড়া নির্বাচন করবেন না, অন্য সূত্রে জানা যাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে তারা শেষাংশ ৬০ পাতায়

Bangladesh Travel
bangladeshtravel@hotmail.com
www.bangladeshtravels.com
New York-Dhaka from $530
* Fares Subject to change * Tax not Included
Jafor Ferdous: 718-854-6278

শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধীগণ
মাসে ৫০০ থেকে ২৮০০ ডলার
ডিসএবিলিটি ভাতা নিতে পারেন
বিনা পরীক্ষায় আমেরিকান সিটিজেনশীপ
USDC INC 212-835-1525
5 Penn Plaza, Suite 1948, NY, NY 1001
usdcnyc@gmail.com
www.usdcnyc.org

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামুল্যে পরামর্শ / কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য/ ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law
Bompart & Bompart LLC : 95-20 63rd Road, Suite M Rego Park, NY 11374
Jackson Heights & Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI only and the U.S Supreme Court.

METRO URGICARE
Urgent Care When You Need It

আপনার সেবায় আমাদের
জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা

কোন এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সর্বদাই স্বাগতম

আমরা বাংলায় কথা বলি
প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের সেবা

বেশিরভাগ ইন্সুরেন্স (বীমা) গ্রহন করা হয় | ক্রেডিট কার্ড গ্রহন করা হয়

মেট্রো আর্জিকেয়ার-এ, আমরা যেকোন জীবন ঝুঁকিপূর্ণ নয় সেই সব মেডিকেল সমস্যা- ব্যক্তি ও পরিবারবর্গদের বিনা খরবে, ব্যস্ত এমার্জেন্সি রুম ভিজিট ছাড়াই এবং ঝামেলামুক্ত দ্রুত সেবা দিতেই আমাদের জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থা।

আমাদের কিছু জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থাসমূহ

- এলার্জিক প্রতিক্রিয়ায় চিকিৎসা
- এ্যাজমা অ্যাটাক
- ঠান্ডা, কাশি ও জ্বর
- কাটা এবং ছেঁড়া
- পানি শূণ্যতা
- কানে ব্যথা
- কান পরিস্কার, বাহ্যিক বস্তু অপসারণ
- মাইগ্রেন এবং ক্রনিক মাথা ব্যথা
- সামান্য হাড় ভাঙ্গা
- সামান্য পোড়া
- মচকানো এবং টান লাগা
- খোলা ক্ষত, র‌্যাশ, স্ক্রেপস
- সাইনাস প্রদাহ
- গলা ব্যথা
- গলা ব্যথা টেস্টিং
- যৌনবাহিত রোগ
- পেটে ফ্লু/ভাইরাস (ডায়ারিয়া, বমি বমি ভাব, বমি)
- মূত্রনালীর সংক্রমন রোগ
- বিন্দু পরীক্ষা
- ইমিগ্রেশন শারীরিক পরীক্ষা

ব্রংক্সে আমাদের অফিসগুলোর ঠিকানা

3200 Grand Concourse
Bronx, NY 10458
718-561-3200

1990 McGraw Avenue
Bronx, NY 10462
718-561-0200

1381 White Plains Road
Bronx, NY 10460
718-892-5500
Monday-Friday: 8am-8pm
Saturday and Sunday: 8am-3pm

লং আইল্যান্ডে
আমাদের নতুন অফিস
808A Hicksville Rd.
Massapaqua, NY 11758
718-561-0200

আমাদের সময়সূচি
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা
শনিবার
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা
রবিবার
সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা

www.metrourgicare.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ এগিয়ে যাক

বঙ্গবন্ধু একটি প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশে শূন্য কোষাগার নিয়ে যাত্রা শুরু করে মাত্র সাড়ে তিন বছরে অভূতপূর্ব সব মাইলফলক স্থাপন করে গেছেন। শুধু একটি জাতিকে তিনি মুক্তি এনে দিয়েছেন তাই নয় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে অসংখ্য দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। চিন্তাই করা যায় না বঙ্গবন্ধু ছাড়া ভারতীয় সৈন্যরা ফিরে যেতো কিনা, কিংবা এত স্বল্প সময়ের মধ্যে এত বেশি দেশ স্বীকৃতি দিত কিনা, জাতিসংঘের সদস্য হওয়া যেতো কিনা, মাত্র নয় মাসে একটি সংবিধান রচনা সম্ভব হতো কিনা। মাত্র সাড়ে তিন বছরে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশটির সব ব্রিজ কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন করেন, সব কলকারখানা চালু করেন, সব বিমান বন্দরের রানওয়ে নির্মাণ সম্পন্ন করেন, পতেঙ্গা ও মংলা সমুদ্র বন্দরের মাইন পরিষ্কার করে চালু করেন, অর্থনীতিতে প্রাণ সঞ্চার করেন বঙ্গবন্ধু। সেই সাথে এই সময়ের মধ্যেই সেই ৪৩ বছর আগে একটি অত্যন্ত প্রাগ্রসর চিন্তা করেছিলেন তিনি। তিনি চট্টগ্রামের বেতবুনিয়ায় ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বাংলাদেশের প্রথম ভূউপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করতে। তিনি তখনই বুঝেছিলেন সংযুক্তিই বাংলাদেশকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। এর মাত্র ২ দশকের মাথায় পৃথিবীকে আমূল পরিবর্তন করে দিল কম্যুনিকেশন সুপার হাইওয়ে নামক প্রযুক্তি। সেই সুপার হাইওয়ে ধরে আজ বিশ্বটা রূপান্তরিত হয়েছে গ্লোবাল ভিলেজে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা।

বেতবুনিয়ার ভূউপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পথ ধরে, যদিও ইতোমধ্যেই ৪৩ বছর অতিক্রান্ত, আজ আর ভূমিতে নয়, মহাকাশে উড্ডয়ন হতে যাচ্ছে উপগ্রহ। আগামী ৭ মে, ধারণা করা যায়, বাংলাদেশ স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ফ্লোরিডার কেপ কার্নিভাল থেকে ফ্যালকন-৯ রকেট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করবে।

অনেকেই জানেন ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের জলসীমার ওপর দিয়ে সিঙ্গাপুর যাচ্ছিল সদ্য আবিষ্কৃত ফাইবার অপটিক্স, তখন বিনামূল্যে বাংলাদেশকে সংযোগ দেয়ার অফার দিয়েছিল, কিন্তু তৎকালীন সরকার বিষয়টি বুঝতে অপারগ ছিল। বুঝতে পারেননি এর প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা। সেই ফাইবার অপটিক্স এক সময় অনিবার্য হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে সরকারকে হাজার কোটি টাকা খরচ করতে হয়।

শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলাদেশকে কম্যুনিকেশনে বিশ্বমানের করার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ পদ্ধতি চালু করেন তারই আইটি প্রশিক্ষিত পুত্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী। প্রথম দিকে তা নিয়ে অনেক কৌতুক হলেও আজ তা মানুষের জীবন, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য শেখ হাসিনা প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করেন। নাম রাখা হয় বঙ্গবন্ধুর নামে। ২০০১ সালে নির্বাচনে পরাজিত হয় আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের পরাজয়ের সাথে সাথে উক্ত স্যাটেলাইট প্রকল্পটিরও মৃত্যু ঘটে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তাকে পুনর্জীবিত করেন। আর সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটতে যাচ্ছে ৭ মে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট চালু হলে বাংলাদেশের সব টিভি চ্যানেলগুলোকে আর বিদেশের শরণাপন্ন হতে হবে না, টেলি কম্যুনিকেশন, ইন্টারনেট সবই চলবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। বাংলাদেশ প্রবেশ করবে নতুন জগতে। আর অন্য দেশের দ্বারস্থ হতে হবে না একালের সবচেয়ে জরুরী এই প্রযুক্তির জন্য। এই সরকার যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে, দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে, সমুদ্র জয়ের নজির স্থাপন করেছে, তেমনই এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে অন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হোক। বাংলাদেশ এগিয়ে যাক।

সাপ্তাহিক বাঙালী
MOST WIDELY READ WEEKLY NEWSPAPER IN BANGLA

সম্পাদক ❑ কৌশিক আহমেদ
সহযোগী সম্পাদক ❑ আফরোজা আশরাফ

গ্রাফিক্স ম্যানেজার ❑ সুমন শেখ

বাংলাদেশ ব্যুরো চীফ ❑ এ এইচ এম হাবিবুল ইসলাম
উপদেষ্টা ❑ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ভাইস প্রেসিডেন্ট ❑ ইয়াসমিন কৌশিক

PRESIDENT & EDITOR KOWSHIK AHMED

PUBLISHED BY WEEKLY BANGALEE INC

86-16 QUEENS BLVD, SUITE 202, ELMHURST, NY 11373
PHONE 718-639-1177 FAX 718-565-8101
e-mail: weeklybangalee@gmail.com
website: www.weeklybangalee.com

DHAKA OFFICE:
75/M INDIRA ROAD, THIRD FL. FARMGATE, DHAKA 1215 PHONE: 8121157

সাপ্তাহিক বাঙালীতে বেশির ভাগ খবর, ফিচার, ছবি ও কার্টুন ইন্টারনেটে সংবাদ সংস্থা এফএনএস সূত্রে প্রাপ্ত এবং বাংলাদেশের সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, যুগান্তর, ভোরের কাগজ, মানবজমিন, আমাদের সময়, সমকাল, কালের কণ্ঠ, আমার দেশ, সাপ্তাহিক,সাপ্তাহিক ২০০০ ও অন্যান্য সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বাঙালীতে প্রকাশিত সব বিজ্ঞাপনের দায়দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার। এছাড়াও সাপ্তাহিক বাঙালীতে প্রকাশিত ফিচার/নিবন্ধের বক্তব্যও লেখকের, সাপ্তাহিক বাঙালীর নয়।

বাণী চিরন্তনী

যার হাত ও জবান থেকে মানবজাতি নিরাপদ, তিনি খাঁটি মুসলমান। **-আলহাদিস**

মিথ্যাবাদীর শাস্তি এই নয় যে তাকে কেউ বিশ্বাস করে না, বরং সে নিজেই কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। **-জর্জ বার্নার্ড শ**

মানিয়ে নাও, না-হয় ধ্বংস হয়ে যাও এই হলো প্রকৃতির শিক্ষা। **-এইচজি ওয়েলস**

সবচেয়ে খারাপ একাকিত্ব হলো নিজেকেও ভালো না লাগা। **-মার্ক টোয়েন**

নিরাশ হয়ো না, তাতে আয়ু কমে যায়। **-অ্যারিস্টটল**

মানুষের জীবনটাই অগণিত ভুলের যোগফল। **-হোমার**

যৌন অতৃপ্তি সবচেয়ে মারাত্মক। **-থডি. এইচ. লরেন্স**

নেতৃত্ব কেউ কাউকে দেয় না, এটা অর্জন করতে হয়। **-আব্রাহাম লিংকন**

ভালো ব্যবহার করতে গেলে ছোট ছোট স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। **-ইমারসন**

শৈশবে যে বিদ্যার্জন করেনি, যৌবনে যে অর্থ উপার্জন করেনি, প্রৌঢ় বয়সে যে পুণ্য সঞ্চয় করেনি সে বার্ধক্যে কীইবা করবে? **-চাণক্য**

সম্পাদকীয় পরবর্তী

তিন ভাগ হয়ে আছে শিক্ষা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শিক্ষা সমাজকে আলোকিত করে। শিক্ষার উন্নয়ন কিংবা সুশিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত না করে সমাজের উন্নতি আশা করা দূরাশারই নামান্তর। আমাদের সমাজের মধ্যে বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই বিভক্তি সম্পর্কে নানা মহল থেকে গুরুত্ব সহকারে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারও প্রকাশ ঘটে। বলা হচ্ছে, বিভক্তি দূর করো। বলা যায় যে, আমাদের সমাজ এখন তিন ভাগে বিভক্ত। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র। এটা নানাভাবে বোঝা যায়, টের পাওয়া যায় শিক্ষার দিকে তাকালেও। শিক্ষা এখন সমাজের মতোই খাড়াখাড়ি তিন ভাগ হয়ে গেছে- ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম ও মাদ্রাসা। ইংরেজি মাধ্যম বিত্তবানদের জন্য, মধ্যবিত্তদের জন্য রয়েছে বাংলা মাধ্যম আর গরিব মানুষের ভরসা হচ্ছে মাদ্রাসা।

শিক্ষার সঙ্গে সমাজে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তো থাকবেই। শিক্ষা সমাজের ওপর ভর করেই দাঁড়িয়ে থাকে এবং সমাজের যে বাস্তবতা, তাকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু সত্য তো এটাই যে, শিক্ষা সমাজকে বদলে দেবে- এটাই আমরা আশা করি। নইলে ‘শিক্ষা শিক্ষা’ বলে অত করে আওয়াজ তোলা কেন? আমাদের প্রত্যাশা থাকে, শিক্ষা জাতি গঠনে সাহায্য করবে। তার অর্থ তো শিক্ষা সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবে। কিন্তু বাস্তবে যা করছে সেটা তো দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টো ব্যাপার। ভিন্ন নয়, একেবারে উল্টো। সমাজের ভেতর যে শ্রেণিবিভাজন শিক্ষা তাকে বাড়িয়ে তুলছে। শিক্ষার ৩ ধারা সমাজের ৩ ভাগকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিচ্ছে। শিক্ষা যত বাড়ছে, বিভাজন তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা একাধারে করুণ ও হাস্যকর। বিভাজন জিইয়ে রেখে তো মানুষে মানুষে অধিকার ও সুযোগের সাম্য গড়ে তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করা যাবে না। কারণ এই বিভাজনের চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক তো আর কিছু হতে পারে না। একে শত্রুরূপেও চিহ্নিত করা যায়।

উচ্চবিত্তদের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা আর মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যে মিল থাকার কোনো ব্যাপারই আশা করা যায় না। দুটি দুই ধরনের। ইংরেজি মাধ্যমে সবকিছুই চলে ইংরেজি ভাষায় আর মাদ্রাসায় ইংরেজি যা পড়ানো হয়, তা খুবই সামান্য। কওমি মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে ওপরের দিকে শিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে আরবি, ফার্সি ও উর্দু। কিন্তু ওই যে মাতৃভাষার জন্য উপযুক্ত স্থান নেই, এ ব্যাপারে বড়লোকের ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা ও গরিবের মাদ্রাসা শিক্ষা চমৎকারভাবে কাছাকাছি চলে আসে। এর ফল যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো- উভয় ধারার শিক্ষার্থীই উৎপাটিত হচ্ছে মাতৃভূমির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান থেকে। তাদের কৃত্রিম মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মাতৃভাষাই হচ্ছে শিক্ষার সহজ, স্বাভাবিক ও কার্যকর মাধ্যম। অন্য ভাষায় যে শিক্ষা তা সব সময়ই কঠিন, কৃত্রিম ও অফলপ্রসূ হচ্ছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষাদান ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে।

আর বড়লোক ও গরিবদের স্কুলে মাতৃভাষার স্থান তো খুবই সংকুচিত; অথচ কথা ছিল দেশ স্বাধীন হলে সর্বস্তরের শিক্ষাই হবে মাতৃভাষায়। তিন ধরনের শিক্ষা তো থাকবেই না, তিনে মিলে এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে এবং মাতৃভাষাই হবে তার মাধ্যম। ঠিক এর উল্টোটাই ঘটেছে। মাতৃভাষাই পারত তিন ধারাকে এক করতে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে ইংরেজি মাধ্যমে স্কুল ছিল একেবারেই নগণ্য সংখ্যক। কিন্তু তারপরও হৈচৈ করে একেবারে চক্রবৃদ্ধি হারে ইংরেজি স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন রাজধানী বা প্রধান শহরগুলোতেই শুধু নয়, মফস্বলেও তারা ছড়িয়ে গেছে। তাদের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার চলও আগের সব রেকর্ড ইতোমধ্যে ভেঙে ফেলেছে। রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার কোনো কথাই ছিল না। কিন্তু সংবিধান থেকে যে দ্রুততায় ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুছে ফেলা হয়েছে, ততোধিক ত্বরিতগতিতে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। কাজটা সরকার করেছে, কাজটা বেসরকারিভাবেও করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি মাদ্রাসার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। আমাদের এই ‘সোনার বাংলা’য় এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে বৈষম্যের কোনো প্রকার অভাব দেখা যাবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা, বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসার ব্যাপারে বদান্যতার কোনো অভাব দেখা যায় না, অথচ প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুল খোলার জন্য টাকা চাইলে পাওয়া যায় না। এ রকম দৃষ্টান্ত যথেষ্ট আছে। কারণ এই যে, মাদ্রাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করলে একদিকে যেমন পুণ্য সঞ্চয় হবে ও সামগ্রিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তেমনি গরিব মানুষের শান্ত, সন্তুষ্ট এবং প্রতিযোগিতার বলয়ে প্রবেশ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে। তা ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার ভেতরে বাণিজ্যিক সুবিধাও রয়েছে। বই ও গাইড বই থেকে শুরু করে চাঁদা সংগ্রহ, সরকারি অনুদানের অপব্যবহার সবকিছুই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের আরেকটি ক্ষেত্র রয়েছে প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই যে আসল বিশ্ববিদ্যালয়, তা নিয়ে কোনো তর্কই নেই।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণেই। প্রথম কথা, প্রয়োজনের তুলনায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অল্প। এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। সেখানে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়েই ছেলেমেয়েরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ছোটে। দ্বিতীয় সত্য এই যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আগমন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই, তা তারা খণ্ডকালীন, পূর্ণকালীন, ছুটি নিয়ে আসা যে ধরনের নিয়োগই পান না কেন। যখনই যে সরকার ক্ষমতায় আসে তারাই যুগোপযোগী শিক্ষার বিষয়ে কথা বলে। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে যথাযথ অর্থে কাজের কাজ কি আশানুরূপ হয়েছে? দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও ব্যাপক বিভাজন স্পষ্ট। এই বিভাজন দূর করতে না পারলে অগ্রগতির পথ মসৃণ করা যাবে না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে *শেষাংশ ৪০ পাতায়*

নামাজের সময়সূচী

এপ্রি-মে	২৮	২৯	৩০	১	২	৩	৪	৫
ফজর	৪.৩৬	৪.৩৫	৪.৩৩	৪.৩১	৪.২৯	৪.২৭	৪.২৬	৪.২৫
সূর্যোদয়	৫.৫৮	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৪	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৯
জোহর	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫
আসর	৫.৪৭	৫.৪৭	৫.৪৮	৫.৪৯	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫১
মাগরিব	৭.৫২	৭.৫২	৭.৫৩	৭.৫৫	৭.৫৬	৭.৫৬	৭.৫৮	৭.৫৯
এশা	৯.১৬	৯.১৭	৯.১৮	৯.২০	৯.২১	৯.২২	৯.২৩	৯.২৪

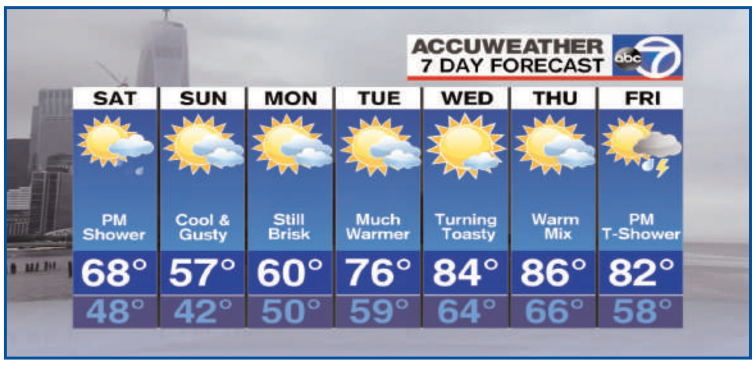

পরিস্থিতি পর্যালোচনা

শেখ হাসিনার লন্ডন সফর বিএনপির তৃপ্তির ঢেঁকুর

ফারুক যোশী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন ব্রিটেনে আসেন, তার কদিন আগ থেকেই বাঙালিপাড়া প্রস্তুত হতে থাকে। বাংলাদেশের রাজনীতির অংশীদার মানুষগুলো যেন নতুন প্রাণ পায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলথ সম্মেলনে এসেছিলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই তার এ আগমনে লন্ডনের বাঙালিপাড়া যেন প্রাণ পেয়েছিল। ব্রিটেনে যারা সরকারি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগের কর্মী তাদের মাঝে একটা প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। কিন্তু তাদের সে প্রাণচাঞ্চল্যতা সবসময় মসৃণ হয়ে উঠে না। ব্রিটেন কিংবা ইউরোপ সফরে যখনই আসেন প্রধানমন্ত্রী, তখনই এখানকার রাজপথ কাঁপায় বিএনপি। সংসদের বাইরে হলেও বাংলাদেশে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিই। বাংলাদেশে বিএনপি দাঁড়াতে পারছে না, যে কথাটা বলেন সরকারি দলের অনেক নেতাই। তাদের ভাষায় বিএনপি সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। ভেঙে গেছে তাদের ভিত। আর সে কারণেই আজকের বাংলাদেশে তাদের এই দুর্বল অবস্থান এবং সত্যি কথা হলো বাংলাদেশে বিএনপি দাঁড়াতে পারছে না। বিএনপির দাবি প্রতিটি আন্দোলনের আগেই তাদের নেতাকর্মীদের আটক করা হচ্ছে। ভয়-আতঙ্কে তারা ছিটকে পড়ছে রাজপথ থেকে। সরকার কিংবা আওয়ামী লীগ তাদের রাজপথে আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও বাংলাদেশের একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসেবে রাজনীতির কৌশল তারা পাল্টাতেই পারত। শুধু বিএনপির কর্মী দিয়ে ভোট আর গণতন্ত্রের আন্দোলন না করে কি তারা পারত না জনমুখী আন্দোলনে সাধারণ ছাত্র-শ্রমিকদের সম্পৃক্ত করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা সারা বাংলাদেশেই অতিসম্প্রতি যে কোটা আন্দোলন হয়ে গেল, সেখানেও বিএনপি মূলত কোনো কিছুই করতে পারেনি। লন্ডন থেকে তারেক জিয়া আগুনের মাঝে ঘি ঢালতে চেয়েছিলেন। তার দলীয় একজন শিক্ষক নেতাকে দিয়ে আন্দোলন বেগবান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের নিজস্ব আন্দোলনে তারেক জিয়ার তত্ত্ব কোনো ছায়া ফেলতে পারেনি। বরং তাদের সাধারণ সম্পাদক কোটার আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে বলেন, গণতন্ত্রের আন্দোলন সার্থক না হলে কোনো আন্দোলন সার্থকতা পাবে না। অর্থাৎ সুর সেই একই, গণতন্ত্রের লেবাস পরিয়ে দিয়ে ক্ষমতার পালাবদলের রাস্তা খোঁজা।

আসলে বিএনপি সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের দাবি-দাওয়াকে উপেক্ষা করে শুধু ক্ষমতার লড়াইকেই প্রাধান্য দিয়ে এগুচ্ছে। তাদের আন্দোলনে জনসম্পৃক্ততা নেই। তাই তো গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন বলি আর কোটা আন্দোলন বলি কোনো আন্দোলনকেই তারা বিএনপি সমর্থিত কিংবা অংশীদার হতে পারেনি। তারা এসব দাবি-দাওয়ার পক্ষে কোনো সমান্তরাল আন্দোলনের পর্যন্ত ডাক দিতে পারেনি কোনো সময়ই। স্বাভাবিকভাবেই তাই যতটুকু দোষ তারা সরকারকে দিচ্ছে, ঠিক ততটুকু দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে, কারণ রাজনীতিতে তারা গণমানুষের দাবি নিয়ে রাজপথে নামতে পারছে না, পারছে না তাই সাধারণ ছাত্র সমাজ কিংবা শ্রমিক কিংবা সাধারণ মানুষের দাবির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে রাজধানীর বাইরে গিয়ে মানুষের দাবি-দাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে।

২) ব্রিটেন কিংবা ইউরোপীয় ব্যবস্থায় আন্দোলন-সংগ্রামের কিছু নিয়মতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা নিতেই পারে নাগরিকরা। ব্রিটেনে বাঙালিদের যেহেতু অধিকাংশই ব্রিটেনের নাগরিক, সেহেতু সেই নাগরিক সুবিধাটুকু নিচ্ছে সবাই। এখানে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সুযোগ পেতে পারে কোনো গ্রুপ কিংবা ভিনদেশি যে কোনো অভিবাসী। সেই সুযোগেই গত পাঁচ দিন লন্ডন যেন হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের নগরী। 'যেখানেই হাসিনা সেখানেই প্রতিরোধ'- এই স্লোগানটি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্রিটেনের বিএনপি। মূলত লন্ডনে অবস্থানরত তারেক জিয়ার প্রত্যক্ষ ইন্ধনেই এসব কর্মকাণ্ড চলছে। অথবা আগামীতে সরকারের ক্ষমতা কিংবা সুবিধার অংশীদার হতে তারেক জিয়াকে খুশি করতে বিএনপির স্থানীয় নেতারাও অদ্ভুত সব কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল। কাড়ি কাড়ি পাউন্ড খরচ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিসহ তার সরকারের বিভিন্ন অপপ্রচারে তারা ট্রাক দিয়ে বাঙালিপাড়া এবং লন্ডনের প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, মাত্র কদিন আগে লন্ডনে এসেছিলেন সৌদি আরবের যুবরাজ। সেখানেও সেই একইভাবে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছিল। সেই পথই অনুসরণ করল বিএনপিও।

তারা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিও জানায় তাদের প্রতিবাদে। কমনওয়েলথ দেশের নেতাদের এবং বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায় করতে স্মারকলিপি প্রদানের পাশাপাশি বিএনপি অন্য যে কাজটা করে তাদের দৃষ্টিতে ইতিহাস সৃষ্টি করল, তা হলো দীর্ঘ চার মাইল তারা মিছিল করেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানে স্লোগানে তারা উত্তাপ ছড়িয়েছে, *শেষাংশ ৪০ পাতায়*

বুদ্ধিবিষয়ক কৌতুক

আনিসুল হক

কৌতুকের অনলাইন সাইটে এই ঘটনাকে দাবি করা হয়েছে সত্যিকারের খবর বলে। এপি এই খবরটার নাকি শিরোনাম করেছিল, খুনের চেষ্টাকারীকে ধরিয়ে দিন।

এক ভদ্রমহিলা দোকানে গেছেন। তাঁর নাম লিন্ডা। তিনি থাকেন স্যানডিয়াগোতে।

দোকানের সামনে তিনি গাড়ি পার্ক করেছেন।

একসময় দেখা গেল, তিনি গাড়ির সিটে বসে আছেন, দুই হাত তাঁর মাথার পেছনে রাখা। এভাবে তিনি এক ঘণ্টা ধরে বসে আছেন।

দু-একজন পাহারাদার ব্যাপারটা খেয়াল করল।

তাঁকে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে।

তিনি ঘোলা চোখ নিয়ে বললেন, তাঁর মাথার পেছনে গুলি লেগেছে। মগজ বেরিয়ে এসেছে। তিনি এক ঘণ্টা যাবত নিজের মগজ ধরে বসে আছেন।

তখন ডাক্তার ডেকে আনা হলো।

গাড়ির দরজা ভেঙে তাঁকে বের করা হলো।

দেখা গেল, তাঁর হাতের পেছনে ময়দার দলা।

ঘটনার ব্যাখ্যা এই যে তিনি একটা বিস্কুটের কৌটা কিনেছিলেন। তাতে ময়দার রোল ছিল। গাড়ির গরমে কৌটাটা ফেটে যায়, ভীষণ শব্দ হয়, আর ময়দার দলা এসে লাগে লিন্ডার মাথার পেছনে। লিন্ডা মাথায় হাত দিয়ে দেখেন, মাথার মগজ বেরিয়ে আসছে। তিনি চেপে ধরে থাকেন, এবং এক ঘণ্টা পেরিয়ে যায়।

আমাদের অবস্থা হয়েছে এই রকমই। আমাদের মাথার মগজ বেরিয়ে আসছে। এ জন্য আমরা দুহাত দিয়ে মাথার পেছনটা চেপে ধরে আছি, যাতে মগজ বেরোতে না পারে।

আসামি চুরি করেছে। একটা দোকানের ক্যাশবা থেকে টাকা নিয়ে সে নিজের ব্যাগে ভরেছে। তাকে আদালতে তোলা হলো। তার উকিল বলল, ইয়োর অনার, আমার মক্কেল তো চুরি করেনি। তার হাতটাই কেবল এই অপকর্ম করেছে। তার হাতটা তার শরীরের কথা শোনেনি। সে নিজে নিজে ক্যাশবারে দিকে গেছে, টাকা তুলে নিয়েছে। তারপর ব্যাগে ভরেছে। এই জন্য তার হাতটাই দায়ী। তাকে দায়ী করা চলে না।

বিচারক মুচকি হাসলেন। বললেন, আচ্ছা আমি এই হাতটাকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিলাম। এখন তার শরীরটা তার সঙ্গে কারাগারে যাবে কি না, নাকি সে হাতটাকেই শুধু কারাগারে পাঠাবে, এটা তার সিদ্ধান্ত।

তখন উকিল আর আসামি মিলে তার নকল হাতটা বহু কষ্টে খুলে আদালতের কাছে জমা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল।

এই রকম অনেক সময় হতে পারে। আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপনার কথা শুনছে না। কথা শুনছে না যিনি মাথা তাঁর। সে ক্ষেত্রে মাথাওয়ালার কর্তব্য হবে, সেই অবাধ্য অঙ্গ (সংগঠন), যার কারণে মাথার দুর্নাম হচ্ছে, তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া এবং তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া। কাজেই এই কৌতুকটা কোনো হালকা রসিকতা নয়, এটা একটা গুরুতর ব্যাপার।

এরপরের কৌতুকটা আমি পেয়েছি ফেসবুকে। কৌতুকের বিষয়ও ফেসবুক। আমি কেবল নিজের ভাষায় পরিবেশন করছি। আচ্ছা আচ্ছা বলে রাখি, এই কলামে যে কৌতুকগুলো আমি পরিবেশন করে থাকি, এগুলো আমার নিজের সৃষ্টি নয়। আমি কারও না কারও কাছে শুনেছি, বা কোথাও পড়েছি, আমি সেসব নিজের ভাষায় আরেকবার পরিবেশন করি মাত্র। ফেসবুকের এই জমানায় এই অভিযোগ উঠতে দেখেছি যে, অমুক ভদ্রলোক প্রচলিত কৌতুক চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দেন।

আমি ঠিক করেছি, আমি আর ভার্চ্যুয়াল জগতে সময় কাটাব না। যা করব তা করব বাস্তব জীবনে। আমি ফেসবুকের ব্যাপারগুলো ঘটাতে থাকব সত্যিকারভাবে, বাস্তবভাবে।

তাই আমি রাস্তার ধারে গিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। যাকে সামনে পাই, তাকেই অনুরোধ করি, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাই, আপনি আমার বন্ধু হবেন। শুনুন, আজ সকালটা খুব সুন্দর। কাল রাতে আমি কাচ্চি বিরিয়ানি খেয়েছি। ছবি দেখুন। এই যে আমার দেয়ালে ছবি টাঙিয়ে দিয়েছি। এটা হলো, কাল রাতে কাচ্চি বিরিয়ানির দোকানে।

এই যে দেখুন, এ হলো আমার স্ত্রী। সন্তানসম্ভবা। এই যে তার উঁচু পেটের ছবি। আমাদের মেয়ে হবে।

আরে দেখুন দেখুন বৃষ্টি হবে। টিনের চালে বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগে।

আমার পরীক্ষা সফল হতে শুরু করেছে। পাঁচজন আমাকে ফলো করতে শুরু করেছে। দুজন ডিবি পুলিশ, একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, একজন মনোরোগী, আরেকজন অতি উৎসাহী ছাত্রসংগঠনের কর্মী।

আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমার এই কৌতুকটাকে আপনারা কি দেবেন, লাইক, লাভ, হা হা, অ্যাংরি, স্যাড...

যাই করুন না কেন, মনে রাখবেন আপনাকে কিন্তু ফলো *শেষাংশ ৩৮ পাতায়*

গল্পটা সুফিয়া কামাল হলের মেয়েরা জানে কি

ড. কাজল রশীদ শাহীন

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া কামাল হল থেকে তিনজন ছাত্রীকে বের করে দেওয়া হলো, কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী অভিভাবকের কাছে তুলে দেওয়া হলো, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত এত শিক্ষকের মধ্য থেকে কারো মনে কোনো ভাবান্তর হলো না। কেউ কোনো টুঁ শব্দটা করল না। বর্তমান সময় কি তা হলে এতটাই পচে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে যে, এখানে কেউ নেই একটু সাহস করে দাঁড়ানোর। সবাই প্রকাশ্যে কিংবা আড়ালে-আবডালে নাম লিখিয়েছে সুবিধাবাদিতার প্ল্যাটফর্মে? এসব ভাবনার মাঝে কয়েকজন শিক্ষক ঠিকই কিন্তু দাঁড়িয়ে গেলেন রাজু ভাস্কর্যের সামনে। প্রতিবাদ করলেন। শিক্ষার্থীদের অভয় দিলেন। শিক্ষকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, প্রতিবাদী শিক্ষার্থীরাও।

বিষয়টা আর শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী পর্যায়ে থেমে রইল না। একাত্ম হলেন সুশীল সমাজ থেকেও। ছুটে গেলেন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক-কলাম লেখক-প্রাবন্ধিক সৈয়দ আবুল মকসুদ। বললেন, ওই রাতে তিনজন মেয়েকে হল থেকে বের করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের নির্যাতন হয়েছে। তার পর চারদিক থেকে ধিক্কার উঠতে শুরু করল। নিন্দিত হলো উপাচার্য, প্রাধ্যক্ষসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বাংলাদেশের ইতিহাসটাই এমন নয় শুধু, এখানকার পালিমাটির স্বরূপটাও এ রকম ধাঁচে গড়া। এখানে উজানে মানুষ আছে, বিপরীত স্রোতে চলা মানুষ আছে। অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এ কারণেই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'শাবাশ বাংলাদেশ এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়/ জ্বলেপুড়ে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়।' বাংলাদেশ মাথা নোয়ায় না তার উজানে চলা, স্রোতের বিপরীতে চলা মানুষের শক্তির কারণে। সেসব তালাশ করার নিমিত্তেই এই লেখা।

'কেউ যায় ভিক্ষায়, কেউ যায় বিপ্লবে।' মানুষের সামনে সব সময় খোলা থাকে দুটো পথ। মানুষকেই বেছে নিতে হয় সে কোন পথে যাবে, তার করণীয় কি হবে। কেউ কেউ মনে করেন, বাম রাজনীতি না করলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বাম রাজনীতি আর বিপ্লব যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আদতে কিন্তু বিষয়টা মোটেই তা নয়। ভিক্ষাবৃত্তি আর বিপ্লব সর্বত্র বিরাজমান। ঘরে-বাইরে সবখানেই। আপনার করণীয় হলো আপনি কোনটা বেছে নেবেন। ভিক্ষুকের জীবন, নাকি বিপ্লবের জীবন। একটাতে শুধু স্রোতে গা ভাসালেই হলো। অন্যটাতে পদে পদে ঝুঁকি। মুহূর্তে মুহূর্তে লড়াই। এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার সমূহ শঙ্কা। তার পরও কেউ কেউ ঝুঁকি নেন। জীবন বিপন্ন করেন। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন এবং তারা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হয়ে যান অমর, অমলিন, অক্ষয়।

১. কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন হলো সম্প্রতি। এই আন্দোলনে শরিক হয়েছিল হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী ও শিক্ষার্থী। কোনো দলীয় প্ল্যাটফর্ম ছাড়া, কোনো গোষ্ঠীবদ্ধতা ছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ব্যানার উহ্য রেখে অগণন ছেলেমেয়ের একত্রিত হওয়াটা বিস্ময়কর, দুরূহ মনে হলেও অসম্ভব যে নয়, এই আন্দোলন তার পষ্ট উদাহরণ। আন্দোলনে কোনো লিফলেট বিতরণ হয়নি, ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি কোনো ইশতেহার। শুধু মুখের কথায়ই ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনটাকে নিজেদের আন্দোলন বলে মনে করেছেন। চাকরিপ্রার্থীরা তো ছিলেনই। এই আন্দোলনে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা কি জানতেন না এতে ঝুঁকি রয়েছে। অবশ্যই জানতেন। তারা জেনেবুঝেই এই ঝুঁকি নিয়েছেন এবং কামিয়াবও হয়েছেন।

২. আন্দোলন চলাকালে আমরা দেখলাম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ তাদের যুক্তি, মতামত অবলীলায় ব্যক্ত করেছেন এবং সেটা আন্দোলনকারীদের পক্ষে গেছে। আর আন্দোলনকারীদের পক্ষে যাওয়া মানে সরকারে যারা আছেন, প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের বিপক্ষে যাওয়া। বাস্তবে হয়েছেও তাই, তারা বিরাগভাজন হয়েছেন। এবং সেটা প্রকাশ্যও হয়েছে। এই বাস্তবতা যুগে যুগে ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যাদের উজানে যাওয়ার তারা যাবেন।

৩. কোটা সংস্কার আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে 'কোটা বাতিল' ঘোষণার মধ্য দিয়ে। যদিও আন্দোলনকারীরা এখনো বলে যাচ্ছেন, তারা কখনই কোটা বাতিল চাননি, তারা চেয়েছিলেন কোটা সংস্কার। এখন অপেক্ষা প্রজ্ঞাপনের জন্য। প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হলেই বোঝা যাবে কোটা সংস্কার আন্দোলনের অর্জন কতটা স্বস্তিদায়ক হলো।

৪. কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের এখন নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। এমনকি শুধু প্রশাসনিকভাবে নয়, অন্যান্য উপায়েও। আন্দোলনকারীদের নানাভাবে শিবির তকমা গায়ে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো মিডিয়ার তরয়ে তাদের *শেষাংশ ৪১ পাতায়*

প্রসঙ্গঃ তারেক রহমানের নাগরিকত্ব

আবদুল্লাহ হারুন জুয়েল

তারেক রহমানের পাসপোর্ট ও নাগরিকত্ব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। বিএনপি বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও দুটি জাতীয় দৈনিকের বিরুদ্ধে উকিল নোটিশ প্রেরণের মাধ্যমে। বিএনপির এ প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ এর ফলে তারেক রহমানের দেশপ্রেম যেমন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, তেমনি নাগরিকত্ব না থাকলে দলের নেতৃত্ব থেকেও সরে আসতে হবে। আবার দলের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করলে বিএনপির ভাঙন অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। তাই সরকার ও বিএনপি উভয়ের জন্যই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু।

তারেক রহমানের পাসপোর্ট বিতর্কের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্রিটেন ও বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সংশ্লিষ্ট আইনগত ব্যাখ্যা। তবে পাসপোর্টের বিষয়টিও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ এখানে একাধিক পাসপোর্ট গ্রহণের ফলে ফৌজদারি অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্র রয়েছে।

তারেকের আইনজীবী কর্তৃক আদালতে উত্থাপিত দলিলে দেখা যায় তারেক রহমান ২০০৫ সালে ৭০০৮৫৪৮৩ নম্বর পাসপোর্ট গ্রহণ করেছিলেন যার মেয়াদ ছিল ২০১০ সাল পর্যন্ত। এ পাসপোর্টের মাধ্যমে ২০০৫ সালের ৫ মে তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ২০০৮ সালে আমেরিকার ভিসার জন্য আবেদন করলে তার বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদ ও অর্থপাচারের সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকায় তারেকের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় এবং ভিসা নিষিদ্ধের সিল দেওয়া হয়। এ তথ্যটি উইকিলিকসে মার্কিন নথির সূত্র উল্লেখ করে প্রকাশিত হয়েছিল। নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে তারেক ২০০৮ সালে নতুন একটি পাসপোর্ট গ্রহণ করেন। উল্লিখিত পাসপোর্টটি ২০১০ সালে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিবের নির্দেশনায় নবায়ন করা হয়।

২০০৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বরে ইস্যুকৃত পাসপোর্টটি দুই বছরের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছিল। ১১ সেপ্টেম্বর লন্ডন গমনের পর ২০০৮ সালের ৪ ডিসেম্বরে পাসপোর্টের মেয়াদ ২০১৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে পাসপোর্টটি রেগুলারাইজ করা হয়। এ পাসপোর্টে দেখা যায়, তিনি ২০০৪ সালে গৃহীত পাসপোর্টটি হারিয়ে গিয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। সেটি ইস্যু হয়েছিল ৭ অক্টোবর ২০০৪ এবং মেয়াদ ছিল ৩ জুন, ২০১০ পর্যন্ত।

প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা তারেক রহমানের কাছে দুটি পাসপোর্ট রয়েছে এবং দুটির মেয়াদ শেষ হয় যথাক্রমে ২০১৩ ও ২০১৫ সালে যা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একাধিক পাসপোর্ট থাকা আইনত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে এ নিয়ে সরকার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারেক রহমানের ব্রিটেনে অবস্থানের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট তেমন গুরুত্ব বহন করে না। ২০০৮ সালে প্রবেশের পর ২০১৩ সালে তারেককে যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ভিসা অথরিটির কাছে নিজের অবস্থান তুলে ধরতে হয়েছিল। ১২ মাস ও পাঁচ বছর মেয়াদ ভিত্তিক ভিসার সময়সীমার বিষয়টি বিবেচনা করলে ধারণা করা যায় ২০১৮ সালেই তাকে এ বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে হবে। বর্তমানে তারেক রহমান স্টেটলেস হিসেবে জেনেভা কনভেনশন পাসপোর্টধারী, তিনি বসবাস করছেন প্রোটেক্টেড রেসিডেনশিয়াল স্ট্যাটাসে। কেউ গুগল ম্যাপে গেলে দেখতে পাবেন তারেক রহমানের লন্ডনের ঠিকানাটির স্ট্রিট ভিউ নেই। এটি প্রোটেকটেড স্ট্যাটাসের কারণে হয়। তারেক রহমান এ ক্যাটাগরিতে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন। ব্রিটেনে বসবাসের জন্য তাকে একটি নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি বেছে নিয়েই সেটেলমেন্ট করতে হবে।

যুক্তরাজ্যে ছয়টি ক্যাটাগরিতে বসবাসের সুযোগ রয়েছে যার দুটি তারেক রহমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একটি ক্যাটাগরি হচ্ছে প্রোটেক্টেড বা স্টেটলেস ক্যাটাগরি। এ শ্রেণিভুক্তরা নির্দিষ্ট কোনো দেশের নাগরিক হিসেবে বিবেচ্য না হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের সুরক্ষা পেয়ে থাকে। এ শ্রেণিতে নাগরিকত্ব অর্জনকারীদের ব্রিটেন আইনগত ও কূটনৈতিক সহায়তা দিয়ে থাকে।

ব্রিটিশ নাগরিকত্ব অর্জনে দ্বিতীয় ক্যাটাগরি হচ্ছে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের জন্য নাগরিকত্ব অর্জনের সুযোগ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাগরিক এই ক্যাটাগরিতে ডুয়েল সিটিজেন হিসেবে যুক্তরাজ্যে বসবাস করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে আইনগত সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্র সীমিত হয়।

ব্রিটেনে বসবাস করে কেউ যদি যুক্তরাজ্য সরকারের কূটনৈতিক সহযোগিতা ও সুরক্ষা চায় তা হলে তাকে প্রোটেক্টেড ক্যাটাগরি বেছে নিতে হবে। ডুয়েল সিটিজেনরা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের আইনগত বা কূটনৈতিক সহায়তা পান না। যেমন মূল দেশের আদালত যদি সংশ্লিষ্টের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তা হলে ব্রিটিশ সরকার নিরপেক্ষ থাকবে। বাংলাদেশ চাইলে তাকে ফেরত পাঠানো হতে পারে। তবে বন্দি বিনিময়ের ক্ষেত্রে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়া যাবে না– এই মর্মে *শেষাংশ ৪২ পাতায়*

পরিস্থিতি পর্যালোচনা

সামাজিক মাধ্যমে সরকারের অবস্থান দুর্বল

স্বদেশ রায়

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্রষ্টা শেখ হাসিনা। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাহার বিবেচনায় বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিস্তৃতি অনেক বেশি। বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রায় দশ কোটি মানুষ। এর বড় অংশ ব্যবহার করে ফেসবুক। পৃথিবীর ৭ বিলিয়ন মানুষের ভেতর ২.২ বিলিয়ন মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করে। সেখানে বাংলাদেশের ১৬ কোটির দশ কোটি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করছে। এতেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার কি হারে বেড়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শুধু যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বেড়েছে তা নয়, অনেকটা বিকল্প প্রচার মাধ্যমও হয়ে উঠছে দিনে দিনে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিকল্প প্রচার মাধ্যম হয়ে ওঠার যেমন সুবিধা আছে, তেমনি অসুবিধাও আছে। সুবিধা হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যত দ্রুত নিউজ ব্রেক করতে পারে, তত দ্রুত মিডিয়া করতে পারে না। গত কয়েক বছরে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আয়নেল কুর্দি থেকে শুরু করে আমেরিকার স্কুলে গুলি চালানো সবক্ষেত্রে বিবিসির আগে নিউজ ব্রেক করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। এ ছাড়া আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ইন্ডিয়ার গত লোকসভা ও সাম্প্রতিক কয়েকটি রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচন, ব্রেটি প্রভৃতি নির্বাচনে দেখা গেছে কনভেনশনাল মিডিয়ার থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়েছে বেশি। অন্যদিকে আরব প্রিং, দিল্লীতে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মোমবাতি, বাংলাদেশের গণজাগরণ মঞ্চ প্রভৃতিও ঘটেছে এই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে।

এর থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মনোজগত ও কাজের প্যাটার্ন বদলে দিয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে যেমন ব্যক্তি জীবনে, তেমনি নির্বাচন থেকে শুরু করে যে কোন আন্দোলনে। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছে, আবার সেই প্রযুক্তিই মানুষকে সভ্যতা ও মানুষের আচরণের এক নতুন অধ্যায়ে নিয়ে গেছে। মানুষের এই প্রযুক্তি তৈরির শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রযুক্তি যেমন কল্যাণে ব্যবহার হচ্ছে, তেমনি খারাপ কাজেও ব্যবহার হচ্ছে। সূচালো শক্ত কোন পাথর বা ধাতু ঘষে অস্ত্র তৈরি করেছিল মানুষ নিজের খাবার জোগাড় করতে পশুপাখি শিকারের জন্য। অথচ দেখা গেল এক পর্যায়ে মানুষ সেসব অস্ত্র নিজেদের ভেতর সংঘর্ষে ব্যবহার করছে। সভ্যতার তিন লাখ বছর আর আধুনিক সভ্যতার কম-বেশি সত্তর হাজার বছরের ইতিহাসে যদি চোখ রাখা হয়, দেখা যাবে প্রতিটি স্তরে মানুষের তৈরি প্রযুক্তি কল্যাণ ও ধ্বংসে প্রায় সমানভাবে ব্যবহার হচ্ছে। তাই তথ্যপ্রযুক্তির এই প্রসার ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রসার অবশ্যই ভাল ও মন্দ দুই দিকেই ব্যবহার হবে।

গত কয়েক বছরে আমরা সারা পৃথিবীতে ইসলামিক মৌলবাদীদের দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখতে পাচ্ছি, তারা সব সময়ই এই তথ্যপ্রযুক্তিকে খারাপ কাজে ব্যবহার করেছে। মানুষ হত্যা, নারীকে ধর্মের নামে তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে এক ধরনের যৌনদাসীতে পরিণত করছে। সে সব মেয়ের দুর্বিষহ জীবনের কথা আমরা এখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বইয়ের মাধ্যমে পাচ্ছি। বাংলাদেশেও এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মৌলবাদীরা অনেক বেশি শক্তিশালী। সাঈদীকে চাঁদে দেখা গেছে বলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে বিএনপি-জামায়াতসহ সব *শেষাংশ ৪৩ পাতায়*

রাজনীতি ও উন্নয়ন

হাসান আজিজুল হক

২০১৮ সাল নির্বাচনের বছর। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ বছরই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। অতীতে কখনও কখনও আমরা লক্ষ্য করেছি, জাতীয় নির্বাচনের পূর্বাপর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকে না। আগামী ১৫ মে খুলনা ও গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই দুই সিটিতেই নির্বাচনী প্রচার জমে উঠেছে। নির্বাচন সুষ্ঠু হোক- এ প্রত্যাশা শুভবোধসম্পন্ন সবার। এখন পর্যন্ত গাজীপুর ও খুলনায় নির্বাচনে প্রচার সুস্থ ধারায়ই চলেছে। এতে আমরা আশাবাদি যে, প্রশ্নমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ দুটি সিটিতে নির্বাচন সম্পন্ন হবে। যদিও এই দুটি নির্বাচন স্থানীয় সরকারের নির্বাচন; তবুও জাতীয় নির্বাচনে এর প্রভাব কিছুটা হলেও পড়বে- এমন ধারণা বিশ্লেষকদের। কিন্তু আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক ব্যবস্থা নিয়ে এখনও বিতর্ক আছে। প্রধান রাজনৈতিক দল কিংবা জোটের মধ্যে বিভাজনের বিষয়টি আমাদের এখানে নতুন কিছু নয়। গত বছর এবং এ বছরের বিগত দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু আগামী দিনে তা কতটা স্থিতিশীল থাকবে, এ বিষয়টি সচেতন মহলে আলোচনায় আছে। শত কিছুর পরও আমাদের সমাজ-বাস্তবতায় প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবধান থেকেই যায়। আমাদের সমাজে হিংসা-দ্বেষ শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে- এটা তো নতুন কিছু নয়। গণতন্ত্রে মতবিরোধ থাকবে; কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠার অবকাশ নেই। আমাদের সমস্যাটা হলো, এখানে কেউ কাউকে ছাড় দিতে চান না। এটি যে শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বিদ্যমান তাই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা প্রায় সমভাবেই দৃশ্যমান। আর এ জন্যই আমাদের প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় বাঁধা। তবে সবচেয়ে আশার কথা হলো, আমাদের তরুণ-তরুণীরা এখন অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসরমান।

সমাজে বৈষম্য বেড়েছে এটি মিথ্যা নয়; কিন্তু এক ধরনের জাগরণও যে ঘটেছে, তাও তো সত্য। রাজনৈতিক নানারকম টানাপড়েন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতির চিত্রটা আশা-জাগানিয়া, অর্থনীতির অনেক বিশ্লেষকই তা মনে করেন। এই ক্ষেত্রে আরও আশা-জাগানিয়া চিত্র ফুটে উঠত যদি দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতাসহ নেতিবাচক আরও কিছু বিষয়ের নিরসন ঘটত। আর্থিক খাতে আরও গভীর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিল্পের মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্প যথেষ্ট এগিয়েছে। রফতানি আয়ে এ খাত বিপুল অবদান রাখছে। একটি পত্রিকায় কিছুদিন আগে দেখলাম, এ শিল্পে এখন কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ লাখেরও বেশি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ খাতের ভূমিকা সঙ্গত কারণেই অনস্বীকার্য। সরকার এ শিল্পের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে বিনিয়োগকারী কিংবা তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তা আরও হবে শক্তি সঞ্চারী। বাংলাদেশের এক কোটির কাছাকাছি শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পথ এর মাধ্যমেও প্রশস্ত হচ্ছে। আমাদের কৃষকদের অবদানের কথা তো আরও উচ্চস্বরে বলতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে, এটি সম্ভব হয়েছে তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের কারণে। কৃষি সংশ্লিষ্ট সবারই এ ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে আমাদের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথ এমনিতেই আরও প্রশস্ত হবে। নিশ্চয়ই আমাদের রাজনীতিকরাও তা বিশ্বাস করেন।

ন্যায়বিচার কায়েম করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা- এই দুটি জরুরি বিষয় আমাদের স্বাধীনতার *শেষাংশ ২৪ পাতায়*

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের প্রায়োগিক প্রসঙ্গ

তুরিন আফরোজ

মানুষ মাত্রই স্বাধীনতার পূজারী। ব্যক্তিমানুষের জীবনে স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতা ব্যক্তিমানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তবে স্বাধীনতা শুধু একজন ব্যক্তিমানুষের জীবনেই প্রয়োজনীয় তা কিন্তু নয়। ব্যক্তিমানুষের সমষ্টিগত জীবনেও স্বাধীনতা এক মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাধীনতার স্বাদ ব্যক্তিমানুষকে পরিপূর্ণতার এক অনন্য মার্গে উন্নীত করে।

স্বাধীনতা শব্দটির বহুমাত্রিক অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রয়েছে। এ কারণে ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে স্বাধীনতা শব্দটির তাৎপর্য বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক অথবা ব্যক্তি ও বিবেকের স্বাধীনতা। এর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আলোকে স্বাধীনতা শব্দটিকে অর্থবহ করে তোলে। একই রকমভাবে রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে এক নতুন মাত্রার সংযোজন করে।

একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মূলত সেই রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তিকে সুস্পষ্ট করে তোলে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যে কোনো রাষ্ট্রের জন্য একটি মহামূল্যবান দলিল। তবে প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র থাকতে হবে ব্যাপারটি এমনও নয়। মূলত যে সব রাষ্ট্র পরাধীনতার শিকল ভেঙে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাদের জন্য এটি একটি অনন্য ঐতিহাসিক দলিল।

বিশ্বে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণার দলিলের নজির পাওয়া যায় স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। ১৩২০ সালের ৬ এপ্রিল একটি চিঠির আকারে এই ঘোষণাপত্রটি স্বাক্ষরিত হয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে, এই স্বাধীনতার দলিলটি মূলত স্কটল্যান্ডের প্রশাসনিক স্বাধীনতার সূচনা করে, সার্বভৌম স্বাধীনতার যে স্বরূপ তা এখানে অনুপস্থিত। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই তারিখে প্রণীত আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণার দলিলটি বিশ্বের ইতিহাসে একটি নতুন মাইলফলকের সৃষ্টি করে। এই দলিলটির মাধ্যমে আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশ অধ্যুষিত অঞ্চল তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্বের যে সব রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে তাদের জন্য আমেরিকার স্বাধীনতার দলিলটি একটি আন্তর্জাতিকভাবে অনুকরণীয় দলিলে পরিগণিত হয়।

২০১৪ সালের ১১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত বিশ্বের মোট ৯৫টি রাষ্ট্র তাদের নিজ রাষ্ট্রের জন্য স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি তৎকালীন মুজিবনগর সরকার জারি করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি বিভিন্ন কারণে বিশ্বের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী একটি ধারার জন্ম দেয়। বাংলাদেশ হলো বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যে নাকি সফলভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রয়োগ করে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। আর তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি একটি অনন্য ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে ঘোষিত এবং জারিকৃত হয়। একজন ব্যক্তিমানুষ যেমন জন্মগতভাবে স্বাধীন, একটি জাতি গোষ্ঠীও তেমন স্বাধীনতার দাবিদার। এই মূল মন্ত্রটির বহিঃপ্রকাশই ঘটেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। *শেষাংশ ৪৮ পাতায়*

পবিত্র শবেবরাত মহিমান্বিত রজনী

মাওলানা শাহ্ আবদুস সাত্তার

শবেবরাত। শবেবরাত এমনই এক মহিমান্বিত ও ফজিলতময় যে, এই পবিত্র রাতে পরবর্তী বছরের জন্য সব মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বিশ্ব স্রষ্টা ও প্রতিপালক পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা বান্দাদের প্রার্থনা ও তওবা কবুল করেন। তাদের গোনাহ মাফ করে দেন এবং রিজিক বাড়িয়ে দেন। যারা রাব্বুল আলামিনের দরবারে সমর্পিত চিত্তে সৎ, দ্বীন ও পার্থিব কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ, তারা এই পুণ্যময় রাতে পুরস্কৃত হন। এ কারণেই পবিত্র শবেবরাত উদযাপনের গুরুত্ব ও আবেদন প্রতিটি মুসলমানের কাছে তাৎপর্যবহ।

১৪ শাবান রাতকেই শবেবরাত রাত বলে আখ্যায়িত করা হয়। পাক কোরআনুল করিমে এ রাতকে 'লাইলাতুম মুবারাকাতুন' অর্থাৎ শুভ রজনী বা মঙ্গলময় রাত বলা হয়েছে। এই রাত সম্পর্কে হজরত রাসুল (সা.) বলেছেন, এই রাতে বিনিদ্র যাপন করে যারা সত্যিকারভাবে, খাঁটি অন্তর নিয়ে আল্লাহর আরাধনায় নফল নামাজ, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আসকার ও দরুদ পাঠের মাধ্যমে কাটাবে, আল্লাহপাক তাদের কাঙ্ক্ষিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দেবেন।

হজরত রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, মহিমময় এই লাইলাতুল বরাতের রাতের প্রথম ভাগে স্বয়ং আল্লাহপাক প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হয়ে বলেন, কে আছ আমার প্রিয় বান্দা, যারা অপকৃত কর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী, বিপদগ্রস্ত ও সুখ-শান্তির প্রত্যাশী, ধন-দৌলত ও সৌভাগ্য অর্জনের আশাবাদি এবং আখেরাতের মঙ্গল কামনাকারী? তোমরা এই পুণ্যময় রাতে আমার কাছে ফরিয়াদ করো। আমি নিঃসন্দেহে তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করে নেব। হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেছেন, হজরত রাসুল (সা.) এরশাদ করেছেন, হে বিশ্বাসী আল্লাহর বান্দা, তোমরা শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ রাতে নিদ্রা ত্যাগ করে ইবাদত-বন্দেগিতে রত হও। কারণ, এই রাত অতীব ফজিলত ও পুণ্যময় রাত। আল্লাহপাক আগেই বান্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কারও কিছু চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা থাকলে এ রাতেই যেন কামনা করে।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) এই রাত সম্পর্কে বলেছেন, আমি একদা রাতে ঘুম থেকে উঠে দেখি, রাসুল (সা.) তার বিছানায় নেই। ঘরের আশপাশে সন্ধান করে তাঁর খোঁজ *শেষাংশ ৪১ পাতায়*

কেমন যাবে এ সপ্তাহ

মেষ [২১ মার্চ-২০ এপ্রিল]ঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে হঠাৎ করেই স্বপ্ন বোনার চেষ্টা করতে পারেন, যা আর্থিক ঝুঁকি বাড়াবে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ইউরেনাস সুযোগ বাড়াবে। চাকরি ক্ষেত্রে গৃহস্থিত বুধ অস্থিরতা বাড়াতে পারে, সতর্ক থাকুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

বৃষ [২১ এপ্রিল-২০ মে]ঃ সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে ব্যবসা ক্ষেত্রে। কথায় ও কাজে সতর্ক থাকতে হবে চাকরিতে। শুক্র প্রেমের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেবে। অবিবাহিতদের বিবাহ যোগ রয়েছে। রাজনীতিতে সাফল্যর ইঙ্গিত পাবেন।

মিথুন [২১ মে-২০ জুন]ঃ অদ্ভুত আচরণ করে বসতে পারেন অংশীদারদের সঙ্গে ব্যবসা ক্ষেত্রে, যা আর্থিক ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। চাকরি ও বৈদেশিক বাণিজ্যে গ্রহাণু প্যালাস সুযোগ বাড়াবে। রাজনীতিতে তৃণমূলের সমর্থন পাবেন বুধের কারণে।

কর্কট [২১ জুন-২২ জুলাই]ঃ লেনদেন ও কেনাকাটা ব্যবসা ক্ষেত্রে বেড়ে যাবে। কাউকে কথা দেওয়ার আগে নিজ অবস্থান বিবেচনা করতে হবে চাকরি ক্ষেত্রে, অন্যথায় উর্ধতনদের রোষানলে পড়বেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে অন্যের সমর্থন আসবে।

সিংহ [২৩ জুলাই-২২ আগস্ট]ঃ রবি বৈদেশিক বাণিজ্যে আর্থিক সুযোগ বাড়াবে ও ঝুঁকি কমাবে। ব্যয় বেড়ে যাবে ব্যবসা ক্ষেত্রে। চাকরিতে উর্ধতনদের সহযোগিতা পাবেন। গ্রহাণু সিরিস রাজনীতি ক্ষেত্রে তৃণমূলের সমর্থন এনে দেবে।

কন্যা [২৩ আগস্ট-২২ সেপ্টেম্বর]ঃ অশুভ বুধ ব্যবসা ক্ষেত্রে জটিলতা বাড়াবে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে। মানবিক কল্যাণকর কাজে অগ্রগতি হবে। সময় ও সুযোগ দুটোই আপনার হাতে রয়েছে রাজনীতি ক্ষেত্রে। চাকরিতে জটিলতা বাড়বে।

তুলা [২৩ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর]ঃ সময়কে সামনে রেখে চলতে হবে ব্যবসা ক্ষেত্রে। নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাবেন। নতুন কোনো চাকরি ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে চলতে হবে আপনাকে। ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন। শুক্র প্রেমের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেবে।

বৃশ্চিক [২৩ অক্টোবর-২২ নভেম্বর]ঃ মঙ্গল সুযোগ বাড়াবে বৈদেশিক বাণিজ্যে। বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। চাকরি ক্ষেত্রে সাহস করে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় পিছিয়ে পড়বেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুযোগ বাড়বে।

ধনু [২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর]ঃ বৃহস্পতি চাকরি ক্ষেত্রে উর্ধতনদের সহযোগিতা পেতে সহায়তা করবে পূর্ব সিদ্ধান্তের কারণে। গ্রহাণু ভেস্টা সুযোগ সৃষ্টি করবে রাজনীতি ক্ষেত্রে। বৈদেশিক বাণিজ্যে গৃহস্থিত মঙ্গল অগ্রগতি দেবে।

মকর [২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি]ঃ অশুভ শনি আজ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে, সতর্ক হয়ে সিদ্ধান্ত নিন। কাউকে কথা দেওয়ার আগে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবস্থান বুঝে নিতে হবে। প্রেমে কৌঁসুলি থাকুন। চাকরি ক্ষেত্রে প্লুটো অগ্রগতি দেবে।

কুম্ভ [২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি]ঃ শনি দেবে নতুন সুযোগ ব্যবসা ক্ষেত্রে। অস্থিরতা ক্ষতির কারণ হতে পারে বৈদেশিক বাণিজ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায়। প্রেমে কৌঁসুলি থাকুন। নতুন কোনো সম্ভাবনা দেখা দেবে রাজনীতিতে।

মীন [১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ]ঃ বৃহস্পতি চাকরি ক্ষেত্রে সুযোগ বাড়াবে। গ্রহাণু জুনো অস্থিরতা বাড়াতে পারে প্রেমের ক্ষেত্রে। নেপচুন বৈদেশিক বাণিজ্যে অগ্রগতি দেবে। গ্রহাণু কাইরন রাজনীতিতে সুযোগ বাড়িয়ে দেবে।

মে ২০১৮ ভিসা আপডেট

১ম (F1) [মার্কিন নাগরিকদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা]	৮ এপ্রিল ২০১১
২এ (F2A) [গ্রীনকার্ডধারীদের স্বামী/স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যা (দেশভিত্তিক কোটা সাপেক্ষ)]	১ জুন ২০১৬
২বি (F2B) [গ্রীনকার্ডধারীদের অবিবাহিত পুত্রকন্যা (২১ বছর বা উপরে)]	১৫ মে ২০১১
৩য় (F3) [মার্কিন নাগরিকদের বিবাহিত পুত্রকন্যা]	১ ফেব্রুয়ারি ২০০৬
৪র্থ (F4) [প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিকদের ভাইবোন]	১ অক্টোবর ২০০৪

এমপ্লয়মেন্ট ভিসা

প্রথম (E1)	কারেন্ট
দ্বিতীয় (E2) [বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা বিশেষ ডিগ্রীধারী]	কারেন্ট
তৃতীয় (E3) [দক্ষ শ্রমিক ও পেশাজীবী]	কারেন্ট
তৃতীয় (EW) [অন্যান্য ও অদক্ষ শ্রমিক]	কারেন্ট
চতুর্থ (E4) Certain Special Immigrants	কারেন্ট
চতুর্থ (E4) Certain Religious Ministers, Professionals and other Religious Workers	কারেন্ট
পঞ্চম (E5) Employment Creation [বিনিয়োগকারী]	কারেন্ট
পঞ্চম (E5) Employment Creation (Investors and Targeted Employment Areas)	কারেন্ট

বিদায় বেলাল চৌধুরী

একজন ভাল মানুষ চলে গেলেন

হাসান ফেরদৌস

বেলাল চৌধুরী– আমাদের সকলের বেলাল ভাই– দেশের প্রধান কবিদের একজন ছিলেন না। খুব লড়াকু একজন বুদ্ধিজীবী হিসাবেও তাঁর তেমন কোন খ্যাতি ছিল না। কখনো কোন সভায় বা আড্ডায় তাঁকে উচ্চকণ্ঠ হতে দেখা গেছে, এমন কথাও কেউ বলবে বলে মনে হয় না। অথচ এই মানুষটির মৃত্যুতেই দেশের প্রধান কবি, প্রধান বুদ্ধিজীবী, এমনকি প্রধান রাজনীতিবিদরাও প্রকাশ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা বলেছেন। ক্ষতিটা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত নয়, দেশেরও, এমন কথা অনেকে বলেছেন।

আমাদের এই আক্ষেপ– এই ক্ষত-হৃদয় বেদনার উচ্চারণ– তার সম্ভবত একটাই কারণ। সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একজন মানুষ ছিলেন তিনি। যারা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন, সবাই এক বাক্যে বলবেন, নিজের জন্য নয়– অন্যের জন্য বেঁচে ছিলেন বেলাল ভাই। খুব যে ক্ষমতাবান মানুষ ছিলেন, সেকথা বলা যাবেনা, অথচ নিজের ক্ষমতার আয়ত্তে আছে এমন কিছু অন্যের জন্য করতে কখনো বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি তিনি। কত লোক কত ভাবে তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হয়েছেন, তাঁর লেখাযোখা নেই। যখন নিজের সাধ্যে কুলোয়নি, নিকট বন্ধুদের দিকে তাকিয়েছেন সাহায্যের আশায়। না, নিজের জন্য নয়, চেনা অথবা স্বল্প-চেনা যে কারো জন্য।

আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে বহুবার বহুভাবে উপকৃত হয়েছি। আমার কর্মজীবনের প্রথম সুযোগটি তাঁর হাত ধরেই এসেছিল। ১৯৮০ সালের কথা, তখন আমি সদ্য বিদেশ থেকে ফিরে এসেছি, সাংবাদিক নই, লেখকও নই। অগ্রজ প্রতিম মফিদুল হক আমাকে বেলাল ভাইয়ের সাথে তাঁর অফিসে এসে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, দেখুন, একে দিয়ে কিছু হয় কিনা, বলেছিলেন। তখন তিনি সাপ্তাহিক সচিত্র সন্ধানী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে, দেশের সবচেয়ে চৌকশ– সবচেয়ে সুন্দর– সাপ্তাহিক হিসাবে সেটি সর্বত্র আদৃত। মাত্র কয়েক মুহূর্তের কথা-বার্তা, সেই থেকে তাঁর সাথে যে নিকট সম্পর্কের সূত্রপাত হয়, শুধু মৃত্যুতেই তাতে ছেদ পড়ল।

বেলাল ভাই সম্পাদক ছিলেন, অথচ কখনো সম্পাদক সুলভ মনোযোগ দাবি করতেন না। সেসময় হাতে গোনা জনাকয়েক কম বয়সী ছেলেমেয়ে সে পত্রিকার নিয়মিত লেখক। বিখ্যাত লেখকেরা অবশ্যই লিখতেন, বেলাল ভাই নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব ব্যবহার করে তাঁদের কাছ থেকে লেখা আদায় করে নিতেন, তবে তাঁদের অধিকাংশের সাথে আমাদের কালেভদ্রে দেখা হত। বেলাল ভাইই ছিলেন আমাদের সারথি, আমাদের শিক্ষক ও বন্ধু। কত ভুল, বিভ্রান্তিকর কথা লিখেছি, একদিনও গলা উঁচু করেননি। কখনো আমাকে জানিয়ে, কখনো আমার অজ্ঞাতে সে ভুল শুধরে দিয়েছেন। মনে পড়ছে, প্রাক্তন বিটলস গায়ক জন লেনন নিউইয়র্কে নিহত হবার পর আমার ওপর ভার দিয়েছিলেন একটি দীর্ঘ ফিচার লিখতে। কি লিখতে হবে, কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছিলেন। লেখাটি ছাপা হলে দেখি তাতে লেননের বিখ্যাত গান, ইমাজিন, এর বাংলা অনুবাদ। রচনাটি আমার নামে, অনুবাদটিও, যদিও সে অনুবাদ আমি করিনি। কতলোক সে অনুবাদ নিয়ে প্রশংসা করেছেন, বেলাল ভাই একবারও মুখ ফুটে বলেননি অনুবাদটি আমার নয়– তাঁর।

সম্পাদক হিসাবে বেলাল ভাই নিজের 'আইডিয়া' তাঁর লেখকদের ওপর চাপিয়ে দেবার বদলে তাঁদের কাছ থেকে শুনতে চাইতেন কোন বিষয়টি নিয়ে লিখতে তাঁরা অধিক আগ্রহী। মনে পড়ছে সেসময় দেবব্রত বিশ্বাসকে কোলকাতায় বিশাল নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে, সেখানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত একসাথে গান গেয়ে শুনিয়েছেন। সে প্রতিবেদন পড়ে দেবব্রতকে নিয়ে আমি লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করায় বেলাল ভাই অবহেলিত এই শিল্পীর স্মৃতিকথা, ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত, গ্রন্থখানি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমার সে লেখা, যদ্দুর মনে পড়ে, পত্রিকার প্রচ্ছদ কাহিনী হয়েছিল। আমি লেখার নাম দিয়েছিলাম, এই মণিহার আমার নাহি সাজে। বেলাল ভাই সেটা সামান্য বদলে নাম দিলেন, এই মণিহার তাঁরই সাজে। শুধু একটি শব্দের ব্যবধান, অথচ দুই শিরোনামে কি বিস্তর প্রভেদ!

সচিত্র সন্ধানী ছেড়ে বেলাল ভাই ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের পত্রিকা 'ভারত বিচিত্রা'র সম্পাদনার ভার নিলেন। কথা অনেক দিন থেকেই চলছিল, পত্রিকা কেমন হবে, এই নিয়ে আমাদের সাথেও এক-আধবার মতবিনিময় করেছিলেন। সেসময় আমাকে বলেছিলেন, তোমার জন্য একটা 'সারপ্রাইজ' থাকবে প্রথম সংখ্যায়। খুলে বলেননি কি সেই সারপ্রাইজ। পত্রিকা প্রকাশের পর দেখি তাতে আমার একটি লেখা রয়েছে, পরিতোষ সেনের স্মৃতিকথা, জিন্দাবাহার, নিয়ে স্তুতি মূলক একটি আলোচনা। কবে সে রচনা লিখেছি, বেলাল ভাই কিভাবে তা সংগ্রহ করেছিলেন, আমার মনে ছিল না। পরে জেনেছিলাম, সন্ধানীতে কাজ করার সময় লেখাটি তাঁরই নির্দেশে প্রস্তুত করেছিলাম। হয়ত ভাল লেগেছিল, অন্য কোথাও ছাপবেন ভেবে আলাদা করে রেখে দিয়েছিলেন। আমি ক্ষুদ্র লেখক, জীবনে কখনো এমন সম্মানিত বোধ করিনি।

বেলাল ভাই আজীবন আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে গেছেন, অথচ মুখ ফুটে সেকথা কখনো বলেননি। অন্ততঃপক্ষে আমার চেনাশোনা কারো কাছে নয়। অথচ কত লোকই না তাঁর কাছে অর্থের অনুরোধে হাজিরা দিয়েছে। নিজের পকেটে উদ্বৃত্ত অর্থ নেই, পরিচিত কারো কাছে সেসব লোকদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার নিজের কাছে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, বেলাল ভাইয়ের খুব কাছের কোন লোক এমন নন তিনি। প্রকৃত অনটনে পড়ে গিয়েছিলেন, সেকথা জানার পর খাতার কাগজ ছিঁড়ে আমার *শেষাংশ ২৪ পাতায়*

বেলাল চৌধুরী : সেলাই করা স্মৃতির ছায়া

লুৎফর রহমান রিটন

চেহারায় মেক্সিকান আদল। গায়ের রঙেও। কয়েক মাস আগে মেক্সিকোর ছোট্ট দ্বীপ 'কোস্টা মায়া আইল্যান্ডে' কবি বেলাল চৌধুরীর মতো একজনকে দেখে চমকে উঠেছিলাম! হাসিখুশি লোকটার পরনেও ছিলো বেলাল ভাইয়ের মতোই ঢিলেঢালা হাফস্লিভ শার্ট, রঙিন, চক্রাবক্রা।

প্রিয় কেউ মরে গেলে আমরা কেবল স্মৃতি হাতড়াই। সেই মানুষটাকে ভাবি। প্রিয় সেই মানুষটাকে যতবার স্মরণে আনবার চেষ্টা করি ততবারই ছায়া হয়ে তাঁর সাথে লেপ্টে থাকি নিজে। এ এক অদ্ভূত আয়োজন। এ এক অদ্ভূত উদযাপন, প্রিয় মানুষটিকে। স্মৃতিকাতর আমি কবি বেলাল চৌধুরীর স্মৃতি উদযাপন করতে গিয়ে বারবার তাঁর সঙ্গে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি, হাস্যোজ্জ্বল। কখনো ধানমন্ডির 'ভারত বিচিত্রা' অফিসে, কখনো র‍্যাংকিন স্ট্রিটে মোশাররফ রসুল বুড়ো ভাইয়ের ডেরায়, কখনো ভারতীয় হাইকমিশনের অনুষ্ঠান মঞ্চে, শান্তিনগরে আবাসিক হোটেল 'হোয়াইট হাউস'-এর লবিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে, কিংবা দিলকুশা এভেনিউর 'হোটেল পূর্বানী'তে। বাংলা একাডেমিতে কিংবা জাতীয় কবিতা পরিষদে, সিদ্ধেশ্বরী চ্যানেল আই কার্যালয়ে, গুলিস্তান 'গ্রন্থকেন্দ্র' অফিসে, বাংলামোটর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে, পুরানা পল্টনে, ঢাকা ক্লাবে, কাকরাইলে। এবং অসংখ্য দিবসরাত্রিতে টেলিফোনে, ঢাকায় অথবা আমেরিকায়।

২. আশির দশকে বুড়ো ভাই আর বিপ্লব দাশের র‍্যাংকিন স্ট্রিটের নিবাস স্থলে এক রাতের জম্পেশ আড্ডায় গুরু বিষয়ক আমার একটি কথার প্রেক্ষিতে বিপুল স্ফূর্তিতে কবি বেলাল চৌধুরী একটা পংক্তি আউড়েছিলেন--সঠিকগুরু অঠিকগুরু গুরু অগণন। এরপর যখনই দেখা হয়েছে বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে একবার অন্তত উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেছি পংক্তিটা। 'সঠিকগুরু অঠিকগুরু গুরু অগণন।' আমার পাগলামিতে শিশুর মতো হাসতেন বেলাল ভাই।

গুরু ছিলেন না বেলাল চৌধুরী। ছিলেন গুরুরও গুরু। বাংলাসাহিত্য এবং বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য হেন বই বা লেখক ছিলো না যা বেলাল চৌধুরীর রেঞ্জের বাইরে। স্বভাবে বোহেমিয়ান, পাঠেও। বিচিত্র বিষয়ে তাঁর পঠন পাঠন ছিলো অবিশ্বাস্য। এরকম বোহেমিয়ান বর্ণাঢ্য জীবন আর কোনো কবির ছিলো না।

কলকাতায় কাটিয়েছেন প্রায় এক যুগ। ছায়াসঙ্গী ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাঁদের বন্ধুত্বের সৌরভ এখনো কলকাতার আকাশে বাতাসে। তাঁদের বন্ধুত্বের কিংবদন্তী মুখে মুখে ফেরে। সুনীলের 'অর্ধেক জীবন' বইটির নানা অধ্যায়ে বারবার উঠে এসেছে বেলাল চৌধুরীর নাম। বইয়ের ওপরে বই বইয়ের ওপরে বই বইয়ের ওপরে বই রেখে তার ওপরে চাঁদর পেতে চৌকি বানিয়ে কতোদিন তাতে শুয়েছেন, ঘুমিয়েছেন সুনীল, বেলাল।

কলকাতার সাহিত্যের মানুষদের কাছে, তাঁদের পরিবারগুলোর কাছে বাংলাদেশের কবি বেলাল চৌধুরী কতোটা আদরের ছিলেন সেটা জেনেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতায়। আশির দশকে ধানমন্ডির ভারতীয় হাই কমিশনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সুনীল বলেছিলেন-- 'কলকাতায় বেলাল খুবই প্রিয় একটা চরিত্র। আমাদের ঘরে ঘরে স্ত্রীরা দুপুরে ওদের রান্নার সময় একমুষ্ঠি চাল বেশিই দিতেন, বলা তো যায় না কখন বেলাল এসে উপস্থিত হয়!'

৩. কী কারণে জানি না কবি বেলাল চৌধুরী আমাকে খানিকটা বেশিই ভালোবাসতেন। সেই শুরু থেকেই। যখন আমি কিশোর, ছড়াকার হিসেবে যখন আমার পাত্তা পাবার কথা নয় তখন থেকেই কবি বেলাল চৌধুরীর বেহিশেবী স্নেহ আর ভালোবাসা পেয়েছি আমি। ১৯৮৭/৮৮ সালে সদ্য তরুণ আমি ছোটদের জন্যে ধারাবাহিক নাটক লিখছি পরিচালনা করছি বাংলাদেশ টেলিভিশনে। 'ঝন্টুপন্টু' নামের সেই ধারাবাহিক নাটকটি প্রচারিত হচ্ছে যখন, তখন কেন্দ্রীয় চাঁদের হাটের পরিচালক আলী ইমাম গুলিস্তানের গ্রন্থকেন্দ্র ভবনের একটি কক্ষে ফরাস পেতে আমাকে একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলেন সংগঠনটির ব্যানারে। সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি আবেদ খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ, প্রযোজক কাজী কাইয়ুম আর কবি বেলাল চৌধুরী। বেলাল ভাই সেদিন তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে তাৎক্ষণিক রচিত দু'লাইনের একটি ছড়া উচ্চারণ করেছিলেন--লুৎফর রহমান রিটন/চড়বে সোনার ফিটন। আহা! সেই মহার্ঘ উপহার আজও আমি যত্নে রেখেছি স্মৃতির কোঠরে বুকের গভীরে!

৪. ছড়াকার হিশেবে আমাকে কতোটা মূল্য দিতেন বেলাল চৌধুরী সেটা অমোচনীয় কালিতে মুদ্রিত হয়ে আছে ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত আমার 'ছড়াসমস্ত' নামের বইতে। বইটির ব্লার্ব বা ফ্ল্যাপে কবি বেলাল চৌধুরী আমার মতো নগন্য *শেষাংশ ৪৬ পাতায়*

কবির জীবনকথা

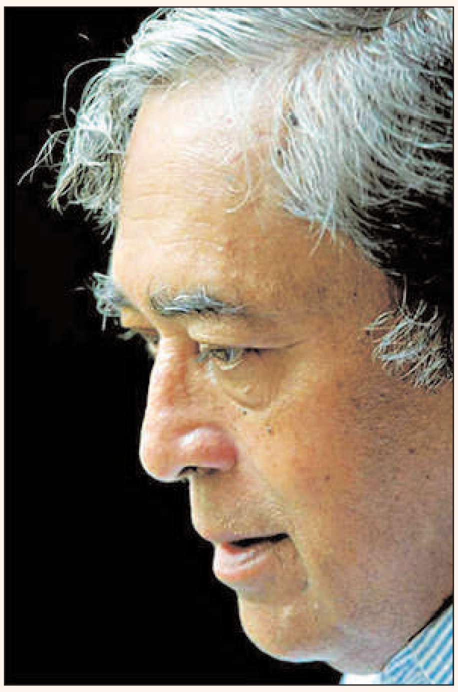

বোহেমিয়ান স্বভাবের কবি বেলাল চৌধুরী যাপন করেছেন এক বিচিত্র ও বর্ণিল জীবন। তুমূল আড্ডাবাজ মানুষটি কবিতা লেখার পাশাপাশি প্রবলভাবে রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন। সেই সুবাদে বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেল খেটেছেন। অন্যদিকে এই বাউন্ডুলে কবিই মাছ শিকারের নেশায় চলে গেছেন গভীর সমুদ্রে। বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী এই কবি ১৯৩৮ সালের ১২ নবেম্বর ফেনীর শর্শদিতে জন্মগ্রহণ করেন। রফিকউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ও কবি মনিরা আখতার খাতুন চৌধুরী দম্পতির নয় সন্তানের মধ্যে তিনি সবার বড়। পৃথিবীর পাঠশালাই ছিল স্বশিক্ষিত এই কবির অধ্যয়নশালা।

সাংবাদিকতা, জেলখাটা, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিচিত্র পর্ব পেরিয়ে ১৯৬৩ সালে কলকাতায় পাড়ি জমান বেলাল চৌধুরী। সেখানেই পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় তাঁর সাহিত্য ভুবন। কলকাতায় বসবাসের সময় সাহিত্য পত্রিকা কৃত্তিবাস সম্পাদনায় যুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। পরে তিনি বিভিন্ন সময় সম্পাদনা করেছেন পল্লীবার্তা, সচিত্র সন্ধানী, ভারতবিচিত্রা। সম্পাদনা করেছেন কবিবন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাহ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকারও। ১৯৭৪ সালে কলকাতা থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন বেলাল চৌধুরী। এরপর থেকেই প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন সক্রিয়ভাবে। জাতীয় কবিতা পরিষদ ও পদাবলি কবিতা সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি।

স্বনামের পাশাপাশি তিনি বল্লাল সেন, ময়ূরবাহন, সবুক্তগীন ছদ্মনামেও লিখেছেন। বল্লাল সেন ছদ্মনামে দৈনিক জনকণ্ঠে তাঁর লেখা ঢাকা ডায়েরি শীর্ষক কলামটি ছিল তুমূল পাঠকসমাদৃত। কবির রচিত এই প্রবন্ধ পাঠককে পাঠকের মনোজগতে ছড়িয়েছে বিচিত্র স্বাদ। কবিতা, গদ্য, অনুবাদ, সম্পাদনা, শিশুসাহিত্য মিলে তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। তার কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– 'নিষাদ প্রদেশে', 'বেলাল চৌধুরীর কবিতা', 'আত্মপ্রতিকৃতি', 'স্থির জীবন ও নিসর্গ', 'জলবিষুবের পূর্ণিমা', 'সেলাই করা ছায়া', 'কবিতার কমলবনে', 'বত্রিশ নম্বর', 'যে ধ্বনি চৈত্রে শিমুলে', 'বিদায়ী চুমুক' ইত্যাদি। তার অন্যান্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে– 'স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল', 'ডুমুরপাতার আবরণ', 'চেতনার রঙ চন্দ্রশিলা', 'লাকসাম দাদা ও অন্যান্য গল্প', 'কাগজে কলমে', 'মিশ্রচিত্রপট', 'নিরুদ্দেশ হাওয়ায় হাওয়ায়', 'জীবনের আশ্চর্য ফাল্গুন' ইত্যাদি। গদ্য-পদ্যের পাশাপাশি বেলাল চৌধুরী পাশ্চাত্যের কবি হোর্হে লুইস বোর্হেস, পাবলো নেরুদা, *শেষাংশ ৪২ পাতায়*

মাহবুব হাসানের কবিতা

নবী কিংবা

আমি একজন জনইনটেলেকচুয়াল খুঁজছি ছায়ার ভেতরে
কেবল নিজেকে ছাড়া অস্বীকার করবেন তিনি সব কিছু
দুইমেরুর বরফের চাই কিংবা নিউ ইয়র্কের স্নো-ফল
ভাঙতে পারবে না তার মন
নেকড়ের ক্ষুধার্ত ছায়ার ভেতরে তিনি হেঁটে যান
এযেন তিনি ক্যাটওয়াকের দৃঢ়চিত্ত প্রতিযোগী
সত্তার ভেতরের আগুন তিনি উসকে দেন শাসককে খুঁচিয়ে
তার টাইরান্ট নাড়ী-ভুড়ি রক্তাক্ত করে দেবার জন্যে
জনসম্মুখে,
জনগণের মুখে রব ওঠে---
দ্যাখো.. দ্যাখো.. দ্যাখো..

সব কিছু অস্বীকার করার জন্য যে সাহস
তিনি কুড়িয়ে আনেন বাতাস থেকে
উত্তরে বাতাস
হিমাংকের চোরাস্রোতে গোত্তা খেতে খেতে
তার হৃদয়মহলে হামলে পড়লে তিনি নয়ন মেলে তাকান!

ওই তো হেমন্তের ঝরাপাতার মতো হলুদ-সোনালি পৃথিবী
বিস্ময়ের ডানায় ভর করে তাকিয়ে আছে
তার দিকে
কেবল তারই দিকে!
তিনি তন্ময়তার সৌরভ নিয়ে নিরেট দুপুরে চিন্তার বুদ্বুদ গিলতে গিলতে
ঢেকুর তোলার কায়দায়
মাথা তোলেন।
আমিই সত্য কেবল, বাকিরা কমন!
ঢিল আর পাটকেলগুলো উড়ে আসে
এযেন তারা পাখির সহোদর!

নিউ ইয়র্ক

ইঁদুরেরা

আমার রুমে অবাধে বেড়ায় তারা
যেন এ-রুম তাদের হাওয়াবাড়ি।

মাঝে-মধ্যে নাচ দেখায় টম-জেরির ঢঙে বিদ্যুৎবেগে
আর খুব গোপনে কাটে আমার বই-পত্র,
কবিতার পরিত্যক্ত খাতা;
আমার চিন্তার গোলকধাঁধা ছেদা করে দেয়
তাদের ধারলো দাঁতে,
রক্তাক্ত করে নাড়ী-ভুড়ি;

আমি ত্যক্ত হলে তাদের শাম্বা নাচ দেখার মতো!!
মধ্যরাতে আমি ঘরে ফিরি
নিঃশব্দে পালায় তারা,
গোবেচারা ঢঙে উঁকি দেয়,
কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে বাইরে এসে ভেঙচি কাটে
যেন ইমুজি আমার তারা মন-কাড়া!

নানা ঢঙয়ের নাচে তারা পারদর্শী
মহর্ষি আসরে মণিপুরী নাচ নাচে!
তারপর দেয় ছুট!

আমি মধ্যরাতে নিমগ্ন নিরালা ভাঙি মুচকি হাসিতে।

নিউইয়র্ক

ইঁদুর

পুচকে এক ইঁদুর নামলো মগজ থেকে।
আমি মগজের বাসিন্দা

আমি হাসবো না কাঁদবো?

সেই ক্ষমতা নেই তোমার
বললো সে।
আমি হতবাক!! বলে কী?

আমি তোমার মগজের সেন্সরগুলোর সংযোগ কেটে দিয়েছি
আমার ধারালো এই দাঁতে!

আমার হাসি আর কান্নার কোনো রূপ নেই এখন
যেন সে অরূপরতন এ-পৃথিবীর!

নিউইয়র্ক

ইমিগ্রেশন

জাদু হচ্ছে বাস্তবতার মামাতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়
সম্পর্কের জাদু তাই এমন মোহন।
জাদুর নিরিখ তাই শিল্পচেতনার নানা ডালে বাদুরের কারুকাজ!
সমাজ সংসার, নীতি-নৈতিকতা বেটে খেয়ে
ধড়িবাজ সময়ের রগ-রেষায় সে ঘুরে বেড়ায়,
পাতায় পাতায় তার বোধের জিকিমিকি!

ইমিগ্রেশন তাই লেবিরিন্থের ছোটো ভাই!

এই তো আমাদের শিল্পসম্পর্কের সেতু প্রভু
আমাদের চেতনার রাজহাস!

অরূপ কথন

ঘোড়ার ডিম নিয়ে খেলছিলো তিনটি প্রাণী
কানি বক
কালো কাক
আর খেক শেয়াল!

খেক শেয়ালের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা চলছিলো
রোদ-বৃষ্টির বারান্দায়
একবার জ্বলছিলো রোদ
নিভছিলো তার সহোদর!
পাত্রীপক্ষকে খাওয়ানো হবে ঘোড়ার ডিমের সুগন্ধী আচার!

রূপকথার খেক শেয়াল বললো
আমি আনবো এক পরীর মেয়ে পরী,
সে রান্না করবে ঘোড়ার ডিম।

হঠাৎই ডিমটা উড়লো
নিমিষে উধাও!!!
মহাশূন্যে!

নিউ ইয়র্ক

কে কে

আমাকে কে কে অস্বীকার করবে?
হাত তোলে জনগণ!

আমাকে কে কে অস্বীকার করবে?
নীরবতার ডানায় আগুন জ্বলে ওঠে
দপ করে

এ-জামানা মাথা নোয়ানোর কথা ভুলে গেছে?

মানুষ

অন্ধকারে বাজিমাৎ করতে পেজাবরফের বৃষ্টি নামলো
শীত আর ঠাণ্ডা পাখনা গুটিয়ে বললো....
এসো

পেজাবরফের বৃষ্টি নামছে শীতার্ত কংক্রিটে
যেন মহাকাশ থেকে প্যারাট্রুপার নেমে আসছে মাটির পৃথিবীতে।
তাদের পদশব্দে পেচাদের ঘুম ভাঙে না,
মানুষেরা জেগে থাকে।

নিউইয়র্ক

দূরের ঘূর্ণিজাল

একটি শূন্য ডিলিট করেছি মনে মনে
মন-কলা এক খায় আর?

এক যায় একা একা দূরদেশে?

একটি শূন্য যোগ করেছি মনে মনে
কেউ জানে না কার ধনে পোদ্দারি করে কে কে?

দূরদেশে যে যায় সেই বোঝে দূরের মজা দূরের কষ্ট, দূরের ঘূর্ণিজাল!
নিউইয়র্ক

ক্লাইমেট ফুটবল খেলে

নিউ ইয়র্কের আকাশে রোদ খেলছে মেঘবিহীন ফুটবল
হিলসাইড মাঠে তারা নাইছে গা-গতর খুলে!
মনে হয় সে কতোকাল মেঘলা আকাশের কোণা-কানছিতে
মেঘের ফুটবল খেলেনি!
বেশ উল্লাস চারদিকে।
হর্ষধ্বনি টিট্টিভের লেজের মতো নাচছে।
রৌদ্রালোতে নাইতে নেমে আমি কাকভেজা!
চিটচিটে ঘামে জবজবে!
কবে এখানে চৈত্র বৈশাখ জৈষ্ঠের ঝাঁ ঝা রোদের ব্যবসা শুরু হলো?
ক্লাইমেট বিশেষজ্ঞগণ লড়ছে 'মেরিকার সাথে।
তাদের পাঞ্জায় সেই জোর কই?
ওজোন স্তরের ক্ষতের কি কোনো রেমেডি আছে?
বারোটা বাজিয়ে সে এখন গুটিয়ে নিলো তার রক্তাক্ত হাত।
বিশেষজ্ঞগণ কপালে চোখ মেলে অবাক!
জাতিসংঘের বারান্দায় একঝলক হাওয়া
ডিগবাজি খেতে খেতে হেসে উঠলো খুব।

উই কাব্য

উইপোকাগুলো খাচ্ছে শাদা জুঁই
তাই সকালবেলার শোভা গেলো উবে।
ভুঁইফোড় সময়
মাদল বাজাতে বাজাতে ঢেকে ফ্যালে তার হা
গুহার আঁধার
জয় করে নেয় লোভ আর লালসার ঢোল
গোল বাঁধে সেইখানে
ওড়ে উই
যেন জুঁই ফুল!
ভুলগুলো এ-ভাবেই বিজয় নিশান উড়ায় আজ চৌদিকে!

একা একা

আমি আর পেচা
রাত জাগি রোজ
আমরা কি সহোদর?
উদর ভেদ করে আসি আমি
আর পেচা অন্ধকার।

সব কালো কালো নয়,
নিরাকার শূন্যময়!

হাড়ের জোড়ায় ব্যথা হলে-

অধ্যাপক ডা. শুভাগত চৌধুরীঃ উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়েছেন। হাঁটুর জোড় কড় কড় শব্দ করে উঠল। বুড়ো আঙ্গুলে ব্যথা। ঘাড়ের জোড় নিশ্চল, খুব ব্যথা। বয়স তেমন বেশি হয়নি। চুল পাকেনি। কী হতে পারে? সতর্ক সঙ্কেত আসতে পারে চল্লিশ পেরুবার আগে থেকেই। ব্যায়ামের সময় বা এর পরে হাড়ের জোড় নিশ্চল, ব্যথাও আছে, আছে আর্থ্রাইটিসের পারিবারিক ইতিহাস। একে নিয়ে চলা ঠিক নয়। দেখাতে হবে ডাক্তার। হাড়ের জোড়ের এ সমস্যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 'অস্টিওআর্থ্রাইটিস। চাই সতর্কতা ও আগাম রোগ নির্ণয়। অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ঝুঁকি যে কারও থাকতে পারে। আমেরিকার আর্থ্রাইটিস ফাউন্ডেশনের মেডিক্যাল ডিরেক্টার ডা. জন ক্লিপেল বলেন, এক শ' রকমের আর্থ্রাইটিসের মধ্যে সবচেয়ে সচরাচর দেখা যায় এই অস্টিওআর্থ্রা ইটিস । অস্থিসন্ধিতে হাড়ের প্রান্তকে ঢেকে রাখে ও সুরক্ষিত রাখে যে পিচ্ছিল টিস্যু- সেই কোমলাস্থিকে আক্রমণ করে অস্টিওআর্থ্রাইটিস। কোমলাস্থিতে যখন ভাঙ্গন দেখা যায় তখন হাড়ে হাড়ে ঘষাঘষি বাড়ে, তখন ব্যথা হয়, জোড় ফুলে যায়। নিশ্চল হয়ে যায় জোড়। কেউ জানে না কেন কোমলাস্থি ক্ষয়ে যায়, তবে অনেকে বলেন বংশগতি বা গঠনের বৈকল্য বা আঘাত পাওয়া- এসবের ভূমিকা থাকতে পারে। চল্লিশোর্ধ লোকদেরই বেশি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিস। তবে আগেও হতে পারে। শরীরে ওজন বেশি হলে, মেদ স্থূল হলে, হাড়ের জোড়ে বেশি চাপ পড়াতে পরিণতিতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে। পারিবারিক ইতিহাস থাকলে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

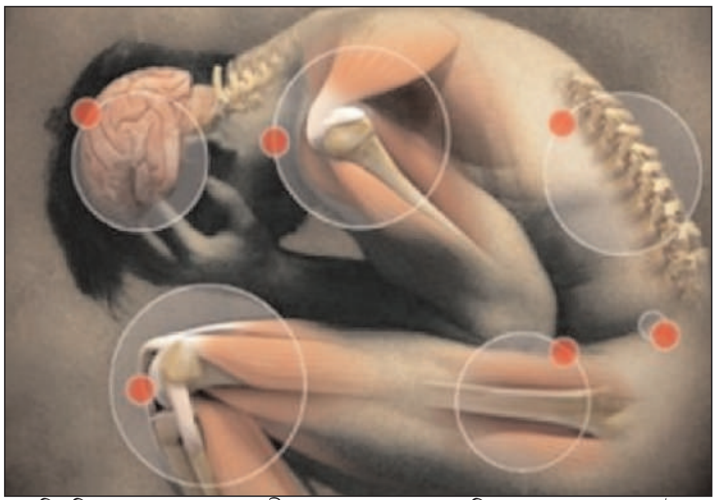

মধ্যবয়সী বা বয়স্ক মহিলা যাদের অস্টিওআর্থ্রাইটিসের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে এদের এ রোগের ঝুঁকি বেশি। তবে বয়স বেশি হওয়াটিই অনিবার্য কারণ অবশ্য নয়।

কেন ডাক্তার দেখাবেন?

অস্টিওআর্থ্রাইটিসের প্রথম পর্যায় নিঃশব্দে কেটে যেতে পারে। কোমলাস্থির সামান্য ক্ষয় হলে তেমন উপসর্গ হয় না। হাতে ও ভারবহন করে এমন সব অস্থিসন্ধিতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস বেশি দেখা যায়; যেমন হাঁটু, কোমরের হাড়ের জোড়, শিরদাঁড়া, নিতম্বের হাড়ের জোড়, হাতের আঙ্গুলের জোড়ে হতে পারে। তবে কোমলাস্থিতে বড় ক্ষয় না হলে সত্যিকারের ব্যথাবেদনা ও হাড়ের গিঁটের কাজকর্ম কমে যায় না। আগাম এ রকম সঙ্কেত পেলে তখন ডাক্তার দেখাতে যান রোগীরা। ডা. ক্লিপেল বলেন, "অনেকের ধারণা, আর্থ্রাইটিসের ব্যথা হলো বার্ধক্যের চিহ্ন এবং একে সেভাবে সামলানো উচিত। কথাটি সত্য নয়। এঁরা মনে করেন, লক্ষণ উপসর্গ উপশমের জন্য তেমন কিছু করা যাবে না, একে এড়ানোই ভাল।" অথচ সত্যি যা তা হলো, ডাক্তার দেখাতে হবে। "একজন ডাক্তার কিন্তু রোগ নির্ণয় করতে পারেন, ব্যথা কমাবার ওষুধ দিতে পারেন, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তা হলো অস্টিওআর্থ্রাইটিসের বর্তমান অবস্থা যাতে আরও শোচনীয় না হয় সেজন্য পরামর্শ দিতে পারেন।" ডা. ক্লিপেলের সতর্কবাণী, অস্টিওআর্থ্রাইটিসের দিকে এখনই নজর না দিলে পরে এ থেকে প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া এবং কখনও কখনও এজন্য অস্থিসন্ধি প্রতিস্থাপনের জন্য শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন পড়তে পারে। আর একটি কথা। হাড়ের গিটে ব্যথা হলেই যে তা অস্টিও আর্থ্রাইটিস হবে তা কিন্তু নয়, কেবল ডাক্তারই সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারেন। তাই ডাক্তার দেখাতেই হবে।

কি করে নির্ণয় করা যায় অস্টিওআর্থ্রাইটিস

ডাক্তার হাড়ের জোড় পরীক্ষা করেন, মা-বাবা বা পরিবারে ঘনিষ্ঠ কারও আর্থ্রাইটিস আছে কিনা তা জেনে নেন, অতীতে হাড়ের জোড়ে আঘাত পেয়েছিলেন কিনা, লক্ষণ উপসর্গ কি। শরীর মেদস্থূল হলে তাও নজর করেন। তবে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের *শেষাংশ ৪৬ পাতায়*

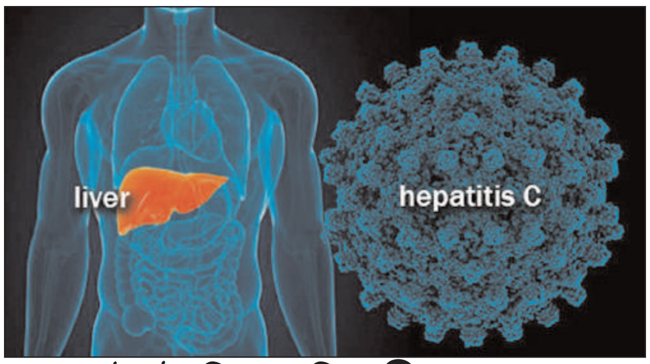

হেপাটাইটিস-সি নীরব ঘাতক

ডাঃ মোহাম্মদ শফিকুর রহমান পাটওয়ারীঃ হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে লিভারে যে প্রদাহ হয় তাকে সি-হেপাটাইটিস বলে। এটা প্রধানত রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। বিশ্বব্যাপী এটি একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। এই রোগ হেপাটাইটিস বি-এর চেয়েও মারাত্মক, কারণ এই রোগের লক্ষণগুলো দেরিতে ধরা পড়ে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের শেষ পর্যায়ে তথা লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার হওয়ার পর বোঝা যায়।

যাদের মধ্যে এ রোগ বেশি হয় : নিরীক্ষাবিহীন রক্ত ও রক্তের উপাদান পরিসঞ্চালন করার মাধ্যমে প্রধানত এই রোগ ছড়ায়। এজন্য অন্যের রক্ত নেয়ার পূর্বে অবশ্যই হেপাটাইটিস সি-এর পরীক্ষা করানো উচিৎ।

ব্যক্তিগত জিনিস যেমন- দাঁতের ব্রাশ, রেজার সহব্যবহারের কারণে। ইনজেকশনের মাধ্যমে যারা নেশা গ্রহণ করে। রোগাক্রান্ত মায়ের নবজাতকেরা সংক্রমিত হতে পারে। হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডেন্টাল ইউনিট, লিভার ইউনিট, ডায়ালাইসিস, এন্ডসকপি ইত্যাদি ইনভেসিভ প্রক্রিয়ায় যেখানে উপযুক্ত স্টেরেলিটির ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন প্রকার চিকিৎসা গ্রহণকালে দূষিত ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে। যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমে এ রোগ সংক্রামিত হতে পারে তা খুবই কম। কোন উপসর্গ নাও থাকতে পারে।

শরীরে ভাইরাস ঢোকার পর থেকে রোগের লক্ষণ প্রকাশের সময় লাগে ২ সপ্তাহ থেকে ৬ মাস। বয়স্কদের ফ্লু- এর মত জ্বর, ক্লান্তি, শরীর টনটন করা, ব্যথা, বমিবমি ভাব এবং ক্ষুধামন্দা নিয়ে এই রোগ দেখা দিতে পারে। লিভার ফেইলিউরও হতে পারে। এটি লিভার কোষ ধ্বংস করে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করে যা ১০-১২ বছরের মধ্যেই লিভার সিরোসিসে পরিণত হয়। *শেষাংশ ৪২ পাতায়*

কানে কম শোনা

ধীরে ধীরে শ্রবণ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং হঠাৎ করে কানে কম শোনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। হঠাৎ কানে কম শুনলে, বধির হলে বা কান স্তব্ধ হয়ে গেলে এ অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় সাডেন সেনসরি নিউরাল হিয়ারিং লস বলা হয়ে থাকে। এ অবস্থাকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণভাবে তিন দিনের মধ্যে পর পর তিন ফ্রিকোয়েন্সিতে ৩০ ডেসিবেল বধিরতা হলে তাকে সাডেন সেনসরি নিউরাল হিয়ারিং লস বলা হয়। এই রোগে বেশীরভাগ রোগী হঠাৎ করে কানে শুনতে না পাওয়ার কথা বললেও কারো করো এর সাথে মাথা ঘোরা বা কানে ভোঁ ভোঁ হবার সমস্যা দেখা দেয়।

কারণঃ হঠাৎ শ্রবণ ক্ষমতা নষ্ট হবার অনেক কারণ রয়েছে। যেমনঃ ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবনু ঘটিত রোগ, মাথা বা কর্ণে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া বা কর্ণের হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, কানের অপারেশন জনিত আঘাত, মেনিয়ার্স ডিজিজ বা শ্রবণস্নায়ূর টিউমার। বিভিন্ন অর্টোইম্যুন ডিজিজ, রক্ত বা রক্তনালীর রোগ, বিভিন্ন স্নায়ুরোগ যেমন-স্ট্রোক, ইত্যাদি। কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে এসব রোগ নির্ণয় করা যায়। তবে অনেক রোগীর ক্ষেত্রে কোনভাবেই কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না, তাকে ইডিওপ্যাথিক সেনসরি নিউরাল হিয়ারিং লস বলে ।

এটিকে বর্তমানে আলাদা রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর সুনির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও কিছু কার্যকারণকে দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়, যেমন- ভাইরাস সংক্রমণ, রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় সমস্যা। রক্তনালীর বিভিন্ন রোগ ও অন্তঃকর্ণের পর্দা ছিঁড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

রোগ নির্ণয়ঃ রোগ নির্ণয় করতে হলে রোগীর বিস্তারিত ইতিহাস ও শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। রোগের শুরু কিভাবে হয়েছে-হঠাৎ করে নাকি আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়েছে সেই খোঁজ নিতে হবে।

বধিরতার সাথে আনুসঙ্গিক লক্ষনাদি যেমন- মাথা ঘোরা, বমিভাব, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ হওয়া, মাথাব্যথা ইত্যাদি আছে কিনা সেটা জানাও রোগ নির্ণয়ের জন্য এবং এ রোগের চিকিৎসার ফলাফল ধারণা করার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ।

ডায়াবেটিস, অটোইম্যুন ডিজিজ, ক্যান্সার, স্নায়ুরোগ, বা রক্তজমাট বাধা সংক্রান্ত রোগও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী হতে পারে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা সকল রোগীর অডিওমেট্রি করতে হবে। এটি রোগ নির্ণয় ও রোগের ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। পর্যায়ক্রমিক অডিওমেট্রি দিয়ে রোগের চলমান অবস্থা ও চিকিৎসার ফলাফল কেমন হচ্ছে তা বোঝা যায়। রক্তের গ্লুকোজ, কোলেস্টেরল, এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনেক বড় রোগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যায়। বধিরতার কোন *শেষাংশ ৪৮ পাতায়*

ব্রেস্ট ক্যান্সার কেন হয়?

ব্রেস্ট মা ও মেয়েদের মাতৃত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক। শৈশব থেকে নারীত্ব এই সময়ের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। নারীর এই ক্যান্সার মরণব্যাধি বাসা বাধতে পারে যে কোন সময় এবং সচেতন না হলে কেড়ে নিতে পারে আপনার মহামূল্যবান প্রাণ। সারা বিশ্বে ব্রেস্ট ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা অনেক এবং প্রতি বছরই বেড়ে চলছে।

ব্রেস্ট ক্যান্সার কেন হয়?

নির্দিষ্ট কোন কারণ এখনও জানা যায়নি তাই একাধিক কারণকে স্তন ক্যান্সারের জন্য দায়ী করা হয় :

- জেনিটিক ফ্যাক্টরঃ যেমন মা খালা এদের থাকলে সন্তানদের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- অবিবাহিতা বা সন্তানহীনা মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারে প্রকোপ বেশি।
- একই রকমভাবে যাঁরা সন্তানকে কখনো স্তন্য পান করাননি তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি হয়।
- ৩০ বছরের পরে যাঁরা প্রথম মা হয়েছেন তাদের স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা একজন কমবয়সী মা হওয়া মহিলাদের থেকে অনেক বেশী।
- বয়স যত বাড়ে স্তন ক্যান্সরের ঝুঁকি তত বৃদ্ধি পায়।
- অল্প বয়সে বাচ্চা নিলে, দেরিতে মাসিক শুরু হলে তাড়াতাড়ি মাসিক বন্ধ হলে স্তন ক্যান্সার বেড়ে যায়।
- একাধারে অনেক দিন জন্ম নিরোধক বড়ি খেলেও স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

উপরোক্ত কারণগুলো ব্রেস্ট ক্যান্সারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে এগুলোই একমাত্র কারণ নয়।

কি করে স্তন ক্যান্সার বুঝবেন

- সাধারণত ৩০ বছরের পূর্বে এই রোগ কম হয়।
- বেশির ভাগ রোগী বুকে চাকা নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়।
- বুকে চাকা সেই সাথে কিছু কিছু রোগী ব্যথার কথাও বলে থাকে।
- কখনও কখনও বুকে চাকা এবং বগলেও চাকা নিয়ে রোগী আসতে পারে।
- নিপল ডিসচার্জ এবং নিপল ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়াও এ রোগের লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে।
- কিছু কিছু রোগী বুকে ফুলকপির মতো ঘা নিয়ে ডাক্তার এর কাছে যায়।
- অনেক সময় যে বুকে ব্যথা সেদিকের হাত ফোলা নিয়েও আসতে পারে।
- এগুলো ছাড়া ব্রেস্ট ক্যান্সার দূরবর্তী কোথাও ছড়িয়ে পড়েছে এমন উপসর্গ নিয়ে আসে যেমন : হাড়ে ব্যথা, মাথা ব্যথা, শ্বাসকষ্ট ও জন্ডিস ইত্যাদি।

কিভাবে রোগ নির্ণয় করা যাবে

• মেমোগ্রাম বা স্তনের বিশেষ ধরনের এক্স-রে • স্তনের আলট্রাসনোগ্রাম • চাকা বা টিউমার থেকে রস *শেষাংশ ৪১ পাতায়*

লিভারের রোগে দাঁত ও মুখের চিকিৎসা

ডা. ফারুক হোসেনঃ পারেনকাইমাল লিভারের রোগে ওষুধের প্রতিক্রিয়া সব সময় আগে থেকে অনুমান করা যায় না। ওষুধের মধ্যে টেট্রাসাইক্লিন, ইরাইথ্রোমাইসিন এস্টোলেট, মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ ইনহিবিটর এবং ফিনাইলবুটাজন জাতীয় ওষুধ কম বেশি হেপাটোটক্সিক বা লিভারের জন্য ক্ষতিকারক। তাই লিভারের রোগে দাঁত ও মুখের চিকিৎসায় এ জাতীয় ওষুধ পরিহার করা উচিত। ক্লিনডামাইসিন, ডেসফ্লুরেন, মেট্রোনিডাজল এমনকি প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম মাত্রায় প্রদান করতে হবে। এসব ওষুধের বিকল্প ওষুধ ব্যবহার করা গেলে তা অবশ্যই প্রদান করা উচিত। প্যারেনকাইমাল লিভারের রোগে ব্রেনের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়া অস্বাভাবিক হতে পারে এবং ব্রেন অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হতে পারে কিছু ওষুধ সেবনের কারণে। প্যারেনকাইমাল লিভারের রোগে সিডেটিভস, হিপনোটিকস, ট্রাংকুলাইজারস এবং অপিয়ডস জাতীয় ওষুধ সেবন করলে এনসেফালোপ্যাথি অথবা কমা পর্যন্ত হতে পারে। ওষুধের এসব প্রতিক্রিয়া বেড়ে যেতে পারে ওষুধের হ্রাসকৃত প্রোটিন বাউন্ডিংয়ের কারণে। দাঁত ও মুখের চিকিৎসায় এসব ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োগ করতে হবে। দাঁতের চিকিৎসায় লোকাল এনেসথেসিয়া নিরাপদ। তবে লিগনোকেইন লোকাল এনেসথেসিয়ার চেয়ে প্রিলোকেইন অধিক নিরাপদ। মুখের তীব্র ব্যথার কারণে যদি বেনজোডায়াজিপিন দ্বারা ইন্ট্রাভেনাস সিডেশন বা ঘুমের ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় সে ক্ষেত্রে রিলেটিভ এনালজেসিয়া অধিকতর নিরাপদ।

দাঁত ও মুখের চিকিৎসায় জেনারেল এনেসথেসিয়া যদি একান্তই প্রয়োজন হয় তবে তা একজন অভিজ্ঞ এনেসথেসিওলজিস্টের তত্ত্বাবধানে করা উচিত। এনসথেসিয়ার আগে প্রিমেডিকেশনে অপিয়ড জাতীয় ওষুধ কোনোভাবেই দেয়া যাবে না।

প্যারেনকাইমাল লিভারের রোগে রোগীর রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই প্যারেনকাইমাল লিভারের রোগীর মুখে কোনো সার্জারি প্রয়োজন হলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রক্ত পরীক্ষায় যদি দেখা যায় প্রথমবিন টাইম বেশি হয় তবে সে ক্ষেত্রে ভিটামিন-কে ১০ মিলিগ্রাম (ফাইটোমেনাডিওন) প্রতিদিন ইনজেকশন *শেষাংশ ৪৩ পাতায়*

অ্যাজমা ট্রিগার ও প্রতিকার

ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দাসঃ ট্রিগার বলতে বোঝানো হয় সেইসব জিনিস যা অ্যাজমার উৎপত্তি ঘটায় বা অ্যাজমার কষ্ট বাড়িয়ে দেয়। সেই জন্য এই ট্রিগারগুলোকে চিহ্নিত করতে পারলে রোগী নিজেকে অনেকাংশে রক্ষা করতে পারবে অ্যাজমার উপসর্গ ও তীব্র কষ্ট থেকে।

অ্যাজমার নিম্নোক্ত উপসর্গগুলো-

কাশি, বুক চেপে আসা, নিশ্বাস ছোট হয়ে আসা ও ঘন ঘন আসা, বুকে ঘর্ঘর শব্দ।

অ্যাজমার ট্রিগারসমূহঃ নিম্নোক্ত জিনিসগুলো অ্যাজমার উপসর্গ বাড়িয়ে দেয় অ্যালারজেন (যারা এলার্জি সৃষ্টি করে)। অস্বস্তিকর জিনিস যেমন- তামাকের ধোঁয়া, তীব্র কটু গন্ধ। ঋতু পরিবর্তন ও আবহাওয়া পরিবর্তন, ব্যায়া, রিফ্লাক্স ডিজিস (পাকস্থলির এসিড ইসোফেগাস বয়ে উপরে উঠে আসা), কয়েক ধরনের খাদ্য ও ওষুধ, মানসিক দুশ্চিন্তা এই ট্রিগার ব্যক্তি ভেদে বিভিন্ন হয়ে থাকে। রোগী যদি নিজের ট্রিগারগুলো চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে তিনি সেগুলোকে এড়িয়ে চলার পথ খুঁজে বের করতে পারবেন। ফলে চিকিৎসক তার অ্যাজমা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ফলপ্রসূ পরিকল্পনা তৈরী করে দিতে পারেন।

অ্যালার্জেনসমূহঃ এলার্জিক রাইনাইটিস বা হে-ফিভার আক্রান্ত হলে অ্যাজমার আশংকা বেড়ে যায়। যেসব ট্রিগার ওই উভয়বিধ রোগকেই বাড়িয়ে দেয় সেগুলো হচ্ছে- বিশেষতঃ মাইট, পুষ্পরেণু, ছত্রাক, প্রাণীর লোমবা পশম, তেলাপোকার বর্জ্য যদি এলার্জেনের কারণে আপনার অ্যাজমা বাড়ে, তাহলে এলার্জেনগুলোকে এড়িয়ে চলতে হবে। এলার্জি বিশেষজ্ঞ আপনাকে এ ব্যাপারে সম্যক পরামর্শ দিতে পারবেন। **অস্বস্তিকর বস্তুঃ** অ্যাজমা রোগীর শ্বাসতন্ত্র অস্বস্তিকর বস্তুর প্রতি খুবই সংবেদনশীল হয়ে থাকে। যেসব অস্বস্তিকর বস্তু *শেষাংশ ৪৯ পাতায়*

প্রধানমন্ত্রীর রূপে আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন হাসিনাঃ তারিন

সম্প্রতি অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে তারই চরিত্রে পারফর্ম করার সুযোগ পেয়েছিলেন তারিন। আর এই চরিত্রে অভিনয় করতে পারাটাই যেন তারিনের কাছে ছিল তার অভিনয়জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। কারণ তারিন প্রধানমন্ত্রীকে অনেক শ্রদ্ধা করেন, ভালোবাসেন এবং তিনি তারিনের রোল মডেলও বটে। সেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে তারিন প্রধানমন্ত্রীর চরিত্রে পারফর্ম করা প্রসঙ্গে বলেন, 'যে মানুষটিকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, যিনি আমার নেত্রী, যিনি আমার রোল মডেল, অলিম্পিক গেমস-২০১৮-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেই নেত্রীর চরিত্রে, নেত্রীর সামনে পারফর্ম করে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষে যখন দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান সেনা কর্মকর্তা এসে আমাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন, বললেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক পছন্দ করেছেন, তিনি নিজের রূপে আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন, উপভোগ করেছেন অভিনয়ের পুরোটা; তখন মনে হচ্ছিল আমার কষ্ট সার্থক হয়েছে। কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর কাছে এবং আমার শুভাকাঙ্খীদের কাছে, যারা আমার জন্য দোয়া করছেন।' একজন শিল্পীর জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পাওয়া সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সামনে প্রধানমন্ত্রীরই চরিত্রে অভিনয় করতে পারার সুযোগ পাওয়াটা একজন শিল্পীর জন্য বিরাট এক প্রাপ্তি। আর সেই প্রাপ্তি কোনোভাবেই জাতীয় সম্মাননা অর্জনের চেয়ে কম নয়। তারিনের এই প্রাপ্তিতে দারুণ খুশি তার পরিবার ও সহকর্মীরাও। আগামীদিনের পথচলায় এমন সুযোগ আর তারিনের আসবে কী না জানা নেই। তবে তিনি যে সুযোগ পেয়েছেন তা সাধারণত শিল্পীদের ক্ষেত্রে হয় না। তারিনের সৌভাগ্য বলেই তিনি এই সুযোগ পেয়েছেন। এদিকে তারিন নিয়মিত অভিনয়েও ব্যস্ত রয়েছেন। বাবার অসুস্থতার কারণে বাবাকে নিয়ে প্রায়শই হাসপাতালে যেতে হয়, বিধায় অনেক সময় স্ক্রিপ্ট পছন্দ হলেও তারিনকে কাজ ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তারিন তারপরও চেষ্টা করেন ভালো স্ক্রিপ্ট পেলে কাজ করার। কিন্তু সবার আগে তো বাবা, মা আর পরিবার। তাই পরিবারের কোনোরকম অসুবিধা হয় এমনটি করে তিনি অভিনয় করেন না। তবে এটাও ঠিক, অভিনয় তার পেশা। পেশাগত কাজের কারণে অনেক সময় অনেক বিরূপ পরিস্থিতিও তাকে মেনে নিতে হয়। এরমধ্যে তারিন গোলাম সোহরাব দোদুলের নির্দেশনায় শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে কাহিনিচিত্র 'মধ্যবর্তিনী'র কাজ।

তিন যুগের সাক্ষী কুমার বিশ্বজিৎ

পেশাগতভাবে কুমার বিশ্বজিতের পথচলা ৩৬ বছর। কিন্তু এই সংগীতাঙ্গনের অনেক ঘটনারই সাক্ষী তিনি। কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, 'আমরা সবসময়ই গান করারই চেষ্টা করেছি। যতটুকুই করেছি যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়ে করেছি। আমাদের সবার মাঝে আত্মার সম্পর্ক ছিল। যে কারণে যে যাই করেছি অন্তর দিয়ে করেছি। যিনি গান লিখেছেন, যিনি সুর করেছেন আর যিনি গেয়েছেন তিনি তার সর্বোচ্চটুকু দিয়েই করেছেন। ফাঁকিবাজি করার তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। হয়তো এ কারণেই আমাদের সময়ে গান হয়েছে গানেরই মতো। আর এখন কী হচ্ছে তা নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই। সবাই জানেন গানের এই সময়ের হাল।' সংগীতাঙ্গনে কুমার বিশ্বজিৎ তিন যুগ সময় পার করছেন। এই তিনযুগে বাংলাদেশের সংগীতকে দেশে এবং দেশের বাইরে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক পেয়েছেন বহু সম্মাননা এবং তিনবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছেন তিনি। যদিও সংগীতে তার সংগ্রামী জীবন শুরু হয় ১৯৭৭ সাল থেকে কিন্তু পেশাগতভাবে ১৯৮২ সাল থেকে বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গনে তার পদচারণা শুরু হয়। আব্দুল্লাহ আল মামুনের লেখা এবং নকীব খানের সুর-সংগীতে তোরে পুতুলের মতো করে সাজিয়ে গানটি বিটিভিতে প্রচারিত হয় আল মনসুর প্রযোজিত 'শিউলী মালা' অনুষ্ঠানে। এই গান দিয়েই এদেশের সংগীতপ্রেমী শ্রোতাদের মনে ঠাঁই করে নেন কুমার বিশ্বজিৎ। ১৯৮৫ সালে নূর হোসেন বলাই পরিচালিত আলাউদ্দিন আলীর সুর-সংগীতে 'আমরা দুজন দুটি শান্ত ছেলে' গানে প্রথম প্লে-ব্যাক করেন কুমার বিশ্বজিৎ। এরপর অসংখ্য আধুনিক গানে এবং চলচ্চিত্রের গানে কুমার বিশ্বজিক পেয়েছে এদেশের গানপ্রেমী শ্রোতা-দর্শক। সংগীতে তিনযুগ দাপুটের সঙ্গে পদচারণা করে চলেছেন কুমার বিশ্বজিৎ। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি গান গেয়ে চলেছেন। সংগীতে দীর্ঘ তিনযুগ পার হওয়া প্রসঙ্গে কুমার বিশ্বজিৎ বলেন, 'আমার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। বাবার ইচ্ছে ছিল যে আমি যেন ব্যবসায় মনোযোগ দিই। কিন্তু আমার মায়ের কারণেই আমার আজকের এই অবস্থানে আসা। মায়ের এই ঋণ কোনোভাবেই কোনোকিছু দিয়ে শোধ করার নয়। এই চিন্তা করাও যেন পাপ। আমি বিশেষত কৃতজ্ঞ আমার প্রথম সুপার হিট 'তোরে পুতুলের মতো

শেষাংশ ৪৯ পাতায়

১৮ বছর পর গানে ফিরলেন নাঈম

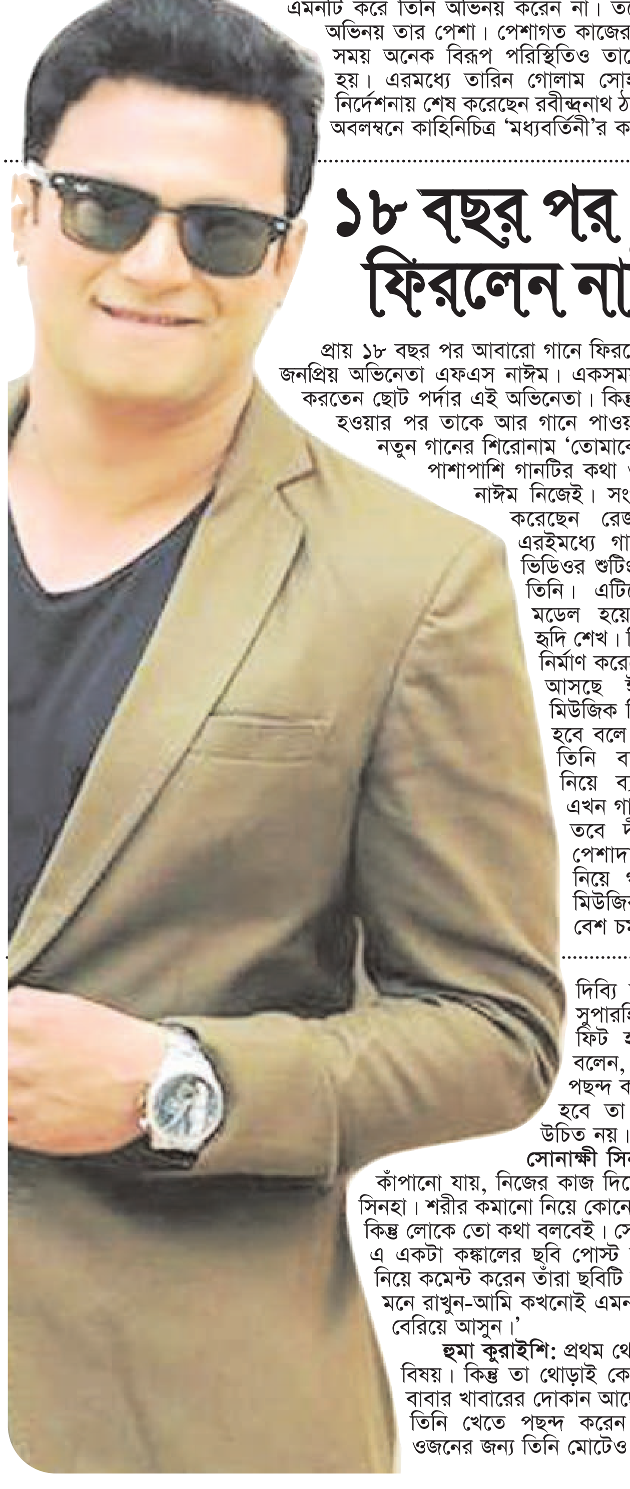

প্রায় ১৮ বছর পর আবারো গানে ফিরলেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা এফএস নাঈম। একসময় নিয়মিত গান করতেন ছোট পর্দার এই অভিনেতা। কিন্তু অভিনয়ে ব্যস্ত হওয়ার পর তাকে আর গানে পাওয়া যায়নি। তার নতুন গানের শিরোনাম 'তোমাকে'। কণ্ঠ দেয়ার পাশাপাশি গানটির কথা ও সুর করেছেন নাঈম নিজেই। সংগীত পরিচালনা করেছেন রেজওয়ান শেখ। এরইমধ্যে গানটির মিউজিক ভিডিওর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। এটিতে তার সঙ্গে মডেল হয়েছেন নৃত্যশিল্পী হৃদি শেখ। মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন রাজু রাজ। আসছে ঈদের আগেই মিউজিক ভিডিওটি প্রকাশ হবে বলে জানান নাঈম। তিনি বলেন, অভিনয় নিয়ে ব্যস্ততার কারণে এখন গান করা হয় না। তবে দীর্ঘ সময় পর পেশাদারী মনোভাব নিয়ে গানটি করেছি। মিউজিক ভিডিওতেও বেশ চমক থাকছে।

ফিট না হয়েও হিট

তথাকথিত ফিট না হয়েও সফল বলিউড-হলিউডের অনেক দামি তারকারা। যদিও মোটা হওয়ার কারণে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ কম সইতে হয়নি। তাই কিনা প্রতিবাদ হিসেবে নিজের বাড়তি মেদের ছবি প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। জেনে নিন, মোটা হয়েও সফল যেসব অভিনেত্রী–

বিদ্যা বালান: প্রথম ছবি 'পরিণীতা'তেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর অভিনয়ের বিদ্যা মোটেও কম নয়। বিদ্যা বালান পরে ১২ কেজি ওজন বাড়ান 'ডার্টি পিকচার'-এর জন্য। কিন্তু চরিত্রের প্রয়োজনে বাড়ানো ওজন আর কমালেন না। ভারী শরীরেই দিব্যি কাজ করেছেন। এর মধ্যে আছে সুপারহিট 'কাহানি'ও। নিজেকে ভেঙে ফিট হলেন না কেন-এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমি আমার এই ভারী ব্যাপারটা পছন্দ করি। তা ছাড়া আমার শরীর কেমন হবে তা কারো আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত নয়।'

সোনাক্ষী সিনহা: মোটা হয়েও যে বক্স অফিস কাঁপানো যায়, নিজের কাজ দিয়েই তা বুঝিয়ে দিয়েছেন সোনাক্ষী সিনহা। শরীর কমানো নিয়ে কোনো দৌড়ঝাঁপও ছিল না অভিনেত্রীর। কিন্তু লোকে তো কথা বলবেই। সেই কথার উত্তরে তাই 'ইনস্টাগ্রাম'-এ একটা কঙ্কালের ছবি পোস্ট করে বলেন, 'যারা আমার ফিগার নিয়ে কমেন্ট করেন তাঁরা ছবিটি ভালো করে দেখুন এবং দুটি বিষয় মনে রাখুন-আমি কখনোই এমনটি হব না, তাই এই ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসুন।'

হুমা কুরাইশি: প্রথম থেকেই হুমার ওজন ছিল আলোচনার বিষয়। কিন্তু তা থোড়াই কেয়ার করেন এই অভিনেত্রী। হুমার বাবার খাবারের দোকান আছে। বলা বাহুল্য, ছোটবেলা থেকেই তিনি খেতে পছন্দ করেন। সে জন্য তৈরি হওয়া বাড়তি ওজনের জন্য তিনি মোটেও

শেষাংশ ৪৯ পাতায়

নতুন পরিচয়ে পূজা

চ্যানেল আই সেরাকণ্ঠ প্রতিযোগিতা থেকে আসা সংগীতশিল্পী বাঁধন সরকার পূজা নতুন পরিচয়ে হাজির হচ্ছেন। সংগীতাঙ্গনে অনেক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন পূজা। সব কয়টি গানই আধুনিক তার, কিন্তু কখনো মৌলিক ফোক গান গাওয়া হয়নি পূজার। এই প্রথম তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন একটি আধুনিক ফোক গানে। সম্প্রতি গানটির রের্কডিং সম্পন্ন হয়েছে। 'উদাস মন' শিরোনামে বিরহের একটির সুর করেছেন জিয়াউদ্দিন আলম। এর আগে অনেক জনপ্রিয় শিল্পীদের গান করলেও এই প্রথম পূজার গান করলেন জিয়াউদ্দিন আলম। 'উদাস মন' শিরোনামে গানটি লিখেছেন নোমান শিবলু ও মিউজিক করেছেন সজীব চৌধুরী। ফোক গান গাওয়া প্রসঙ্গে পূজা বলেন, 'এই প্রথম ফোক গানে কণ্ঠ দিয়েছি। এর আগে স্টেজ শোতে গাইলেও এই প্রথম

শেষাংশ ৪০ পাতায়

প্রবাসে বাঙালী

মুত্তালিব বিশ্বাসকে সম্মাননা ও শামীম আহসানকে বিদায় সংবর্ধনা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেন জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কর্মকর্তারা।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনা।

সঙ্গীত পরিবেশন করেন মুত্তালিব বিশ্বাস। তবলায় পিনাকপানি গোস্বামী। বক্তব্য রাখেন কনসাল জেনারেল।

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই সংবর্ধনা দিল মুত্তালিব বিশ্বাসকে

বাঙালী প্রতিবেদনঃ জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আয়োজনে সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'প্রাণ বেঁধেছি প্রাণের সাথে' শিরোনামে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল গত রবিবার ওজোনপার্কের হাইস্কুল ফর আর্কিটেকচার প্রাঙ্গনে। এই আয়োজনে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন।

দুপুরে বৈশাখী ভোজের পর আয়োজিত হয় জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কমিটির অভিষেক। এরপর স্কুলের বাইরে উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পাঞ্জাবি পরিহিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাবেক ছাত্রছাত্রীরা ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য বাজিয়ে প্লাকার্ড হাতে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে। বিকেলে এই অনুষ্ঠানমালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখেন কবির কিরণ। তারপর শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাইর অনুষ্ঠান। এই পর্বে কবিতা আবৃত্তি করেন জনপ্রিয় আবৃত্তিকার মিজানুর রহমান বিপ্লব। তারপর ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাইর পরিবেশনা। তাদের পর জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই পরিবেশন করে সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। সাউন্ড সিস্টেমের জন্য এই অনুষ্ঠানটি ঠিকমতো পৌঁছেনি দর্শকের কানে।

এরপর স্বনামধন্য শিল্পী ও সঙ্গীত শিক্ষক মুত্তালিব বিশ্বাসকে সম্মাননা জানানো হয়। তার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বড়ুয়া। এ সময় বিদায়ী কনসাল জেনারেল শামীম আহসানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আজিজ নঈমী। মুত্তালিব বিশ্বাসকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন জাহাঙ্গীরনগর এলামনাই'র সভাপতি মেরিস্টেলা শ্যামলী আহমেদ, কনসাল জেনারেলকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র সভাপতি আবুল কামাল আজাদ এবং প্যান্ডোরা চৌধুরীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই'র সভাপতি সৈয়দ মিজানুর রহমান।

মুত্তালিব বিশ্বাস বলেন, আপনাদের সম্মান আমি মাথা পেতে নিলাম। তবে আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমি কিন্তু এখনও ছাত্র। আমাকে বড় ভাবার কারণ নেই। তিনি মজা করে বলেন, এক সময় ভেবেছি চুল পাকা ভাল নয়, এখন মনে হয় চুল পেকে ভালই হয়েছে। মুত্তালিব বিশ্বাস দর্শকদের অনুরোধে দুটি গান গেয়ে শোনান।

কনসাল জেনারেল শামীম আহসান বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাসের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং বাগ্মিতার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না। নিউইয়র্কে তার অবস্থান বাংলাদেশী কম্যুনিটির একটি বিশাল ভাগ্য। তিনি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। এর আগে মুত্তালিব বিশ্বাসের ওপর আলোচনা করেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ। তিনি বলেন, মুত্তালিব বিশ্বাস এক বিরল প্রতিভা। তিনি সারাদেশে বাংলা গানের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রচার করেছেন শিল্পকলা একাডেমির হয়ে। বাংলাদেশে যে কজন ব্যক্তি গান নিয়ে লেখালেখি করেন, তারা কেউ এখন নেই। কেবল আছেন মুত্তালিব বিশ্বাস। তিনি সকলকে সঙ্গীত বিষয়ে লেখা মুত্তালিব বিশ্বাসের তিনটি বই পড়ার আহবান জানান।

পরে শতদল, বাফার শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পারিবেশন করেন। শেষে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী ড. তনিমা হাদী বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি নর্থ আমেরিকার সভাপতি মোয়াজ্জেম সা.সম্পাদক আনার

নিউইয়র্কঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অব নর্থ আমেরিকা ইনকের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ২৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনার খান। ১৫ এপ্রিল জ্যামাইকার কিং কাবাব রেষ্টুরেন্টে কার্যকরী কমিটি ও উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের উপস্থিতিতে কমিটির নাম যৌথভাবে ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনার আইয়ুব চৌধুরী হারুন ও প্রফেসর নোয়াব মিয়া। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য, প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু মুছা খান বাংলাদেশ সফরে রয়েছেন। সভাপতি মো: রহিজ উদ্দিন সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন তালুকদার (স্বপন) পরিচালনা করেন। সাবেক সংসদ সদস্য ও সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা শহীদুর রহমান, মো: সাইফুল ইসলাম, মো: শফিকুল ইসলাম, মো: নাছিম হাসান, মো: এমরান খান, মো: মারুফুল হক চৌধুরী, একেএম এমরানুল হক, মো: বজলুর রহমান হারুন, মনিরুল হক মিঠু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সদ্য বিদায়ী সভাপতি রহিজ উদ্দিন বলেন, বহু আশা, আকাংখা আর ভালবাসায় আমাদের প্রিয় সংগঠন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অফ নর্থ আমেরিকা ইনক। সংগঠনের দীর্ঘ পথচলায় আমরা সকলে এক ও অভিন্ন। নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের তিনি ধন্যবাদ জানান। নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ শাহ মোয়াজ্জেম সকলে একত্রে কাজ করার আহবান জানিয়ে বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অফ নর্থ আমেরিকা ইনককে সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজে আরো অধিকতর ভূমিকা পালনে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দল ও মতের উর্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়ার কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক আনার খান সংগঠন পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটি অফ নর্থ আমেরিকা ইনক নির্বাচিত সকলে সময়ের পরীক্ষিত সৈনিক। তাদের গতিশীল নেতৃত্বে সংগঠন আরো গতি পাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের নতুন কার্যকরি পরিষদ ঘোষণা

নিউইয়র্কঃ ডা. মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ পুনরায় সভাপতি এবং মো: আনওয়ার হোসেন (জিন্নাহ্) কে সাধারণ সম্পাদক পদে ঘোষণা করা হয়েছে। নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইন্‌ক্ এর কার্যকরি পরিষদের বিভিন্ন পদে ৩১ জন এবং ১৬টি জেলার ১৬জন প্রতিনিধি নিয়ে মোট ৪৭টি পদে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরি পরিষদ ২০১৮-২০১৯ ঘোষণা করা হয়। ৪৭টি পদের বিপক্ষে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইনক গঠিত নির্বাচন কমিশন এই কার্যকরি পরিষদকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

গত ২২ এপ্রিল রোববার বিকেল ৩টায় জ্যামাইকাস্থ কিং কাবাব রেষ্টুরেন্ট পার্টি হলে কর্মকর্তাবৃন্দ ও নর্থবেঙ্গলবাসীর উপস্থিতিতে ২০১৮-২০১৯ মেয়াদের জন্য নতুন কার্যকরি পরিষদ ঘোষণা করা হয়।

পূর্ণ কমিটির কর্মকর্তারা হলেন, সভাপতি ডা: মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মো: আনওয়ার হোসেন (জিন্নাহ্), সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ আর খান (তনু), সহসভাপতি: মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, শাহ নওরোজ, ডা: নার্গিস রহমান, মোজাফ্ফর হোসেন ও মাসুদুল হক রুবেল, যুগ্ম সম্পাদক মো: আব্দুল মজিদ আকন্দ, সহ সাধারণ সম্পাদক মো: শফিকুল আলম, মো: জাহেদুল ইসলাম (জেমস্) ও মো: গোলাম রব্বানী, কোষাধ্যক্ষ মো: সমশের আলী, সহ কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ ই. কবীর, সাংগঠনিক সম্পাদক: মোস্তফা কামাল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: সাহজাহান সরকার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুরাইয়া বি মনিরা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ মোহর খান, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো: মসিতুল্লাহ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা রোকসানা বেগম, প্রচার সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, ক্রীড়া সম্পাদক এ এইচ এম কামাল মিল্টন, সহ ক্রীড়া সম্পাদক স্বাগতম চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক: মো আশরাফুল ইসলাম।

কার্যকরি সদস্যঃ মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ মন্‌জুর আলম (রবীন), মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম (বাচ্চু), মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ মুজিবুদ্দীন (জেন্টু), মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, মো: এলাহী ব তালুকদার

জেলা প্রতিনিধিঃ গোলাম মোস্তফা সংগ্রাম- রাজশাহী, মোহাম্মদ রাজু আহমেদ (জাদু)- রংপুর, মো: আতাউর রহমান লিটন- বগুড়া, ইসমাইল হোসেন স্বপন- পাবনা, মো: আব্দুর রশীদ- দিনাজপুর, হারুন-আর-রশীদ- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মো: আক্কাস আলী- নাটোর, রাজিব আহসান চৌধুরী- নওগাঁ, গৌতম কুমার সাহা- গাইবান্ধা, মো: মাহবুব হোসেন- লালমনিরহাট, মোহাম্মদ এস রহমান- কুড়িগ্রাম, মো: আনসার আলী- নীলফামারী, মো: শরিফুল ইসলাম- ঠাকুরগাঁও, মো: আনিসুর রহমান তালুকদার- সিরাজগঞ্জ, মো: রাজা বিন হায়াৎ- পঞ্চগড়, মো: আসিরুদ্দীন প্রামানিক- জয়পুরহাট।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মফিজ আহমেদ, কমিশনার মোহাম্মদ এন. মন্ডল ফানসু ও দবিরুল ইসলাম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

কুষ্টিয়া জেলা সমিতির ইফতার মাহফিল ২০মে

নিউইয়র্কঃ গত ১৫ এপ্রিল রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকশন হাইটসের প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্টে মোঃ গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়া জেলা সমিতি অব ইউএসএর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবু মুসা, উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য মোঃ রাশেদুল আলম, মুন্সী মুর্তজা আলী, মমিন বিশ্বাস, মোঃ রফিক আহম্মেদ মিলু, সিনিয়র সহসভাপতি কাজি আবেদিন, সহসভাপতি মোঃ সাইদুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ মুনসুর আলম মুন্না প্রমুখ।

উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, ২০ মে ইফতার মাহফিল জ্যাকসন হাইটসের হাটবাজার পার্টি সেন্টারে ও ৮ জুলাই বনভোজন অনুষ্ঠিত হবে পেনসিলভ্যানিয়া ফোর্ট ওয়াশিংটন স্টেট পার্কে।

এ উপলক্ষে গঠিত ইফতার কমিটির আহ্বায়ক মোঃ মুনসুর আলম মুন্না, সহ আহ্বায়ক মোঃ সাইদুর রহমান, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ কামরুজ্জামান। প্রধান সমন্বয়কারী মোঃ আশরাফুল আলম, সমন্বয়কারী মোঃ জিয়াউর রহমান।

বনভোজন কমিটির আহ্বায়ক মোঃ রাশেদুল আলম, সহ আহ্বায়ক আনোয়ারা খাতুন মন্‌জু, মোঃ সাইদুর রহমান, আম্বিয়া অন্তরা, মোঃ আলমগীর হোসেন, মোঃ সাজেদুর রহমান টেন্টু। প্রধান সমন্বয়কারী আবু মুসা, সমন্বয়কারী মোঃ আশরাফুল আলম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

Lowest weekly lease 2018 Brand New Cars

New Low Prices Daily & Weekly

এই এ্যাডটি নিয়ে এলে **Free Shift**

All Shifts are Available

We Provide Free Service

Boulevard Taxi Leasing

32-56, 49th Street, L.I.C., NY 11103

নর্দার্ন বুলোভার্ডে বেস্ট বাই স্টোরের সামনে

Free Parking

718-932-3312

Open 24 Hours

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ।

জাতিসংঘে উচ্চপর্যায়ের সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

উন্নয়ন ছাড়া শান্তি আসবে না

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ জাতিসংঘে শান্তি বিনির্মাণ ও টেকসই শান্তিবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের সভায় অংশ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, উন্নয়ন ব্যতীত শান্তি আসবে না। আর শান্তি ছাড়া কোনো উন্নয়ন হতে পারে না। গত মঙ্গলবার দুপুরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিনিধিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সভায় নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিপীড়িত ও নিগৃহীত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়দানের মতো সাহস ও মানবিকতা দেখিয়েছেন যার স্বীকৃতি স্বরূপ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' এবং 'স্টার অব দ্য ইস্ট' উপাধিতে ভূষিত করেছেন উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি এই উপাধি প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানন্ত্রী বলেছেন যে আমরা যদি আমাদের ১৬০ মিলিয়ন মানুষকে খাওয়াতে পারি, তবে এই এক মিলিয়ন অসহায় রোহিঙ্গাদেরও খাওয়াতে পারবো, প্রয়োজনে আমরা ভাগ করে খাবার খাবো।

জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছেন। বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব দানে তিনি ছিলেন বাঙালী জাতির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেই ধারাবাহিকতায়ই বাংলাদেশ আজ প্রায় এক মিলিয়নেরও বেশি মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য তার দরজা খুলে দিয়েছে।

বিশাল এই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এর সমাধান না হলে আমাদের অঞ্চল ও এর বাইরে এই রোহিঙ্গা সমস্যা শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তীব্র প্রভাব ফেলবে। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রদত্ত ভাষণের পাঁচ দফা সুপারিশের কথা এবং কফি আনান কমিশনের রিপোর্টের শর্তহীন পূর্ণ বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেন।

সন্ত্রাস দমনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কথা উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী কোন দেশের বিরুদ্ধে যাতে কেউ আমাদের ভূখন্ড ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মৌলবাদ ও সহিংস চরমপন্থা দমনে আমরা সবসময়ই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিবিড় অংশগ্রহণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তিনি বলেন, এমডিজি অর্জনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এসডিজিকে একীভূত করে এর বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ বাংলাদেশের এই অব্যাহত উন্নয়নেরই স্বীকৃতি দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিরোস্লাভ লাইচ্যাকের আহ্বানে উচ্চপর্যায়ের এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বেলজিয়ামের রাজা, কলম্বিয়া, আয়ারল্যান্ড, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট, এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী; জর্জিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী, ৪০টিরও বেশি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্যান্য দেশের মন্ত্রী, উপমন্ত্রীসহ ১৩১টি দেশ ও সংস্থার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সাংবাদিক পেটানোর ঘটনায় ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ ঢাকায় দায়িত্ব পালনের সময় পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিক পেটানোর ঘটনায় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি। তিনি বলেন, এই সরকারের সময়ে বাংলাদেশে কোন ঘটনা ঘটলে তার বিচার হয় না এমন নজির নেই। সাংবাদিক হোক, পুলিশ হোক, এমপি হোক, ব্যবসায়ী হোক অথবা যেই হোক না কেন আইন সবার জন্য সমান। যে অন্যায় করেছে অন্যায়ের গুরুত্ব অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। গত মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় বক্তৃতাকালে এ আশ্বাস দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এর আগে মতবিনিময় সভার শুরুতে নিউইয়র্কে কর্মরত সাংবাদিকেরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ঢাকায় সাংবাদিক পেটানোর ঘটনায় দায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানান।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ৩০টি টিভি, ৬শর বেশি সংবাদপত্র বের হয়। সরকার কখনো তাদের কোনো কিছুতেই বাঁধা দেয়না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আরো বলেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এখন সময়ের ব্যপার। তিনি সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রশংসা করে বলেন, জয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন প্রযুক্তিতে ঈর্ষণীয় উন্নতি করছে। আগামী মাসে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রযুক্তির এক স্বর্ণযুগে প্রবেশ করছে।

রোহিঙ্গা ইস্যু প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু তাদের কারণে আজ আমাদের ওই অঞ্চলের বনসম্পদ এবং পর্যটন মারাত্মক হুমকির মুখে। তিনি বলেন, আশ্রিত রোহিঙ্গাদের ওপর সন্ত্রাসীদের নজর পড়েছে। আমরা মিয়ানমারের সরকারকে বলেছি তারা যদি ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু করে তাহলে আমাদের কিছুই করার থাকবে না। তিনি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে আবারো ক্ষমতায় আনার জন্য প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় নেতা সাখাওয়াত বিশ্বাসের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও সেবুল মিয়ার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আবুল কাশেম, লুৎফুল করিম, যুগ্ম সম্পাদক আইরিন পারভীন, সাংগঠনিক সম্পাদক ফারুক আহমেদ ও মহিউদ্দিন দেওয়ান, কৃষিবিষয়ক সম্পাদক আশরাফুজ্জামান, ত্রাণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, মুক্তিযোদ্ধাবিষয়ক সম্পাদক মোজাহিদুল ইসলাম, প্রবাসীকল্যাণ সম্পাদক সোলায়মান আলী, বাণিজ্য সম্পাদক মেসবাহ আহমেদ, কার্যকরী সদস্য শামসুল আবদীন, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা জামাল হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সভাপতি আজিজুল হক খোকন, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কবীর আলী, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের রফিকুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক আব্দুল মালেক, যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া প্রমুখ।

জাতিসংঘে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত

আমাদের জিডিপির গড় ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) আয়োজিত এক ফোরামে বক্তৃতাকালে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি সাবলীল উত্তরণ নিশ্চিত করতে এবং উন্নয়ন ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

সোমবার ইকোসক-এর 'উন্নয়নে অর্থায়ন' বিষয়ক তৃতীয় ফোরামে কান্ট্রি স্টেটমেন্ট দেওয়া বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার যে অগ্রগতি সাধন করেছে এবং যে সকল নীতিমালা গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন সুবিধা এবং জনগণের জীবনের অন্যান্য মৌলিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিগত বছরগুলোতে জিডিপি ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশের উপরে রয়েছে উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এখন আমাদের জিডিপির গড় ৭ শতাংশেরও বেশি। এর ফলে ২০০৫ সালের দারিদ্র্যসীমা ৪০ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে ২৩ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ২৪ দশমিক ২ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশে নেমে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত।

বাংলাদেশ এবছর প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে এবং এক্ষেত্রে তিনটি নির্দিষ্ট ধাপে কাঙ্খিত মানদন্ডের চেয়ে অনেক বেশি ব্যবধান নিয়ে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজস্ব প্রশাসনে কাঠামোগত সংস্কার শুরু করা হয়েছে। নতুন সরাসরি ট্যাক্স কোড ও নতুন কাস্টম আইন প্রণয়নেরও কাজ চলছে। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এতে স্বচ্ছতা ও নিয়মানুবর্তিতা আনা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিকভাবে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও ই-জিপির সফল বাস্তবায়নের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। এর আগে ইকোসকের উন্নয়নে অর্থায়ন বিষয়ক তৃতীয় ফোরামের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নেন অর্থমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের শুরুতে এসডিজি অর্থায়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোকে আরও সক্রিয় হবার আহ্বান সম্বলিত জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেজের একটি ভিডিও বার্তা পরিবেশন করা হয়। উচ্চ পর্যায়ের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি মিরোস্লাভ লাইচ্যাক, ইকোসকের সভাপতি ম্যারি চ্যাটারডোভা এবং ডেপুটি মহাসচিব আমিনা মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন।

এফএফডির চলতি কর্মসূচি আগামী ২৬ এপ্রিল শেষ হয়েছে। এফএফডির এই তৃতীয় ফোরামে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত ড. এ কে আব্দুল মোমেন এবং বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন।

মতবিনিময় সভায় অর্থমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ২১ বছর দেশে সামরিক শাসন ছিল। ৯১ সালে আমরা সামরিক শাসন উৎখাত করেছি। ৯১ থেকে ৯৬ সাল পর্যন্ত যারা সামরিক শাসকের প্রতিনিধি ছিলেন তারাই রাজত্ব করেছেন। তিনি বলেন, ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশে ব্যাপক উন্নতি সাধন হয়েছে। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। মৎস্যখাতে বাংলাদেশ চতুর্থ উৎপাদনকারী দেশ। আমরা যথেষ্ট মাছ খাই, আবার বিদেশেও রপ্তানি করি। এই সাফল্যর পেছনে অন্যতম কারণ আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। তবে বুদ্ধির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই বুদ্ধি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেশে যোগ্য নেতৃত্ব। এই নেতৃত্ব যদি ঘুনেধরা থাকে তাহলে যতই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হোক না কেন উন্নয়ন সেরকম হবে না।

তিনি বলেন, নেতৃত্ব হতে হবে নিজের স্বার্থের উর্ধে উঠে দেশের স্বার্থে। এছাড়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের সাহস থাকতে হবে এবং ঝুঁকিও নিতে হবে। সর্বোপরি দরকার প্রতিশ্রুতিশীল নেতৃত্ব। যে নেতৃত্বের লক্ষ্য থাকে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের। শেখ হাসিনা দেশকে সেই নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। শেখ হাসিনার নেতৃত্ব না থাকলে আজকের অবস্থানে আমরা পৌছতে পারতাম না।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে ওঠার যোগ্যতা অর্জনে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, বিশ্বদরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বেড়েছে। গত কয়েক বছর ধারাবাহিকভাবে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি সাত শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এটি বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন। এ ছাড়া বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, দেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শেখ হাসিনার সরকারকে আবারো ক্ষমতায় আনতে হবে। এজন্য তিনি দেশে প্রবাসে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধ থাকলে বিএনপি-জামাতের যে কোনো ষড়যন্ত্র দেশবাসী নস্যাৎ করে দেবে।

মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা আক্তার হোসেন, সৈয়দ বসারত আলী, লুৎফুল কবীর, আবুল কাশেম, সামসুদ্দিন আজাদ, ফারুক আহমেদ, আব্দুল হাছিব মামুন, মহিউদ্দিন দেওয়ান, মো. সোলায়মান আলী, খোরশেদ খন্দকার, দেওয়ান বজলুর রহমান, কাজী আজিজুল হক খোকন, আব্দুল মালেক, তৈয়বুর রহমান টনি, শাহানারা রহমান, অধ্যাপক মমতাজ শাহনাজ, সাখাওয়াত বিশ্বাস, কবীর আলী, রফিকুল ইসলাম, আতাউল গণি আসাদ, জামাল হোসেন, নান্টু মিয়া প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বসন্তকালীন সভায় যোগ দিতে গত ১৬ এপ্রিল অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত যুক্তরাষ্ট্রে আসেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভায় অর্থমন্ত্রী

শেখ হাসিনার মত নেতা বিশ্বে পাওয়া বেশ কষ্টকর

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ যুক্তরাষ্ট্র সফররত অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি বলেছেন, বাঙালী জাতির পরম সৌভাগ্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরে ১৯৯৬ সালে আমরা শেখ হাসিনার মত আরো একজন যোগ্য নেতা পেয়েছি। তার নেতৃত্ব ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। তিনি বলেন, দশ বছর আগের যে শেখ হাসিনা ছিলেন ওই শেখ হাসিনাকে আর পাবেন না। এখন বুদ্ধিতে, কৌশলে ও জনকল্যাণে তার মত এমন একজন নেতা বিশ্বে পাওয়া বেশ কষ্টকর। আমার পরম সৌভাগ্য আমি বঙ্গবন্ধুর সরকারেও কাজ করেছি।

রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে খাবার বাড়ি মিলনায়তনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন আবুল মাল আব্দুল মুহিত। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ছাড়াও সাধারণ প্রবাসীরা মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আনন্দ সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

সততা দক্ষতা দেশপ্রেম আর জনগণের সমর্থনই প্রধানমন্ত্রীর শক্তি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ)ঃ বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনপ্রিয় আকাশচুম্বী। দেশের সর্বত্রই উন্নয়ন-অগ্রগতি। ফলে অনেক দুয়ার খুলে গেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে এখন সময়ের ব্যপার। সততা, দক্ষতা, দেশপ্রেম আর জনগণের সমর্থনই প্রধানমন্ত্রীর শক্তি। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। দুর্নীতি তার কেশাগ্র স্পর্শ করেনি। তিনি শুধু নয়, তার পরিবার পরিজন কেউ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নন। মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন-আগ্রগতি অব্যাহত রাখতে আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। সরকারের উন্নয়ন ঘরে ঘরে পৌচ্ছে দিতে হবে। তিনি আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে আবারো ক্ষমতায় আনার জন্য প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ব্যানারে জ্যাকসন হাইটসের মেজবান রেস্টুরেন্টের হলরুমে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক আনন্দ সমাবেশ ও মতবিনিময় সভায় তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কাউন্সিল দাবিদার নেতাকর্মীরা টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের শীর্ষ ১০০ প্রভাবশারী ব্যক্তির মধ্যে স্থান পাওয়ায় এবং দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ব্যানারে আনন্দ সমাবেশ ও মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন।

আনন্দ সমাবেশ ও মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

এই আনন্দ সমাবেশ ও মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদের সদস্য মুক্তিযোদ্ধা সরাফ সরকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালক এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া। যৌথভাবে এই সমাবেশ পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক শাহ বখতিয়ার ও জনসংযোগ সম্পাদক কাজী কয়েস।

আনন্দ সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের আহ্বায়ক তারিকুল হায়দার চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি দরুদ মিয়া রনেল ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নাকিবুর রহমান তুরান, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সহসভাপতি মনজুর চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুমানা আখতার, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান, আওয়ামী লীগ নেতা ইঞ্জিনিয়ার মিজানুল হাসান মিজান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আনন্দ সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী ও হাকিকুল ইসলাম খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ড. আব্দুল বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা লীগের সভাপতি মমতাজ শাহনাজ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধুরী, সহসভাপতি সাইকুল ইসলাম, শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালাল উদ্দিন জালাল ও সাধারণ সম্পাদক কায়কোবাদ খান সহ বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৮টার দিকে প্রথমে মেজবান রেস্টুরেন্টের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর রাত সাড়ে ৯টার দিকে তিনি পালকি পার্টি সেন্টারের চাইনিজ হলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগ দেন।

প্রবাসে বাঙালী

দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল খান।

ইমাম আলা উদ্দিন আকুঞ্জি ও তারা উদ্দীন স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

রশীদ আহমদঃ গত প্রায় দুই বছর পূর্বে নিউইয়র্কের আল ফুরকান মসজিদের ইমাম আলা উদ্দিন আকুঞ্জি ও তাঁর সাথী তারা উদ্দীনকে হত্যাকান্ডের হৃদয়বিদারক ঘটনাকে স্মরণ করে গত ২৭ মার্চ মঙ্গলবার বাদ আসর থেকে রাত সোয়া নয়টা পর্যন্ত ইউনাইটেড ইমাম এন্ড উলামা কাউন্সিল ইউএসএর উদ্যোগে এক দোয়া মাহফিল ও স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম মাওলানা ইমাম আলা উদ্দীন আকুঞ্জি ও তারা উদ্দীন হত্যা মামলায় ঘাতক অস্কার মুরালকে গত ২৩ মার্চ কুইন্স ক্রিমিনাল কোর্টের জুরী বোর্ড দোষী ঘোষণা করে। তারই প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করে আর আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং ইমাম আলা উদ্দিন আকুঞ্জি ও তারা উদ্দীনের রুহের মাগফিরাত কামনায় এই স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল ওজনপার্কের আল ফুরকান মসজিদে দুটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড ইমাম এন্ড উলামা কাউন্সিল ইউএসএর সভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী। শুরুতে পবিত্র কুরআনে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী নাঈম উদ্দীন আকুঞ্জি, মাওলানা রফিক উদ্দীন। সংগঠনের জয়েন্ট সেক্রেটারি মুফতি মুহাম্মদ ইসমাঈল নূরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাহমুদুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক রশীদ আহমদের যৌথ পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য মাওলানা আবদুল হালিম ও সহসভাপতি হাফিজ মাওলানা আহমদ আবু সুফিয়ান।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেয়র অফিসের প্রতিনিধি ড. সারাহ সাঈদ, পুলিশ কর্মকর্তা রেওয়ালদা জেম, পুলিশ কর্মকর্তা মুহাম্মদ আমীন, ইউনাইটেড ইমাম এন্ড উলামা কাউন্সিল ইউএসএর উপদেষ্টা মুফতি জামাল উদ্দিন, মুফতি রুহুল আমীন, মুহাদ্দিস মাওলানা আজিজুর রহমান ঘোগারকুলি, ইকনা মারকায মসজিদের ইমাম ও খতীব ইমাম জফির আলী ও মাওলানা শাহ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মেঝো পীর ছারছীনা।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক হেলাল আবু শেখ, ডাঃ মুহাম্মদ খালেদ, আনোয়ার হোসাইন খান, আল আমান মসজিদের সভাপতি কবীর চৌধুরী, বায়তুল মা'মুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের সভাপতি আহমদ আবু উবায়দা ও আল ফুরকান মসজিদের সভাপতি বদরুল খান, কমিউনিটি এক্টিভিস মুখলিসুর রহমান, ইমাম আলা উদ্দিন আকুঞ্জির পুত্র নাঈম উদ্দীন আকুঞ্জি, সংগঠনের উপদেষ্টা মাওলানা মঈনুল ইসলাম, মাওলানা শায়খ আসআদ আহমদ, সহসভাপতি মাওলানা আবদুল মুকিত, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আবুল কাশেম ইয়াহইয়া, সহকারী অর্থ সম্পাদক কাজী মাওলানা মাসুক আহমদ, কার্যকরী সদস্য মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা সুন্নাতুর রহমান প্রমুখ। উল্লেখ্য, উক্ত স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের শেষ পর্যায়ে সর্বদলীয় ইমাম ও আলেমদের সংগঠন ইউনাইটেড ইমাম ও উলামা কাউন্সিল ইউএসএর সভাপতি মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী সংগঠনের ২০১৮-২০১৯ সেশনের পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম ঘোষণা করেন।

বক্তারা ভবিষ্যতে আর যেন কোন নিরীহ মানুষ এরকম মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের শিকার না হন সেজন্য প্রশাসনের প্রতিও জোর দাবি জানান। কমিউনিটির সবাইকে এরকম যে কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনায় ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে সোচ্চার হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করারও অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রশিদ রানা

বাংলা অক্ষরঃ বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ ব্যক্তিগত কাজে বাংলাদেশে যাওয়ার প্রেক্ষিতে সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রশিদ রানাকে সংগঠনের গঠনতন্ত্র মোতাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পন করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ বাংলাদেশ থেকে না ফেরা পর্যন্ত মোহাম্মদ রশিদ রানা বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

লন্ডনে প্রতিমন্ত্রীকে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাজ্য সফররত বাংলাদেশের ক্রীড়া উপমন্ত্রী ও সাবেক জাতীয় ফুটবলার আরিফ খান জয়ের উপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা। সংগঠনের পক্ষে সভাপতি ও দেশের সাবেক জাতীয় অ্যাথলেট মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ এক বিবৃতিতে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এই ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে স্থানীয় আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানান। উল্লেখ্য, গত ১৮ এপ্রিল বুধবার লন্ডনে ওয়েস্টমিনস্টারে কুইন এলিজাবেথ কনফারেন্স সেন্টারের সামনে উপমন্ত্রী জয় হামলার শিকার হন।

কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে উপমন্ত্রী অন্যান্যের সাথে বর্তমানে লন্ডনে অবস্থান করছেন। ঐদিন প্রধানমন্ত্রীর কনফারেন্স সেন্টারের বাইরে যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ করছিলেন। তাদের পাশেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকে স্বাগত জানিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিলেন যুক্তরাজ্য শাখা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। এসময় উপমন্ত্রীর উপর হামলার ঘটনা ঘটে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

মাহবুব আলী বুলুকে দেখতে হাসপাতালে কনস্যুলেটের কর্মকর্তাবৃন্দ

নিউইয়র্কঃ গত ২১ এপ্রিল শনিবার হাসপাতালে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুব আলী বুলুকে দেখতে যান বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস নিউইয়র্কের কর্মকর্তাবৃন্দ। কর্মকর্তাবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম, ভাইস কনসাল আসিফ উদ্দিন আহমেদ, মিসেস শাহেদুল ইসলাম। এই সময় হাসপাতালে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য হাজী আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুসহ জাপার কর্মকর্তাবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নুর সাথে যুক্তরাষ্ট্র জাপা নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

নিউইয়র্কঃ গত ২২ এপ্রিল রোববার সকালে সরকারি সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু। রোববার রাতে হোটেল স্যুটে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার একটি দল প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নুর সাথে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য হাজী আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, জাপার উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, জাপার সহসভাপতি খন্দকার আলী নাছিম। প্রবাসে সকল বাংলাদেশীকে চেয়ারম্যান ও পল্লীবন্ধু হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন প্রতিমন্ত্রী চুন্নু। এবং যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কর্মকান্ডে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ব্রংক্সে ড. নীনার সমর্থনে ফান্ড রেইজিং ২ মে

নিউইয়র্কঃ পেনসিলভেনিয়া স্টেটের লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদপ্রার্থী ড. নীনা আহমদের সমর্থনে আগামী ২ মে বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রংক্সের ওয়েসিস রেষ্টুরেন্টে এক ফান্ড রেইজিং ডিনারের আয়োজন করেছে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিল (বিএসিসি)। ফান্ড রেইজিংয়ে ইতোমধ্যে ১০০ গেস্ট জনপ্রতি ১০০ ডলার করে অনুদান দেয়ার জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছেন। বিএসিসির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সদস্য সাখাওয়াত আলী, নজরুল হক, আবদুল গাফফার চৌধুরী, তোফায়েল চৌধুরী, আলমাস আলী, শেখ আল মামুন, মনজুর চৌধুরী জগলু, মোহাম্মদ সুফিয়ান, আকসাদ আলী, ফারজানা মুক্তা, আবদুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, নূর উদ্দিন, ডা: মিতা চৌধুরী, হারুন আলীর পক্ষে সংগঠনের সভাপতি স্থানীয় প্ল্যানিং বোর্ডের ফার্স্ট ভাইস চেয়ারম্যান এন মজুমদার সকল মেহনতি মানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ড. নীনাকে বিজয়ী করার প্রত্যয়ে ওই ফান্ড রেইজিং এ অংশ নেয়ার আহবান জানিয়েছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

CALL US TODAY FOR A FREE REVIEW OF YOUR TRADE NEEDS

SOLEIL CAPITALE

Do You Import?

✓ Shirts

✓ Pants

✓ Garments

✓ Textiles

বাংলাদেশ থেকে যারা বিভিন্ন পণ্য আমদানী করতে চান বা বাংলাদেশে রপ্তানী করতে চান তাদের আমরা সহায়তা করি।

Your Solution for a Letter of Credit!

Office: 55 Wall Street, New York, NY 10005 | Telephone: 1-646-415-8261 | Website: www.soleilcapitale.com

প্রবাসে বাঙালী

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাংবাদিক সম্মেলনে মঞ্চে উপবিষ্ট সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মেলা সদস্য সচিব সাইফুল ইসলাম।

জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটির বৈশাখী মেলা ২৮ এপ্রিল

নিউইয়র্কঃ কুইন্সে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাণের সংগঠন জ্যামাইকা-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনকের লোক উৎসব ও বৈশাখী মেলা এবং পিঠা ও সাংস্কৃতিক উৎসব আগামী ২৮ এপ্রিল শনিবার জ্যামাইকার ডিএমভি পার্কিং লটে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে। মেলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। মেলার শ্লোগান হচ্ছে ‘হৃদয় নাচে, বৈশাখী সাজে’। এবারের মেলার গ্র্যান্ড স্পন্সর নিউইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ ইনক। ফলে এবারের মেলার নাম হচ্ছে এনওয়াই ইন্স্যুরেন্স লোক উৎসব ও বৈশাখী মেলা-১৪২৫ এবং পিঠা ও সাংস্কৃতিক উৎসব-১৪২৫। মেলাটি সফল করতে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারকে আহ্বায়ক ও সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলামকে সদস্য সচিব এবং সাবেক প্রধান উপদেষ্টা নাসির আলী খান পলকে প্রধান সমন্বয়কারী করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইউএনএ জানিয়েছে, ফ্রেন্ডস সোসাইটির এবারের মেলার প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ড. দেলোয়ার হোসেন, গেস্ট অব অনার জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল শামীম আহসান, সাবেক এমপি এম এম শাহীন, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের সভাপতি কামাল আহমেদ, ওয়েলকেয়ারের সিনিয়র ম্যানেজার সালেহ আহমেদ এবং বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর আনোয়ার হোসেন। মেলার লোকজ উৎসবের উদ্বোধন করবেন এনওয়াই ইন্স্যুরেন্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ এবং প্যারেড উদ্বোধন করবেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা রেজাউল করীম চৌধুরী। মেলাটি সফল করতে বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ফ্রেন্ডস সোসাইটির বার্ষিক মেলা উপলক্ষে গত ২২ এপ্রিল রোববার দুপুরে পানসী রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংশ্লিষ্টরা উপরোক্ত তথ্য জানান। এসময় অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও মেলা কমিটির আহ্বায়ক ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সভাপতি শেখ হায়দার আলী ও সহ প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, উপদেষ্টা নাসির আলী খান পল, ডা. ওয়াজেদ এ খান, মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী, হাজী সামসুল ইসলাম, রেজাউল করিম চৌধুরী, নিউইয়র্ক ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ ইনকের প্রেসিডেন্ট লায়ন শাহ নেওয়াজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক সম্মেলন সঞ্চালনায় ছিলেন সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, প্রতি বছরের মতো এবছরের মেলায়ও একাধিক স্টল, দেশ ও প্রবাসের শিল্পীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশ এবং বৈশাখী পুরস্কার প্রদান করা হবে। সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ থাকবেন জনপ্রিয় শিল্পী বেবী নাজনীন। এছাড়াও এবারের মেলায় একুশে পদকপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম ড. মনসুর খান ও সদ্য প্রয়াত মান্নান সুপার মার্কেট ও গ্রোসারীর প্রতিষ্ঠাতা সাঈদ রহমান মান্নানকে বিশেষভাবে স্মরণ করা হবে। এছাড়ও বৈশাখী পদক প্রদান করা হবে লায়ন শাহ নেওয়াজকে। মেলা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। চলতি বছরের মেলার বাজেট ধরা হয়েছে ৪৫ হাজার ডলার। প্রতিবছরের মতো এবারের মেলা সফল করতে সকল প্রবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা কামনা করা হয়।

বৈশাখী মেলায় পান্তা-ইলিশ (ক্যাপ্টেন টিলি পার্কে বেলা ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত) অ্যাপায়ন ছাড়াও অনুষ্ঠানমালার মধ্যে থাকবে, প্যারেড, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য রাইড ও গেম, রকমারী পণ্যের অর্ধ শতাধিক স্টল, ফ্যাশন শো, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রভৃতি।

সাংবাদিক সম্মেলনে এবারের মেলার গ্র্যান্ড স্পন্সর এটর্নী মইন চৌধুরী সহ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, উপদেষ্টা ডা. টমাস দুলু রায়, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি মনির হোসেন, উপদেষ্টা ও সাবেক সভাপতি বেলাল চৌধুরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেকড়ের খোঁজ বইয়ের ওপর আলোচনা করেন ওবায়দুল্লাহ মামুন।

কুইন্স লাইব্রেরিতে ‘শেকড়ের খোঁজ’ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা

নিউইয়র্কঃ কুইন্স লাইব্রেরির বাংলা বুক ক্লাব পাঠকের পাতা ২১ এপ্রিল শনিবার আলোচনা করে কাজী জহিরুল ইসলামের ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ ‘শেকড়ের খোঁজ’ নিয়ে। গ্রন্থটির ওপর লিখিত প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. বিলকিস রহমান দোলা। বইটির ওপর মুক্ত আলোচনা করেন ড. মাহবুব হাসান, ওবায়েদুল্লাহ মামুন, অধ্যাপক আখতার হোসেন, আবদুল্লাহ জাহিদ, মিজানুর রহমান জোদ্দার, ফরহাদ ইসলাম, সৈয়দ ফজলুর রহমান, রাজিয়া নাজমী প্রমুখ।

ড. দোলা বলেন, আমি বাংলাদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ স্টাডিজ পড়াতাম, তখন এইরকম একটি বইয়ের খুব প্রয়োজন ছিল। যে তথ্যগুলো আমরা বিভিন্ন বই থেকে নিয়ে ছাত্রদের কাছে তুলে ধরতাম তার প্রায় সবই এই গ্রন্থে আছে। লেখকের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তিনি খুব সহজ করে ইতিহাসের কঠিন এবং জটিল অধ্যায়গুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থটি পড়তে গিয়ে আরো অনেক কিছু জানার তৃষ্ণা তৈরি হয়। আমি প্রত্যাশা করছি পরের সংস্করণে তিনি বাংলার শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস আরো বিস্তৃত করবেন, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। বাংলা ভাষার জন্ম এবং এর বিকাশ একটি গল্পপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তিনি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কিভাবে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে চর্যাপদ থেকে আজকের বাংলা ভাষা তৈরি হয়েছে তা তিনি ধারাবাহিকভাবে উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ড. মাহবুব হাসান বলেন, এটি খুব পরিশ্রমসাধ্য কাজ, এই কাজের জন্য কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে সাধুবাদ জানাই। তবে ড. দোলার মত আমিও মনে করি এর কলেবর আরো বড় হওয়া উচিত ছিল।

অধ্যাপক আখতার হোসেন আলোচকদের সমালোচনা করে বলেন, আমি অবাক হচ্ছি এজন্য যে এই গ্রন্থে যা নেই তা নিয়ে আলোচকরা আক্ষেপ করছেন কিন্তু এই গ্রন্থে যা আছে তা নিয়েই আলোচনাটি করার কথা ছিল। ওবায়েদুল্লাহ মামুন বলেন, লেখক বঙ্গবন্ধুর জীবনপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বাঙালীর সংগ্রাম ও স্বাধীনতাকে তুলে এনেছেন, এটি প্রশংসার দাবি রাখে।

লেখক কাজী জহিরুল ইসলাম তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে সব আলোচনা/সমালোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন বলে জানান এবং বলেন পরের সংস্করণে সমালোচনাগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে পরিমার্জন করা হবে।

এবারের অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে বাংলা বর্ষবরণ। এতে ছিল নানান স্বাদের পিঠার সমাহার, বৈশাখী গান ও কবিতা পাঠ। সঙ্গীতে অংশ নেন শারমীন মোহসীন, সুতপা মণ্ডল, ভায়লা সালিনা লিজা, মুক্তি জহির, কনিকা, রুমা দিলরুবা প্রমুখ। কবিতা আবৃত্তি করেন নজরুল কবীর, মোহাম্মদ মোহসীন, মিজানুর রহমান জোদ্দার ও রাজিয়া নাজমী।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল বুক সাইনিং। উপস্থিত সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখকের স্বাক্ষরসহ বইটি কেনেন।

উল্লেখ্য যে কুইন্স লাইব্রেরির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা বুক ক্লাব গড়ে ওঠে এ বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে। প্রতি মাসে কর্তৃপক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলা বই নির্বাচন করেন, সদস্যরা বইটি লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করে সারা মাস পাঠ করেন এবং মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে একত্রিত হয়ে বইটি নিয়ে আলোচনা করেন। মে মাসের জন্য নির্ধারিত হয়েছে হাসনাত আবদুল হাই রচিত ‘নভেরা’ উপন্যাস। ‘নভেরা’ নিয়ে আগামী ১২ মে শনিবার কুইন্স লাইব্রেরির হলিস শাখায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফিজিক্যাল মেডিসিন ডাক্তার

DR. BENJAMIN M. CHANG, MD

যেসব বিষয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়

- আথ্রাইটিস
- ব্যাক পেইন
- নার্ভ দুর্বলতা/ব্যথা
- ফাইব্রোমায়ালজিয়া
- বৃদ্ধদের পুনর্বাসন
- হার্নিয়াটেড ডিস্ক
- লোয়ার ব্যাক পেইন
- নেক পেইন
- হাড়ে ব্যথা
- শিশু পুনর্বাসন
- পোস্ট-পোলিও সিনড্রোম
- কটির বাতরোগ
- স্কোলিওসিস
- স্পনডিলোলিসথেসিস
- খেলাধূলা থেকে জখম
- স্ট্রোক
- আপার ব্যাক পেইন
- কর্মক্ষেত্রে জখম
- হৃদরোগ পুনর্বাসন
- কৃত্রিম হাত/পা

যেভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়

- নার্ভ কনডিশন স্টাডিস
- নিডল ইলেকট্রোমাইয়োগ্রাফি
- আলট্রাসাউন্ড
- লেজার থেরাপি
- ফিজিক্যাল থেরাপি

Benjamin M. Chang, MD
Board Certified Physical Medicine
& Rehabilitation

718-651-8414

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

LIBERTY PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION
40-37 81st Street, Elmhurst, NY 11373
Behind Elmhurst Hospital
www.libertypmr.com

HERITAGE AIR EXPRESS

an exclusive Travel agent..........

যে কোন এয়ার টিকেট সবচেয়ে কম মূল্যে পেতে ফোন করুন

Cell: 917-722-4748, 718-666-6983 Off: 516-430-3402

সামার, পূজা ও শীতকালীন

স্পেশাল সেল চলছে

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জন্য

Very Special Fare

HERITAGE

যেখানে অন্ধ মানুষরাও নিরাপদ

Sultan Ahmed
President
Heritage Air Express USA

ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদেরই একমাত্র নিজস্ব অফিস HELP LINE এর মাধ্যমে আমরা আমাদের কাস্টমারদের HELP করি

USA Office:
168-25 Hillside Avenue
2nd Floor of Sagar Restaurant)
Jamaica, NY 11432
Cell: 917-722-4748, 718-666-6983 Off: 516-430-3402
email: sultan.heritage@gmail.com

Corporate Office:
Faruk Rupayan Tower (10th Floor)
32 Kamal Ataturk Avenue,
Banani, Dhaka.
Phone: 88029820243

Motijheel Office
Globe Chember (2nd Floor)
104, Motijheel C/A,
Dhaka-1000
Ban gladesh.

CHAWK BAZAR Office
11 Water Works Road (1st Fl)
Chawk Bazar, Dhaka.
Phone: 027314864, 7312405

SADARGHAT Office
39/3, Patuatuly, Dhaka
Phone: 01976666002
01976666003

AIRPORT Office
Help Line Ltd.
Room # 02, Passerger Terminal # 02
Customer Contact: Gate # 6 (1st Fl)
Hajrat Sahajalal International Airport,
Dhaka..

UK Office
Wellesley House (1st Floor)
98-102 Cranbrook Rd, Ilford
LG # 1 4NH. UK
Phone: 004402087937038

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জাকারিয়া চৌধুরী।

নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন

নিউইয়র্কঃ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইন মহাকাশে উৎক্ষেপণ উপলক্ষে প্রবাসীদের ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগ। সোমবার সন্ধ্যায় পালকি পার্টি সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণের দিন অরল্যান্ডোতে যাওয়ার কথা বলে সংগঠনটি। এছাড়া সামনের নির্বাচনে নৌকা মার্কা প্রতীকের প্রার্থীদের পক্ষে নিজ নিজ এলাকায় যাওয়ার কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে।

সম্মেলনে লন্ডনে থেকে তারেক রহমান বাংলাদেশ বিরোধী অপতৎপরতার জড়িত বলে অভিযোগ এনে নিন্দা ও অবিলম্বে তাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারে সোপর্দ করার আহ্বান জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মহানগর আওয়ামী লীগের অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূরল আমিন বাবু। এরপর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাকারিয়া চৌধুরী। এ সময় জাকারিয়া চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের এগিয়ে চলাকে সহ্য করতে পারছে না একাত্তরের পরাজিত শক্তির প্রেতাত্মা বিএনপি-জামাত জোট। এই অপশক্তির মদদদাতা হিসেবে তারেক রহমান লন্ডনে বসে একের পর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

সংবাদ সম্মেলনে অনেকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল হাই জিয়া, সহ-সভাপতি মফিজুর রহমান, মাসুদ হোসেন সিরাজি, আব্দুল কাদের মিয়া, আলমগীর মিয়া ও মোর্শেদা জামান এবং যুগ্ম সম্পাদক খায়রুল ইসলাম খোকন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক শিবলী সাদিক শিবলু, মাহফুজুল হায়দার, সুমন মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত তালুকদার, আব্দুল মতিন পারভেজ, মোস্তফা কামাল পাশা মানিক ও জাফরউল্লাহ প্রমুখ। সম্প্রতি সংগঠনটির কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এক প্রশ্নের জবাবে জাকারিয়া চৌধুরী বলেন, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কর্মকান্ডে স্থবিরতা আনার ষড়যন্ত্রে লিপ্তদের মুখোশ উন্মোচন করে শিগগিরই দলের হাইকমান্ডকে অবহিত করা হবে। লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে, জাকারিয়া চৌধুরীকে এই পদে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর রেফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর আইটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তাই জাকারিয়া চৌধুরীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার একমাত্র ক্ষমতা উনাদের, অন্য কারো নয়।

মাহবুব আলী বুলুর আশু রোগ মুক্তি কামনা

নিউইয়র্কঃ বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমিউনিটির প্রিয় মুখ মাহবুব আলী বুলু ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে লং আইল্যান্ড জুইশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মাহবুব আলী বুলুর দ্রুত সুস্থতা কামনায় সকল প্রবাসীদের নিকট দোয়া চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন বৃহত্তর রংপুর জনকল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষকমন্ডলী ড. মোঃ আজিজুল ইসলাম, ডাঃ হামিদুজ্জামান, ডাঃ রেহানা জামান, ড. নজরুল ইসলাম, ড. তৌহিদ জামান, সংগঠনের সভাপতি আলতামাস বাবুল, সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম বর্ষণ, উপদেষ্টা আজহারুল হক, বেবী তালুকদার, ভাইস প্রেসিডেন্ট সহিদ প্রামাণিক, ওবায়দুল আলম, ফরহাদ হোসেন, শফিকুল হুদা সহ সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

আবুল হাসান গোপালগঞ্জ সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

নিউইয়র্কঃ গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন আমেরিকা ইনকের সভাপতি মোল্লা এম.এ. মাসুদ পাবিারিক কাজে বাংলাদেশে যাওয়ায় সহসভাপতি প্রকৌশলী এস.এম, আবুল হাসান সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

নাফিকুর রহমান তুরান যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্কঃ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সুবল দেবনাথ পারিবারিক কাজে বাংলাদেশে যাওয়ায় প্রথম যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক নাফিকুর রহমান তুরান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সভা ২৯ এপ্রিল রোববার

নিউইয়র্কঃ প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনকের এক সভা ২৯ এপ্রিল রোববার আয়োজন করা হয়েছে। জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে ঐদিন সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সংগঠনের নতুন কমিটি (২০১৮-২০১৯) গঠন ছাড়াও আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে ইফতার পার্টি আয়োজন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সভায় প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনকের সকল উপদেষ্টা, কর্মকর্তা ও সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য সভাপতি মোজাম্মেল হক বিশেষ অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অব গোপালগঞ্জ এর যাত্রা শুরু

নিউইয়র্কঃ গোপালগঞ্জ জেলার কিছু উদ্যমী এবং মানবকল্যাণে বিশ্বাসী যুব সমাজের একটি দল পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা, সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক, বিপদে আপদে পাশে থাকার প্রত্যয় নিয়ে ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অব গোপালগঞ্জ ইউএসএ নামে সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। সংগঠনের কোনো সদস্য বিপদে পড়লে পাশে থেকে সহযোগিতা করা, সংগঠনের কোনো সদস্য মারা গেলে তার পরিবারকে অর্থ সহযোগিতা প্রদান এবং মৃত ব্যক্তির দাফন বা সংকার্য সম্পন্ন করা ছাড়াও এই সংগঠন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করবে বলে জানানো হয়।

জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টে গত ২২ এপ্রিল এক সভায় সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনের সদস্যরা হলেন- মোঃ হাফিজুর রহমান, নূরুল হোসেন শেখ, জাহিদুল ইসলাম, হায়দার আকবর, মোঃ গোলাম মর্তুজা, আজিমুল হক শায়খ, আনিসুর রহমান, ফারুক আহমেদ, শায়খ হাসান, মোঃ মাহমুদুল হাসান, মোহাম্মদ নূর আলম মিনা, সাইফুল ইসলাম, সরদার এম এ খায়ের, রাকিবুল কারিম রাতুল, ফারাহ তাজ, কাজী শফিকুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা সংগ্রাম, নাসরিন আলী ও বিলকিস মোল্লা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

সামাজিক মাধ্যম মানুষকে অসামাজিক করে তোলে: কোয়ান্টাম সেমিনার

নিউইয়র্কঃ জ্যাকসন হাইটসে সাপ্তাহিক কোয়ান্টাম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় গত শুক্রবার। মামুন টিউটোরিয়ালে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে এবারের বিষয় ছিলো, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে অসামাজিক করে তোলে। কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি জ্যাকসন হাইটসের পরিচালক অধ্যাপক ইমাম উদ্দিন চৌধুরীর সঞ্চালনায় সেমিনারে আলোচনা উপস্থাপন করেন ভোরের কাগজের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি ও প্রবাস নিউজ ডটকমের সম্পাদক শামীম আহমেদ।

তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার তরুণ প্রজন্মকে যেমন আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে, তেমনই করে তুলছে সহিংস। এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারের ফলে সহিংসতা বেড়েছে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। সোশ্যাল বানানোর নামে এসব মিডিয়া আসলে আমাদের ঈর্ষাকাতর, স্বার্থপর আর সেলফি-আসক্ত অসুখী মানুষে পরিণত করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটিভ হতে গিয়ে আমাদের গুরুত্ব, কাজের মূল্যায়নের ভার নিজের অজান্তেই আমরা তুলে দিচ্ছি লাইক, শেয়ার আর কমেন্টসের হাতে। ফলোয়ার কত বাড়ল তা দিয়েই বিচার করছি নিজের মর্যাদাকে, মহত্ত্বকে।

তিনি আরো বলেন, এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শুধু ব্যক্তিকে নয়, ধ্বংস করে দিচ্ছে পরিবার, সমাজ এমনকি একটি জাতিকেও। গত কয়েক বছরে মার্কিন টিনএজারদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার পেছনেও স্মার্টফোনের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করছেন এদেশের মনোবিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশেও এখন যে কিশোর-কিশোরী আত্মহত্যা করছে এর মূল কারণ হচ্ছে স্মার্টফোন। আমরা মনে করছি সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সামাজিক করে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের রিপোর্ট হচ্ছে- যারা সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে সংযুক্ত তারা নিঃসঙ্গ একাকী হয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, তাদের গবেষণায় বলছে- একজন তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যত বেশি সময় কাটাবে, তত সে হতাশ একাকী ও বিষণ্ন হয়ে পড়বে। গবেষকরা তাই ফেসবুককে আখ্যায়িত করেছেন 'অবসাদগ্রস্ত মানুষের আখড়া' হিসেবে। এ অনুষ্ঠানে সেমিনারে আলোচনা ছাড়াও মেডিটেশন, রোগগ্রস্ত, সমস্যা পীড়িতদের জন্য হিলিং, সচেতনামূলক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিশ্বায়নের প্রতিশ্রুতি
JAMAICA BANGLADESH FRIENDS SOCIETY, INC. NEW YORK
www.jbfsny.com
উপদেষ্টা পরিষদ
এবিএম ওসমান গণি (প্রধান উপদেষ্টা)
নাসির আলী খান পল
নার্গিস আহমেদ
ডা. ওয়াজেদ এ খান
ছদরুন নূর
হাজী শামসুল ইসলাম
মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী
রেজাউল করীম চৌধুরী
সালেহ আহমেদ
মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ
অধ্যাপিকা হুসনে আরা
ডা. টমাস দুলু রায়
দুলাল মিয়া (হাজী এনাম)
মনির হোসেন
মোস্তফা কামাল
এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ
আবুল মনসুর খান
মিসবাহ আহমেদ
জুয়েল চৌধুরী
আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম
ফরিদ আলম
মো: মোক্তার হোসেন
ফারুক হোসেন তালুকদার
এজেডএম বাবুল
সৈয়দ নজমুল হাসান (কোবাদ)
জহিরুল ইসলাম মোল্লা
উপ কমিটি
যুগ্ম সদস্য সচিব:
মো. লিটন আহমেদ
যুগ্ম সমন্বয়কারী:
সৈয়দ মুজতোবা আল-আমিন (রাসেল)
কাজী এম ইসলাম
সৈয়দ লিটন আলী
শেখ আল আমিন
অর্থ:
আনোয়ার হোসেন
মনির হোসেন
সাইফুল ইসলাম
প্রচার ও প্রকাশনা:
এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ
এএফ মিসবাহউজ্জামান
মো. কবির হোসেন মুন্সী
হামিদুর রহমান
সাংস্কৃতিক:
ডা: শাহানাজ লিপি
আব্দুল মজিদ আকন্দ
মাহবুবুল হক মোকাদ্দেস
আফরোজা রোজী
প্যারেড:
রাব্বী সৈয়দ
কাজী এন ইসলাম
মো. লিটন আহমেদ
আপ্যায়ন:
মো: মোক্তার হোসেন
গোলাম আজম রকি
সৈয়দ লিটন আলী
কাজী কামাল
দেলোয়ার হোসেন মানিক
সহদেব তালুকদার
অভ্যর্থনা:
ছদরুন নূর
একেএম শফিকুল ইসলাম
হুমায়ূন কবীর
আব্দুল মন্নাফ তালুকদার
গিয়াস উদ্দিন মঞ্জু
"হৃদয় নাচে বৈশাখী সাজে"
NY INSURANCE
Black Car & Car Service Specialist BROKERAGE INC.
লোক উৎসব ও বৈশাখী মেলা
২৮ এপ্রিল ২০১৮, শনিবার
সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা
DMV First Parking Lot, Jamaica
90-02 168 Street, Jamaica, NY 11432
Direction: F Train to 168th Station
Co-Host:
Misba Abdin
President, BACDYS
BACDYS
OPEN AIR CONCERT
শিশু-কিশোরদের জন্য আকর্ষণীয় রাইড ও গেইম
বর্ণাঢ্য বৈশাখী প্যারেড
Starting at: Captain Tilly Park
(Btn. 165th & 167th Street)
Time: 12pm
Grand Marshal
Moin Chowdhury
Attorney at Law, USA Supreme Court
District Leader at Large, Queens
পান্তা ইলিশ উদ্বোধক
Mohammed N. Mujumder, LLM
President, Bangladesh American Community Council
First Vice Chair, Community Planning Board 9, Bronx
পিঠা ও সাংস্কৃতিক উৎসব ১৪২৫
FREE ADMISSION
প্রবেশ মূল্য নেই
প্রধান অতিথি:
ড. দেলোয়ার হোসেন
সাবেক অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী
গেস্ট অফ অনার:
মাসুদ বিন মোমেন
রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি
মো. শামীম আহসান, এনডিসি
কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট, নিউইয়র্ক
এম এম শাহীন
সাবেক সংসদ সদস্য
কামাল আহমদ
সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
সালেহ আহমেদ
অন্যতম উপদেষ্টা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
আনোয়ার হোসেন
বিশিষ্ট রিয়ালস্টেট ইনভেস্টর
লোক উৎসব উদ্বোধক
শাহ নেওয়াজ
প্রেসিডেন্ট ও সিইও, নিউ ইয়র্ক ইনসুরেন্স
অন্যতম উপদেষ্টা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
প্যারেড উদ্বোধক
রেজাউল করিম চৌধুরী
অন্যতম উপদেষ্টা, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি ইনক, নিউইয়র্ক
পান্তা ইলিশ আপ্যায়ন (১২টা-১টা)
স্থান: ক্যাপটেন টিলি পার্ক
বিশেষ আকর্ষণ
পোশাকে বাঙালি সাজো
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
বৈশাখী ফ্যাশন শো
রকমারী পণ্যের অর্ধশতাধিক স্টল
শ্রী চিন্ময় শিল্পীগোষ্ঠী, আনন্দধ্বনি, সঙ্গীত পরিষদ, সুরবাহার, জ্যামাইকা থিয়েটার
স্বরলিপি সঙ্গীত বিদ্যালয়-এর বিশেষ পরিবেশনা
TITLE SPONSOR
NY INSURANCE
BENGAL HOME CARE
718-416-2025
SHAH NAWAZ
PLATINUM SPONSOR
TOWN-MD
WellCare
CMM HASAN, PHYSICIAN, PC
CM HASAN, MD
FAST TRACK MOBILITY
GOLD SPONSOR
Buy Sale Rent Invest
Moinul Islam
917-535-4131
PERRY D. SILVER
Attorny at Law
Cell: 917.533.1033
FATEMA QUALITY PRODUCTS
FATEMA BROTHERS, INC
Cute Dental Care P.C.
167-01 Hillside Ave
Tel: (718) 526-5999
APNAR PHARMACY
Call: 347-561-6520
Khan's Tutorial
WINZONE Realty Inc.
ABM Osman Ghani
EXIT Realty Prime
718-262-0205
MEDIA PARTNER
বাংলাদেশ UNA TIME TBN24 BANGLA TV
সঙ্গীত পরিবেশনায়: বেবী নাজনীন ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ
ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার
আহ্বায়ক
৯১৭-৪৯৪-৫১৬৩
নাসির আলী খান পল
প্রধান সমন্বয়কারী
সমন্বয়কারী: মনির হোসেন, রিজু মোহাম্মদ
সাইফুল ইসলাম
সদস্য সচিব
৯১৭-৬০৭-৫২৮৮
মো. বিলাল চৌধুরী
সিনিয়র নির্বাহী যুগ্ম আহ্বায়ক
যুগ্ম আহ্বায়ক:
মো: সেবুল মিয়া, শেখ আনসার আলী, আলী কে খান কনক, হুমায়ূন কবির
এড. কামরুজ্জামান বাবু
যুগ্ম সদস্য সচিব
শেখ হায়দার আলী
সভাপতি, ৯১৭-৫৮০-৬৩২৪
ইফজাল আহমদ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৬০৭-১২৪৩
SPONSORS
ALLIED MORTGAGE GROUP
Mohammed Jan Fahim
Mannan SUPERMARKET GROCERY & BAKERY
KAWRAN BAZAR
MHC MARKS HOME CARE
Mahfuzul Haque
Smart Chef Supply Inc
NEW AMERICAN TRADERS
Abdul Qadir Siddiqi
917-957-5450
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন: Tamanna 718-517-1477, 917-494-5163, 914-303-9433, 516-430-3022, 646-591-4588

গত সোমবার নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। এই উদযাপনের মূল ব্যক্তি ছিলেন ব্রংক্স থেকে নির্বাচিত নতুন কাউন্সিলম্যান রুবেন ডিয়াজ। এই উপলক্ষে কয়েকজন বিশিষ্ট বাংলাদেশীকে প্রোক্লেমেশন প্রদান করা হয়। প্রোক্লেমেশন পাওয়া বিশিষ্ট বাংলাদেশীদের সাথে কাউন্সিলম্যান ব্রাড ল্যান্ডার রুবেন ডিয়াজ এবং সদ্য প্রাইমারিতে নির্বাচিত স্টেট সিনেটর লুইস সেপুলভেডা। অন্যান্যর মধ্যে কম্যুনিটি এক্টিভিস্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার, আব্দুস শহীদ, ফরিদা ইয়াসমীন, নাসিরউদ্দিন প্রমূখ।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভেন্যুতে বায়োস্কোপের প্রচারণা।

জ্যামাইকার স্টার কাবাবে বায়োস্কোপের প্রচারণা।

বায়োস্কোপ এলো

শেষের পাতার পর

এইসব চ্যানেলে দেখা যাবে হিট বাংলা চলচ্চিত্র, জনপ্রিয় টিভি সিরিজ, ক্যাচআপ টিভিতে গেলে প্রি-রেকর্ডেড প্রোগ্রামও দেখা যাবে। বিজ্ঞাপন ছাড়াই বাধাহীনভাবে এইসব অনুষ্ঠান দেখা যাবে। এর বাইরেও রয়েছে হাই ডেফিনেশন চ্যানেলে ঝকঝকে জীবন্ত ছবি দেখার সুযোগ।

বাংলাদেশে ব্যাপক সাফল্যের পর বায়োস্কোপ এসেছে আমেরিকায়। গত ১৩ এপ্রিল কুইন্স প্যালেসে ড্রামা সার্কলের বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে ফ্লায়ার, টেবিল ম্যাটসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রচারণা শুরু হয়। একই সাথে এই বিপুল প্রচারণা চলে জ্যামাইকায় বাংলাদেশী অধ্যুষিত হিলসাইড এভেন্যুতে স্টার রেস্টুরেন্টে ও ব্রংক্সের পার্কচেস্টারে জনপ্রিয় আল আকসা রেস্টুরেন্টে শনিবার পহেলা বৈশাখ শত শত মানুষকে মিষ্টি খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে। এই প্রচারকাজের দায়িত্বে রয়েছে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কম্যুনিটির পাবলিক রিলেশন্স প্রতিষ্ঠান ও এডভার্টাইজিং কোম্পানী সূত্রা।

যারা বায়োস্কোপের সার্ভিস পেতে চান, এর জন্য মাসিক চার্জ ২ ডলার ৯৯ সেন্ট আর বছরের জন্য ৩০ ডলার। এর জন্য সরাসরি গুগুল প্লেতে গিয়ে বায়োস্কোপের এ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে। উল্লেখ্য বায়োস্কোপ এখন বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশীদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশকে নিয়ে চীন-ভারত কাড়াকাড়ি

প্রথম পাতার পর

যারা গবেষণা করেন, এ বিষয়ে তাদের মধ্যেও ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

কেবল এ সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া ভিত্তিক দুটি প্রতিষ্ঠান এ নিয়ে দুটি লেখা প্রকাশ করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ইস্ট এশিয়া ফোরামে’র প্রকাশিত নিবন্ধটির শিরোনাম “চায়না অ্যান্ড ইন্ডিয়া’স জিওপলিটিক্যাল টাগ অব ওয়ার ফর বাংলাদেশ”। অর্থাৎ বাংলাদেশ নিয়ে চীন এবং ভারতের ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

আর নিউইয়র্কভিত্তিক ‘ওয়ার্ল্ড পলিসি রিভিউ’ ঠিক এ বিষয়েই উড্রো উইলসন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর স্কলারসের একজন গবেষকের অভিমত ছেপেছে। তাদের লেখাটির শিরোনাম, হোয়াই ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না আর কম্পিটিং ফর বেটার টাইস উইথ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়তে কেন ভারত আর চীনের মধ্যে এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা?

দুটি লেখাতেই বাংলাদেশের সাথে চীন এবং ভারতের সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহযোগিতা, বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন এবং দেশটির ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য এই দুই বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বের বিষয়ে বেশ কিছু পর্যবেণ এবং বিশ্লেষণ রয়েছে।

কার অবস্থান কোথায়?

ভারত এবং চীন– দুটি দেশের সাথেই বাংলাদেশের রয়েছে ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক এবং সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। তবে এর মধ্যে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে ভারতের সাথেই বাংলাদেশের সম্পর্কটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

ইস্ট এশিয়া ফোরামে প্রকাশিত লেখায় ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলি জোয়েনক বলছেন, বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় দুটি দেশই মূলত বাণিজ্যকেই ব্যবহার করতে চাইছে। বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটি দেশই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। দুটি দেশেরই বিপুল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে বাংলাদেশের সাথে। দুই দেশের বাণিজ্যের একটি তুলনামূলক চিত্র তারা তুলে ধরেছেন তাদের লেখায়।

চীন বাংলাদেশে রফতানি করে প্রায় ১৬ থেকে ১৭ বিলিয়ন ডলারের পণ্য, অথচ বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে মাত্র ৭৫ কোটি ডলারের পণ্য। বাংলাদেশকে তারা বছরে একশ কোটি ডলারের সাহায্য দেয়। তবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশ সফরের সময় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ২৪ বিলিয়ন বা দুই হাজার চারশ কোটি ডলারের সাহায্য দেয়ার কথা ঘোষণা করেন।

অন্য দিকে ভারত বাংলাদেশে রফতানি করে বছরে প্রায় আট বিলিয়ন ডলারের পণ্য। কিন্তু আমদানি করে মাত্র ২৬ কোটি ডলারের। তবে দুই দেশের মধ্যে অনেক ‘ইনফরমাল ট্রেড’ বা অবৈধ বাণিজ্য হয়, যা মূলত ভারতের অনুকূলে। এর পরিমাণ কমপে দুই থেকে তিন বিলিয়ন ডলারের সমান হবে বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশে যে ভারতীয়রা কাজ করেন তাদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণও হবে দুই হতে চার বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশকে ভারত যে বৈদেশিক সহায়তা দেয় বছরে তার পরিমাণ পনেরো কোটি ডলারের মতো।

অবকাঠামো খাতে প্রতিযোগিতা

দুটি দেশই বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে ব্যাপক সাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছে। বাংলাদেশে বড় আকারে রেল প্রকল্পে আগ্রহী দুটি দেশই। গভীর সমুদ্রবন্দর স্থাপনেও ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে উভয় দেশের। কিন্তু এসব প্রকল্প খুব বেশি এগোচ্ছে না। ভারত বাংলাদেশের সুন্দরবনের কাছে যে কয়লা চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ পেয়েছে সেটি বেশ কিছু বাস্তব এবং পরিবেশগত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলি জোয়েনক বলছেন, অবকাঠামো খাতে চীন-ভারতের এই প্রতিযোগিতা থেকে বাংলাদেশ খুব একটা লাভবান হয়নি। অন্য দিকে বাংলাদেশের ম্যানুফাকচারিং এবং জ্বালানি খাতে চীন বা ভারত, কেউই বড় কোনো বিনিয়োগে যায়নি। যদিও তারা এ ধরনের বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে। চীন বহু বছর ধরেই বাংলাদেশের সামরিক খাতে বড় সরবরাহকারী। ভারত এেে ত্র পিছিয়ে ছিল, এখন তারা দ্রুত চীনকে ধরতে চাইছে। কিন্তু ভারতের সামরিক সরঞ্জামের মান নিয়ে প্রশ্ন আছে বাংলাদেশের।

চীনের তুলনায় ভারত যেদিকে এগিয়ে আছে, তা হলো বাংলাদেশের ওপর তাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব। ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলি জোয়েনক বলছেন, এই প্রভাব খুবই ব্যাপক। দুই দেশের রয়েছে অভিন্ন ভাষা (বাংলা) এবং সংস্কৃতি এবং এর একটি বড় কেন্দ্র এখনো কলকাতা। বাংলাদেশের অন্তত এক লাখ ছাত্রছাত্রী ভারতের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে।

এর বিপরীতে চীনের সাংস্কৃতিক প্রভাব নগণ্য। ঢাকায় চীন একটি কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে চীনা ভাষা শেখানো হয়।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি প্রশ্নে অবস্থান

ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলি জোয়েনক বাংলাদেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপিকে বর্ণনা করছেন একটি ‘ইসলামপন্থী এবং পাকিস্তানপন্থী’ দল হিসেবে। তাদের মতে, ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দলটি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন যা ঘটেছিল, সেটা ভারতের মনে আছে এবং তাদের বাংলাদেশ বিষয়ক নীতি এবং ভাবনার গঠন সেটার ভিত্তিতেই। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ বাংলাদেশের ক্ষমতায় এলে সেটা ভারতকে বিচলিত করবে। তারা আরো বলছেন, এ বিষয়ে দিল্লির কৌশল একেবারেই স্বল্পমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তাড়িত। তাদের কৌশল হচ্ছে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখা, সেই সাথে ক্রমবর্ধমান চীনা প্রভাব ঠেকিয়ে দেয়া।

অন্য দিকে বাংলাদেশে চীন খেলছে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সামনে রেখে। তারা এক দিকে আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক রাখছে। অন্য দিকে, এই দুজনের ভাষায়, ‘ভারতবিরোধী এবং সেনাপন্থী’ বিএনপির সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে একটা ভারসাম্য রাখছে।

বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে

দুই বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে বাংলাদেশ কিভাবে তার সুবিধা নিচ্ছে?

ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলি জোয়েনক বলছেন, বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে এই ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ কোনো নিষ্ক্রিয় ‘ভিক্টিম’ নয়, বরং নিজের কৌশলগত অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এটি আরো উসকে দিচ্ছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশে এ নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে যে দুটি দেশই আসলে বাংলাদেশকে যা দেয়, তার উল্টো অনেক বেশি নিয়ে যাচ্ছে। আর তাদের অবকাঠামো এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রকল্পগুলো খুব ন্নিমানের (জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায়)।

রোহিঙ্গা সঙ্কটেও বাংলাদেশকে বুঝিয়ে দিয়েছে চীন এবং ভারত আসলে কেবল সুদিনের বন্ধু। মিয়ানমারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে যেকোনো পদক্ষেপ চীন আটকে দিচ্ছে। এটাকে বাংলাদেশ বন্ধুত্বসুলভ কোনো কাজ বলে মনে করে না। অন্য দিকে ভারতের অবস্থাও ভালো নয়। তারাও এই ইস্যুতে মিয়ানমারকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে।

ফরেস্ট কুকসন এবং টম ফেলি জোয়েনক তাদের উপসংহারে বলছেন, চীন আর ভারত সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে বাংলাদেশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় কে কার আগে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের উভয়েই ব্যর্থ হবে, কারণ বাংলাদেশও এখন এ নিয়ে এক দেশকে অন্য দেশের বিরুদ্ধে খেলানোর মাধ্যমে এখান থেকে তাদের প্রাপ্য আদায়ের চেষ্টা করবে।

গাড়ি পার্কিংএর জন্য পারমিট দেয়া হবে

প্রথম পাতার পর

রডরিগেজ এবং মার্ক লেভিন। এই বিলে বলা হয়েছে নেবারহুড হিসাবে বছরে ৩৫ ডলার থেকে ১৫০ ডলার মূল্যে পার্কিং পারমিট প্রদান করা হবে। ম্যানহ্যাটানে কেবল ৬০ স্ট্রিটের ওপরের এলাকার জন্য এই পারমিট প্রযোজ্য হবে। আর পার্কিংএর জন্য কেবল কার পারমিট পাবে। বলা হয়েছে এই পার্কিং পারমিটের জন্য সিটির ডিপার্টমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশনকে শতকরা ৮০ ভাগ পার্কিং স্পেস বরাদ্দ দিতে হবে।

বিল উত্থাপনকারী দুই কাউন্সিলম্যান বলেন, রেসিডেনশিয়াল পার্কিং নির্ধারণ করলে সিটির ট্রাফিক জ্যাম কমবে।

মেয়র বিল ডি ব্লাজিও এই বিলের পূর্ণ সমর্থক না হলেও তিনি এই বিল পাশে বাঁধা দেবেন না বলে জানিয়েছেন।

যারা নিউইয়র্ক সিটির মেয়র হতে চান

শেষের পাতার পর

কাউন্সিল থেকে বিশেষভাবে পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। আগামী ২০২১ সালে পরবর্তী নির্বাচন হবে। আর এজন্য সিটির পাঁচ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি প্রার্থিতার জন্য এখন থেকেই ফান্ড রেইজ করছেন, অনানুষ্ঠানিভাবে প্রচারণাও চালাচ্ছেন। এদের মধ্যে এক নম্বরে রয়েছেন বর্তমান কম্পট্রলার স্কট স্ট্রিংগার। তিনি গত বছর মেয়র নির্বাচন করবেন এমন কানাঘুষা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামেননি। বরং নিজ পদেই দ্বিতীয় টার্মে নির্বাচন করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এর আগে তিনি দুই টার্মে ম্যানহ্যাটান বরোর প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এর পর রয়েছেন বর্তমানে পাবলিক এডভোকেট পদে দ্বিতীয় টার্মে দায়িত্ব পালনরত লেটিশিয়া জেমস। তাকে আদর করে ডাকা হয় টিশ। তিনিও গত বছর মেয়র নির্বাচন করবেন বলে নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছিল। তিনি বিল ডি ব্লাজিওকে চ্যালেঞ্জ না করে দ্বিতীয় টার্মে নির্বাচন করেন। অপর তিনজন হলেন তিন বরোর তিন প্রেসিডেন্ট, কুইন্সের মেলিন্ডা কাটজ, ব্রুকলীনের এরিক এডামস এবং ব্রংক্সের রুবেন ডিয়াজ জুনিয়র। তিনজনই প্রথম টার্মে অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালন করায় দ্বিতীয় টার্মে প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে জয়ী হন গত বছর। তিনজনই অনানুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন ২০২১ সালের মেয়র পদে নির্বাচন করার। তিনজনই উক্ত নির্বাচনে মনোনয়ন পাওয়ার লক্ষ্যে লড়তে চাচ্ছেন। তারা পাঁচজনই ডেমোক্রেটিক পার্টির। অবশ্য পরপর দুই টার্ম রিপাবলিকানরা এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি না পাওয়ায় তারাও আগামী টার্মে মেয়র পদটি অধিকার করার জন্য মরিয়া হয়ে লড়বেন বলে বলা হচ্ছে।

উল্লেখ্য ১৮৯৭ সাল থেকে গ্রেটার নিউইয়র্ক নামে ৫ বরোর সমন্বয়ে গঠিত এই সিটির মেয়র পদে নির্বাচন হয়ে আসছে। সিটির ৪ বছর মেয়াদী প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন ১৮৯৭ সালে রবার্ট এ ভ্যান উইক।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পেও

প্রথম পাতার পর

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে নির্বাচিত দ্বিতীয় সেক্রেটারি অব স্টেট হলেন পম্পেও। তিনি রেক্স টিলারসনের স্থলাভিষিক্ত হলেন। এর আগে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের জের ধরে টিলারসনকে সেক্রেটারি অব স্টেট পদ থেকে বরখাস্ত করেন ট্রাম্প। সিনেটের ভোটে রিপাবলিকান সিনেটররা সবাই পম্পেওর পক্ষে ভোট দিয়েছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন ছয় ডেমোক্রেটিক সিনেটর। ৫৭-৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন মাইক পম্পেও। ডেমোক্রেটিকদের অভিযোগ, পম্পেও যুদ্ধবাজ এবং মুসলিমবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করেন। বিদায়ী রেক্স টিলারসনের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা গেছে। এ ছাড়া টিলারসন ট্রাম্পকে ‘মাথা মোটা’ বলে মন্তব্য করেছেন বলেও শোনা যায়। এমন পরিস্থিতিতে গত মার্চে রেক্স টিলারসনকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এরপরই তিনি পম্পেওকে এই দায়িত্ব দেওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু এর জন্য সিনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল।

সিনেট ভোটে পম্পেও চূড়ান্ত হওয়ার পর ট্রাম্প এক বিবৃতিতে তার প্রশংসা করে বলেছেন, তার নতুন সেক্রেটারি অব স্টেট সবসময় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রথমে দেখবে। তিনি বলেন, ‘ইতিহাসের এই জটিল সময়ে দেশপ্রেমিক মাইকের অসাধারণ মেধা, শক্তি ও প্রজ্ঞা আমাদের দেশের জন্য মহামূল্যবান সম্পদে পরিণত করবে।’

সিনেটের চূড়ান্ত নিয়োগ পাওয়ার আগেই পম্পেও উত্তর কোরিয়া সফর করে এসেছেন। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে ট্রাম্পের সম্ভাব্য বৈঠকের বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনাও করেছেন তিনি।

নিউইয়র্কে প্লাস্টিক শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

গভর্নর বলেন, প্লাস্টিক ব্যাগ আমাদের পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, এসব ব্যাগ সুয়ারেজ সিস্টেমে ক্লগ সৃষ্টি করে, পানি প্রবাহে বাঁধার কারণে অনেক স্ট্রিট ডুবে যায় সামান্য বৃষ্টিতে।

গভর্নর কোমোর প্রণয়ন করা বিলে এর আওতামুক্ত থাকবে রেস্টুরেন্ট ও ট্যাভার্ন যারা খাবার ডেলিভারি করে প্লাস্টিক ব্যাগে। এছাড়াও সংবাদপত্র ডেলিভারির জন্যও যে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয় তাতে তিনি বাধ সাধেননি। গার্মেন্টস ও আনকুকড মাংস, ফলমূল ও সব্জি র‍্যাপে প্লাস্টিক ব্যাগ অব্যাহত থাকবে।

গভর্নর কোমো ঘোষণা করেন এই বিল আইনে পরিণত হলে যদি কোনো কাউন্টিতে বা সিটিতে তাদের নিজস্ব বিধি নিষেধ থাকে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেটের ১০টি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ। এর অন্যতম লং বিচ ও লং আইল্যান্ডের সাফোক কাউন্টিতে।

ডেমোক্রেট নিয়ন্ত্রিত এসেম্বলি স্পিকার কার্ল হেস্টি গভর্নরের এই বিলে সমর্থন দিয়েছেন। কিন্তু রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত স্টেট সিনেট মেজোরিটি লিডার জন ফ্লানাগান কোনো মন্তব্য করেননি। পরিবেশবাদীরা এতে খুশি এবং তারা মনে করছেন নিরবতাই রিপাবলিকানদের সমর্থন।

ফুডস্ট্যাম্পের আবেদন এখন অনলাইনে

প্রথম পাতার পর

কর্মকর্তারা। আগে ফুড স্ট্যাম্পের জন্য তাদের অফিসে গিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হতো বলে লিখেছে ডেইলি নিউজ।

নিউইয়র্ক সিটির হিউম্যান রিসোর্সেস এডমিনিস্ট্রেশনের কমিশনার স্টিভেন ব্যাংকস এই তথ্য জানিয়ে বলেন, আমরা যখন স্বল্প আয়ের মানুষদের এবং পরিবারকে সহায়তা দেয়ার চেষ্টা করছি, ফেডারেল সরকার তখন তাদের প্রাপ্য সুবিধা কেড়ে নেয়ার অপচেষ্টায় রত।

উল্লেখ্য নিউইয়র্ক সিটিতে গড়ে প্রতি মাসে ২৪,০০০ আবেদন জমা হয় ফুড স্ট্যাম্প সুবিধা পাওয়ার জন্য এখন যাকে বলা হয় স্ন্যাপ, এখন ৮০ ভাগ আবেদন করা হচ্ছে অনলাইনে। এখন আর তাদের অপেক্ষা করতে হয় না।

কমিশনার জানান, যারা দক্ষ তারা বাড়ির কম্প্যুটার থেকেই আবেদন করেন। তবে যারা কম্প্যুটার চালনায় পারদর্শী নয় কিংবা কম্প্যুটারে এ্যাকসেস নেই তাদের জন্য হিউম্যান রিসোর্সেস এডমিনিস্ট্রেশন অফিসে কিওস্ক চালু করা হয়েছে। সেখানে তাদের কর্মীরা অনলাইনে ফুডস্ট্যাম্প বা স্ন্যাপে আবেদনের জন্য সহায়তা করে। অনেকে তাদের কিওস্কে নিজেরাই কম্প্যুটারে আবেদন করতে পারেন। এইচআরএ ফোন থেকেও এ্যাপ ডাউললোড করে আবেদনের সুযোগ সৃষ্টি করছে বলে জানানো হয়।

ড.মাহবুব হাসান

শেষের পাতার পর

পুনর্নির্মাতা বলে তাকে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীর যেখানেই থাকেন সত্তায় তিনি ধারণ করেন তাঁর দেশ এবং বাঙালী সংস্কৃতির উপাদান-উপকরণ। তার কবিতায় আছে মানবিক চেতনার উজ্জ্বল উপস্থিতি। শব্দ নিয়ে খেলা করতে করতে তিনি গাঁথেন কবিতার অট্টালিকা। সেই কবিতার প্রতিটি বর্ণে থাকে ঐতিহ্যের স্পর্শ, লোকজ মোটিফের প্রতিফলন। ফলে তার কবিতা পায় নতুন মাত্রা।

মাহবুব হাসান শুধু কবি নন, তিনি প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক এবং গবেষক। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলার কবিতা নিয়ে তার রয়েছে প্রবন্ধ গ্রন্থ। বলা হয়, তাঁর হাত ধরেই সত্তরের দশকে ঢাকা ও কলকাতার কবিদের মেলবন্ধন শক্ত হয়। এ পর্যন্ত তার প্রকাশিত গ্রন্থ চল্লিশ ছাড়িয়েছে। নিউইয়র্কে বসবাস করলেও তিনি লিখে যাচ্ছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে, বিরতিহীন। গত বইমেলাতেও প্রকাশিত হয়েছে তার গ্রন্থ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকজ উপাদান নিয়ে পিএইচডি করেছেন। একাত্তরে তিনি কাদেরিয়া বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

এই শনিবার ২৮ এপ্রিল কবি মাহবুব হাসানের জন্মদিন। সাপ্তাহিক বাঙালীর পক্ষ থেকে তাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন

বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $70,000

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

আমরাই একমাত্র নিউইয়র্ক স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের লাইসেন্সধারী হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে

Hiring HHA & PCA

HouseCalls
HOME CARE
Being home never felt better™

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372

Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472

Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435

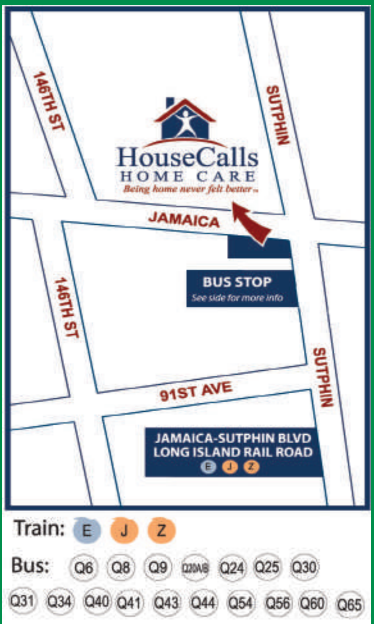

Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233

বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র ‘লাইসেন্সধারী’ হোম কেয়ার এজেন্সি